ইসলামী চেতনা ও বাংলাদেশী চেতনা

আবু মুহাম্মাদ মোরশেদ

ইসলামী চেতনা ও বাংলাদেশী চেতনা

(ছড়া গান কবিতায় রচনা উপস্থাপনা)

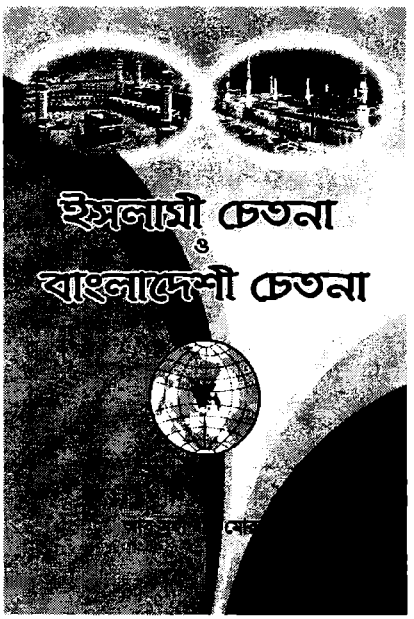

আবু মুহাম্মাদ মোরশেদ

www.pathagar.com

ISLAMI CHATONA O BANGLADESHI CHATONA
ABU MUHAMMAD MURSHED

ইসলামী চেতনা ও বাংলাদেশী চেতনা
আবু মুহাম্মাদ মোরশেদ

প্রকাশ কাল	:	৩ জিলহজ্ব ১৪২৯ হিজরী ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪১৫ বাংলা ১ ডিসেম্বর ২০০৮ ইংরেজী।
গ্রন্থস্বত্ব ও প্রকাশক	:	**আবু মুহাম্মাদ মোরশেদ**
প্রচ্ছদ	:	সুলতান উদ্দিন
শব্দ বিন্যাস ও কম্পিউটার	:	ফেনী গ্রাফিক্স এন্ড প্রিন্টার্স ১১৫৮ ট্রাংক রোড, ফেনী।
তোহ্‌ফা	:	৪০ টাকা মাত্র।

যোগাযোগ : দক্ষিণ বল্লভপুর ছাগলনাইয়া, ফেনী। ০১৮১৫ ০৫৫৩২০

প্রাপ্তিস্থান :

* **ইসলামী বই ঘর**
  কোর্ট মসজিদ রোড, ফেনী।
* **আধুনিক লাইব্রেরী**
  মাদ্রাসা গেট, ছাগলনাইয়া।
* **কারেন্ট বুক হাউজ**
  জলসা শপিং সেন্টার
  নিউ মার্কেট, চট্টগ্রাম।
* **প্রফেসর'স বুক কর্ণার**
  ওয়ারলেস রেল গেট
  বড় মগবাজার, ঢাকা।

www.pathagar.com

বাণী

মফস্বল শহর ফেনী থেকে ছড়া, গান, কবিতা নিয়ে **'ইসলামী চেতনা ও বাংলাদেশী চেতনা'** নামে একটি বই প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই উদ্বেলিত। ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে এটা নিঃসন্দেহে নতুন মাত্রা যোগ করতে সক্ষম হবে যা বলাই বাহুল্য। অপসংস্কৃতি যেখানে তরুণ সমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে সেখানে এ মহান প্রয়াস কিছুটা হলেও অবহেলিত সুস্থ্য সংস্কৃতিতে গতি সৃষ্টি করবে এবং দেশীয় সংস্কৃতির বিকাশে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

আগ্রাসন বিরোধী, আধিপত্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের মোকাবেলায় স্বদেশ প্রীতি ও ইসলামী চেতনা আরো জোরালো হবে বলে আমার বিশ্বাস। ছড়া, গান, কবিতা গুলোতে বর্তমান সমাজের নানা কলুষতার খুব সুন্দর জবাব দেয়া হয়েছে। আমাদের দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায়ও এ কবিতা আশানুরূপ সাড়া জাগাতে সক্ষম হবে বলে আমি আশা করি।

আমি এ বইয়ের লেখক, প্রকাশক সহ সকলের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

কবি মতিউর রহমান মল্লিক
নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা।

www.pathagar.com

যে চেতনায় এ রচনা, যে আশায় এ গ্রন্থনা

সকল গুণ-মর্যাদা প্রশংসা মহান আল্লাহর সমীপে
যিনি মদদ করেন আমায় এ গ্রন্থ রচনাতে।
সালাত ও সালাম রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) এর শানে
যাঁকে দ্বীন কায়েমে সহযোগিতা করেছিলেন কবি সাহিত্যিকগণেও।
যাঁরা ইসলামী চেতনায় ও বাংলাদেশী চেতনায় লেখেন
মহান আল্লাহর দরবারে উচ্চ মর্যাদা হোক তাঁদের।

ভাষার শুরু পদ্য সাহিত্যের মাধ্যমে গদ্যের নয়
দুনিয়ায় গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি কর্ম অনেক বেশী।
কিন্তু পদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি কর্ম কম নয়
পদ্য গদ্যের চেয়ে আবেদন সৃষ্টি করে বেশী।
কুরআন শরীফ প্রচলিত গদ্য পদ্য সাহিত্য নয়
কিন্তু কুরআনের সার্বিক বিন্যাস পদ্যকেও হার মানায়।

এ পথে প্রয়োজন অনেক অভিজ্ঞ কলম সৈনিকের
তার চেয়েও বেশী প্রয়োজন আগ্রহী পাঠক পাঠিকার।
লেখক পাঠকের সংখ্যায় আমরা অনেক বেশী পিছিয়ে
সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে আমাদের আসতে হবে এগিয়ে।
লেখক বাড়ানোর চেয়ে পাঠক বাড়ানো অনেক সহজ
এ সহজ কাজটিও ব্যক্তিগত উদ্যোগের অভাবে শোচনীয়।

ঐ দুটি বিষয়ে আমাদের লিখতে হবে সযত্নে
কারণ,দুটির অস্তিত্বের উপস্তিতিই বাঁচাবে আমাদের সসম্মানে।
ইসলাম মানবতার জন্যে মহান আল্লাহর বড় নিয়ামাত
এর অনুসরণে পাবো দুনিয়ায় শান্তি, আখিরাতে নাজাত।
বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি প্রেম-ভালোবাসা, ভক্তি-শ্রদ্ধা
আমাদের সুখ-শান্তি, উন্নতি-প্রগতির পথে অনুপ্রেরণা।

এখনো জাহিলরা অনবরত বলে যাচ্ছে দুটির বিরুদ্ধে
তারা যিন্দাহ কবর দিতে চায় দুটির অস্তিত্বকে।
তারা দুহাত দিয়ে লিখছে লিখে যাচ্ছে অনবরত
তাগুতের জয়ের জন্যে মিথ্যার ফানুস উড়াচ্ছে প্রতিনিয়ত।
ইসলাম মুসলিম কুরআন হাদীস করে তারা অগ্রাহ্য
বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের চিরন্তনতা তাদের জন্যে অসহ্য।

তাই রচনা করতে হবে দুটি ভিত্তির আলোকে
ছড়া-গান-কবিতা-প্রবন্ধ-সাহিত্যের বিশাল ভান্ডারকে।
জাহিলিয়াতের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে যুক্তি সহকারে
দাঁত ভাংগা জবাব দিতে হবে মিথ্যা অভিযোগের
ফিরে পাবো ইসলামের সোনালী ঐতিহ্য, কল্যান, সম্মান
সার্বভৌমত্ব হবে অটুট ভক্তি শ্রদ্ধ্যায়, রয়ে স্বাধীন।

ঐ দুটির প্রেমে প্রেমিক হও দোজাহানের কল্যাণে
সুখ শান্তি দিদারে ইলাহী জুটবে আপনার তণুমনে
এর চেয়েও বড় সফলতা আর কী হতে পারে?
একটু আত্ম-সমালোচনায় মানুষ সুপথ পেতে পারে।
এ আশায় ভালোবাসায় সাজানো হলো এ বর্ণমালা
সার্থক হবে পাঠক হলে উক্ত চেতনাদ্বয়ে প্রেমওয়ালা।

আবু মুহাম্মাদ মোরশেদ
ছাগলনাইয়া, ফেনী।

www.pathagar.com

নির্দেশনা

(০১) মহান আল্লাহর শানে নিবেদিত

০০১. আল্লাহর হুকুম - তাকদীর ——— ০৯
০০২. আল্লাহু ——— ০৯
০০৩. লা-ইলাহা ইল্লাহু ——— ১০
০০৪. সুবহানাল্লাহ ——— ১০
০০৫. আলহামদু লিল্লাহ ——— ১০
০০৬. আল্লাহু আকবার ——— ১১
০০৭. কুল হুওয়াল্লাহ ——— ১১
০০৮. ইনশা আল্লাহ্ ——— ১২
০০৯. মাশা আল্লাহ ——— ১২
০১০. নাঊযু বিল্লাহ্ ——— ১২
০১১. ইন্না লিল্লাহ ——— ১৩
০১২. আসতাগফিরুল্লাহ্ ——— ১৩
০১৩. আল্লাহর শুকরিয়া ——— ১৩
০১৪. আল্লাহর পথে চলা ——— ১৪
০১৫. আল্লাহর স্মরণ ——— ১৪
০১৬. গোমরাহী থেকে হিদায়াত ——— ১৪
০১৭. মানব জীবন ——— ১৫
০১৮. শুধু ভালোবাসো তাঁরে ——— ১৫
০১৯. শেষ হবে না তাঁর গুণরাজি ——— ১৫
০২০. থাকি সুদীর্ঘ অপেক্ষায় ——— ১৬
০২১. এক আল্লাহ একক আল্লাহ্ ——— ১৬
০২২. সকল রুকূ সকল সুজূদ ——— ১৬
০২৩. আছে যতো সৃষ্টি আসমানে ——— ১৭
০২৪. হিদায়াত করনেওয়ালা হায় আল্লাহ গোমরাহ করনেওয়ালা ——— ১৭
০২৫. আল্লাহ হলেন এক ইলাহ ——— ১৭
০২৬. পাকওয়ালা তুমি আল্লাহ ——— ১৮
০২৭. আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠত্ব ——— ১৮

(০২) মহানবীর শানে নিবেদিত

০২৮. আরশ থেকে নূর এসেছে ——— ১৯
০২৯. লক্ষ চাঁদের চেয়েও সুন্দর ——— ১৯
০৩০. নবীজিকে যাঁরা চিনিলেন ——— ২০
০৩১. নবীজিকে যারা চিন্‌ল না ——— ২০
০৩২. মুহাম্মদ (সাঃ) এর মিশন ——— ২১
০৩৩. পূর্ণিমার চাঁদ ——— ২১
০৩৪. নবীর খাঁটি জীবনী ——— ২২
০৩৫. রাসূল আমার আদর্শ নেতা ——— ২২
০৩৬. রাসূল (সাঃ) এর শ্রেষ্ঠত্ব ——— ২৩

(০৩) আলকুরআনের বর্ণনায়

০৩৭. হিদায়াতের দু'আ ——— ২৫

www.pathagar.com

০৩৮. সকল ক্ষমতাও তোমারই হাতে ——— ২৫
০৩৯. আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লাহু ——— ২৫
০৪০. সময়ের শপথ ——— ২৫
০৪১. আল্লাহর সন্তোষ মতো ——— ২৬
০৪২. ভাবে ভাষায় কুরআন সম ——— ২৬
০৪৩. আল কুরআনই হিদায়াত ——— ২৭
(০৪) আল হাদীসের বর্ণনায়
০৪৪. রাদীতু বিল্লাহি রাব্বা ——— ২৮
০৪৫. দ্বীন ইসলামের পাঁচ খুঁটি ——— ২৮
(০৫) মক্কা শরীফের প্রশংসায়
০৪৬. কা'বার পানে ——— ২৯
০৪৭. কা'বা সম্মেলন ——— ২৯
০৪৮. তোমার বান্দাহ তোমার তরে ——— ৩০
০৪৯. আলমাসজিদু বায়তুল্লাহ ——— ৩০
(০৬) মদীনা শরীফের প্রশংসায়
০৫০. মদীনার পানে ——— ৩১
০৫১. সঠিক পথের মূল ঠিকানা ——— ৩১
(০৭) সাহাবায়ে কিরামের অনুসরণে
০৫২. খুলাফায়ে রাশিদীন ——— ৩২
০৫৩. আশারায়ে মুবাশশারা ——— ৩২
০৫৪. মুহাজিরীনে মাক্কা ——— ৩৩
০৫৫. আনসারে মাদীনা ——— ৩৩
০৫৬. মুজাহিদীনে বাদ্‌র ——— ৩৪
০৫৭. আযওয়াজু মুতাহ্‌হারাত ——— ৩৪
০৫৮. সাহাবায়ি কিরাম ——— ৩৫
০৫৯. নবীর কবিগণ ——— ৩৫
০৬০. তাবিয়ীন ——— ৩৬
০৬১. তাবিয়ী তাবিয়ীন ——— ৩৬
(০৮) ইসলামী পূর্ণজাগরণের তরে
০৬২. ইসলামী রেনেঁসা আন্দোলন ——— ৩৭
০৬৩. জীবন মিশন ——— ৩৭
০৬৪. দাওয়াতে দ্বীন ——— ৩৮
০৬৫. ইসলামী সংগঠন ——— ৩৮
০৬৬. মুক্তির ঠিকানা ——— ৩৯
০৬৭. সব ফরযের বড় ফরয ——— ৩৯
০৬৮. সর্বোত্তম ব্যবসায় ——— ৪০
০৬৯. ইসলামী যিন্দেগী ——— ৪০
০৭০. দ্বীনের পথে করলে জীবন বাজি রেখে ইসলামী আন্দোলন ——— ৪১
০৭১. আল্লাহ রাসূল কুরআন হাদীস ——— ৪১
০৭২. কুরআন হাদীস আজ কতো যে মাযলূম ——— ৪২

www.pathagar.com

০৭৩. নীতি ——— ৪২
০৭৪. দমে দমে করো যিকির ঈমানের ——— ৪৩
০৭৫. কুরআন হাদীসের লক্ষ্য ——— ৪৩
০৭৬. জাহান্নাম থেকে বাঁচাও ——— ৪৪
০৭৭. হাসো-কাঁদো ——— ৪৪

(০৯) ইসলামী চেতনা বিকাশে

০৭৮. আসল নকল ——— ৪৫
০৭৯. প্রেম প্রীতি ভালোবাসা মুহাব্বাত Love ——— ৪৫
০৮০. পারবে না নাফ্স দিতে ধোকা ——— ৪৬
০৮১. ভালোবাসার এ পথে পেয়েছি আমি পরম শান্তি সুখের মজা তৃপ্তিকে ——— ৪৭
০৮২. আজ মনের ভেতর খুব লেগেছে পিপাসা ——— ৪৮
০৮৩. ওহে মুমিন হও মুজাহিদ করতে কায়েম আল্লাহর দ্বীন ——— ৪৯
০৮৪. আল্লাহ তায়ালার বিশাল এ দুনিয়া ——— ৪৯
০৮৫. কোটি কোটি টাকার পাহাড় ——— ৫০
০৮৬. ও আমার সাবেক শিবির ভাই ——— ৫০
০৮৭. ও মা তোর চরণ তলে ——— ৫১
০৮৮. দ্বীনি চিন্তা ——— ৫১
০৮৯. কতো রঙের কতো ঢঙের ——— ৫২
০৯০. আজকের মেয়ে কালকের বউ পরশু দিনের শ্বাশুড়ী ——— ৫২
০৯১. ওহে মুসলিম যুবক আর ছেলে ——— ৫৩
০৯২. তুমি তো এক মুসলিম মেয়ে ——— ৫৩
০৯৩. আল্লাহ! রক্ষা করো জুব্বার ইয্যাত ——— ৫৪
০৯৪. রমযানে তাকওয়া ——— ৫৫
০৯৫. তাকওয়াবান থাকবে শুধু সুখ শান্তি আরামে ——— ৫৫
০৯৬. রমযান এলে কদর করো ——— ৫৬
০৯৭. ঈদের চাঁদ ——— ৫৬
০৯৮. ঈদের খুশি ——— ৫৬
০৯৯. ঈদ মানে ——— ৫৭
১০০. অতিথি নামাযী ——— ৫৭
১০১. ছেলে মেয়েরা ——— ৫৮
১০২. একটি ছেলে ——— ৫৮
১০৩. একটি মেয়ে ——— ৫৮
১০৪. আসল পথ দেখালে ——— ৫৯
১০৫. বিপদে আল্লহর দরবারে ধরণা ——— ৫৯
১০৬. বৃষ্টি এলো রহমত নিয়ে ——— ৫৯
১০৭. মেঘ থেকে বৃষ্টি নামে ——— ৬০
১০৮. মানব মনে খুশি ——— ৬০
১০৯. একটু হাসি কতো বেশী ——— ৬০
১১০. কুরআন শিখতে যাই ——— ৬১
১১১. জান্নাতে সে যাবে ——— ৬১
১১২. সবাই এবার তার ভক্ত ——— ৬১
১১৩. হুঁশ হয় তার এবারে ——— ৬১

www.pathagar.com

১১৪. যাবো মামার বাড়ী ——— ৬১
১১৫. সবাই একই বাড়িতে ——— ৬১
১১৬. ছড়ায় ছড়ায় ——— ৬২
১১৭. বৃষ্টি এলো জোরে শোরে ——— ৬২
১১৮. ও নাতীন যাইও না যাইও না ——— ৬২
১১৯. ও মুসলমান ——— ৬৩
১২০. মহান ফরমান ——— ৬৩
১২১. ডিম খাবে? ——— ৬৪
১২২. টাকা নেবে? ——— ৬৪
১২৩. মরিচ খাবে? ——— ৬৪
১২৪. চাঁদ পায় না সূর্যের নাগাল ——— ৬৫
১২৫. কতো আয়াশ কতো বিলাশ ——— ৬৫
১২৬. তোমার সৃষ্টি কিসের জন্যে? ——— ৬৬
১২৭. তোমার আমার পাক ঠিকানা ——— ৬৬

(১০) বাংলাদেশী চেতনা বিকাশে

১২৮. বাংলাদেশের মানুষ মাটি ——— ৬৭
১২৯. ঈমানের দাবী ——— ৬৭
১৩০. জনগণের আসল নেতা যিনি ——— ৬৮
১৩১. যে রাতে গেলো নিয়ে জেলেতে ——— ৬৮
১৩২. আমীরে জামায়াত ——— ৬৯
১৩৩. আমার প্রাণ প্রিয় দেশটির উপর ——— ৭০
১৩৪. জান থাকতে মান থাকতে দেব না হতে পরাধীন এ মাটি ——— ৭০
১৩৫. আমার বাবা আমার মনে দিয়েছিলেন আশা ——— ৭১
১৩৬. জন্ম তোর মুসলিম ঘরে! ——— ৭১
১৩৭. ও বুবুজান ——— ৭২
১৩৮. কে বলে তুমি শরীফ? ——— ৭২
১৩৯. আমরা শিশু আমরা কিশোর ——— ৭২
১৪০. পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে ——— ৭৩
১৪১. পশ্চিম আকাশে চাঁদ উঠেছে ——— ৭৩
১৪২. রচনার আত্মা ——— ৭৪
১৪৩. কবি লেখক সাহিত্যিক ——— ৭৪
১৪৪. ও শিল্পী ওহে গায়ক ——— ৭৫
১৪৫. জাতীয় শ্লোগান ——— ৭৫
১৪৬. জামায়াতে ইসলামী ——— ৭৬
১৪৭. বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ——— ৭৬
১৪৮. হাতে তাসবীহ মাথায় পট্টি ——— ৭৭
১৪৯. হঠাও হঠাও হঠাও হঠাও ——— ৭৭
১৫০. নজরুল ফররুখ ——— ৭৮
১৫১ ফররুখ নজরুল ——— ৭৮
১৫২. তোমার আমার ভোট, তোমার আমার নোট ——— ৭৮
১৫৩. আটাশে অক্টোবর দুই হাজার ছয় সনে ——— ৭৯
১৫৪. বাংলাদেশ তুমিও এখন সাম্রাজ্যবাদীদের আসল টার্গেট ——— ৮০

www.pathagar.com

(১) মহান আল্লাহর শানে নিবেদিত

১. তাকদীর

দুনিয়াতে আছে কি কিছু
আল্লাহ ছাড়া শুধু?
দুনিয়াতে নাই কিছু
আল্লাহ ছাড়া শুধু।

আল্লাহর হুকুমের বাইরে
দুনিয়াতে হয় না কিছু,
যা কিছু হয় দুনিয়াতে
আল্লাহর হুকুমে শুধু।

মানবতার ইখতিয়ারে আছে
শুধু যা যা,
শুধু ইচ্ছা চেস্টা
পারে করতে তারা।

কেউ যদি করতে চায়
নেকীর কথা কাম,
আল্লাহ তাতে শক্তি যোগান
করতে তা সমাধান।

কেউ যদি করতে চায়
বদীর কথা কাম,
আল্লাহ তাতেও শক্তি যোগান
করতে তা সমাধান।

ইচ্ছা শক্তি চেষ্টা শক্তি
মানুষেরই শুধু কাম,
শক্তি দেয়া আল্লাহর ইচ্ছা
যদি চান বা না চান।

তারিখ ঃ ২৩/১০/২০০৮ ইং

২. আল্লাহু

আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু
আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু
আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু
আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু ॥

উলুহিয়াতের আসল নামটি
রাবুবিয়াতের খাঁটি নামটি
নাম যে মধুর গান যে গাহি
কাম যে সুন্দর মানি যে তাঁরি ॥

তোমারি পালন তোমারি সৃষ্টি
মনযে তোমার আকাশচুম্বি
মুসলিম অমুসলিম সবারে তুমি
বিলাও রিযিক সমান মাপি ॥

চাঁদ সুরুজ আর বায়ু পানি
জমি জমা আর বসত বাড়ি
সকল কিছু কর যে বিলি
দেখ না কভু নাফরমানি ॥

আরবী ভাষায় তোমার ওয়াহী
নাযিল করো দিবা নিশি
ভালোবেসো রাসূল নাবী
দয়ায় ভরা বান্দার লাগি ॥

আরবী ভাষায় কুরআন পড়ি
বাংলা ভাষায় কুরআন বুঝি
যমীনে তোমার শ্লোগান তুলি
আল্লাহু আকবার বিজয় ধ্বনি ॥

তারিখ ঃ ২৪/০২/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

৩. লা - ইলাহা ইল্লাল্লাহ

লা - ইলাহা ইল্লাল্লাহ
লা - ইলাহা ইল্লাল্লাহ
লা - ইলাহা ইল্লাল্লাহ
লা - ইলাহা ইল্লাল্লাহ ॥

কুফর ছেড়ে ঈমান আনা
শিরিক বিহীন ঈমান রাখা
নিফাক বাদে ঈমান পোষা
আমল সহ ঈমান তাজা ॥

খালিক সবার তুমি আল্লাহ
মালিক সবার তুমি আল্লাহ
মাবুদ সবার তুমি আল্লাহ
ইলাহ সবার তুমি আল্লাহ ॥

বিধান দাতা তিনি আল্লাহ
হুকুম দাতা তিনি আল্লাহ
রিযিক দাতা তিনি আল্লাহ
পালন কর্তা তিনি আল্লাহ ॥

তোমার হুকুম পালনকারী
তোমার আওয়াজ উচ্চকারী
তোমার পথে জিহাদকারী
জান্নাত পাবে সরাসরি ॥

তারিখ ঃ ২৪/০২/২০০৮ ইং

৪. সুবহানাল্লাহ

সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ
সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ
সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ
সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ ॥

তোমার নামের নেই তুলনা
তোমার কাজের নেই যোজনা
তোমার পথে নেই ঝামেলা
তুমি আল্লাহ আসল আল্লাহ ॥

শিরিক থেকে পাকওয়ালা
গুনাহ থেকে বাঁচানোওয়ালা
বিপদ থেকে তরানেওয়ালা
ফিরআউনকে ডুবানেওয়ালা ॥

তোমার দয়ার নেই উপমা
তোমার দানের নেই সীমানা
তোমার সৃষ্টির নৈপুন্যতা
তোমার পালন সবার সেরা ॥

তোমার দ্বীনের ঝান্ডাওয়ালা
তোমার জন্যে প্রেম উজালা
দিনের বেলায় জিহাদওয়ালা
রাতের বেলায় সালাতওয়ালা ॥

তারিখ ঃ ২৫/০২/২০০৮ ইং

৫. আলহামদু লিল্লাহ

আলহামদু লিল্লাহ আলহামদু লিল্লাহ
আলহামদু লিল্লাহ আলহামদু লিল্লাহ
আলহামদু লিল্লাহ আলহামদু লিল্লাহ
আলহামদু লিল্লাহ আলহামদু লিল্লাহ ॥

সকল তারীফ পায়তো আল্লাহ
সকল শোকর করবো আল্লাহ
হিদায়াতের পথে চালানেওয়ালা
পিবথগামী করো না আল্লাহ ॥

রিযিক যোগাও তুমি আল্লাহ
লিবাস পরাও তুমি আল্লাহ
জ্ঞান বাড়াও তুমি আল্লাহ
তাওফীক দাও তুমি আল্লাহ ॥

হায়াতের গাড়ি চালানেওয়ালা
মাওতের শরাব পিলানেওয়ালা
হিসাব নিকাশ নেবেন আল্লাহ
দয়ার সাগর তুমি আল্লাহ ॥

তোমার নামের গুণগাঁথা
তোমার খ্যাতি বিশ্বজোড়া
তোমার কীর্তন আরশ মুয়াল্লা
তোমার নামতো প্রশংসাওয়ালা ॥

তারিখ ঃ ২৫/০২/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

৬. আল্লাহু আকবার

আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার
আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার
আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার
আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ॥

আল্লাহু আকবার বলো মুজাহিদ আল্লাহু আকবার
আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দাও বার বার
আল্লাহর হুকুমে জাগাও মুমিনদের আরেকবার
মনে প্রাণে দিবানিশি স্মরণ তো কেবল তোমার ॥

আল্লাহু আকবার বলো মুজাহিদ আল্লাহু আকবার
আল্লাহর বড়ত্বের আওয়াজ হাঁকো বারবার
আল্লাহর হুকুমাতের দাওয়াত দাও আরেকবার
তনুমনে সারাক্ষণ চেতনা তো শুধু তোমার ॥

আল্লাহু আকবার বলো মুজাহিদ আল্লাহু আকবার
আল্লাহর মহানত্বের ধ্বনি তোল জীবন ভর
আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জিহাদ চালাও বারবার
আল্লাহর মর্জিতে যালিমের বিরুদ্ধে গণসোচ্চার ॥

আল্লাহু আকবার বলো মুজাহিদ আল্লাহু আকবার
আল্লাহর একত্বের বাণী পৌঁছাও দুনিয়া ভর
আল্লাহর আইন বাস্তবায়নে সংগ্রাম করো অবিরাম
আল্লাহর খুশিতে বাতিলের যিন্দান করো চুরমার ॥

আল্লাহু আকবার বলো মুজাহিদ আল্লাহু আকবার
গ্রামে গঞ্জে শহরে নগরে বন্দরে সর্বত্র আল্লাহু আকবার
মাঠে ঘাটে হাটে বাজারে পাঠাগারে এক আল্লাহু আকবার
অফিসে আদালতে জাতীয় সংসদে বিশ্বময় কেবল আল্লাহু আকবার ॥

তারিখ ঃ ২৬/০২/২০০৮ ইং

৭. কুল হুওয়াল্লাহ

কুল হুওয়াল্লাহ কুল হুওয়াল্লাহ
কুল হুওয়াল্লাহ কুল হুওয়াল্লাহ
কুল হুওয়াল্লাহ কুল হুওয়াল্লাহ
কুল হুওয়াল্লাহ কুল হুওয়াল্লাহ ॥

বলুন আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ
বলুন এক আল্লাহ একক আল্লাহ
বলুন তিনি আল্লাহ লা-শারীক আল্লাহ
বলুন তিনি আল্লাহ অমুখাপেক্ষি আল্লাহ ॥

নেই কোন নেই সন্তান আল্লাহর
না আছে কোন পিতা তাঁর
নেই কোন সত্ত্বা সমতুল্য আল্লাহর
সবই তো ক্ষুদ্র বড়তো আল্লাহ ॥

নেই কোন নেই তন্দ্রা আল্লাহর
আর নেই কোন নিদ্রাও তাঁর
তিনিইতো চিরঞ্জীব চিরশাশ্বত আল্লাহ
চির বর্তমান চির প্রতিষ্ঠিত আল্লাহ ॥

সকল রাজার রাজা তুমি আল্লাহ
যাকে চাও দাও রাজ্য তুমি আল্লাহ
যার থেকে চাও কেড়ে নাও আল্লাহ
সকল ক্ষমতার মালিক শুধু এক আল্লাহ ॥

তারিখ ঃ ২৭/০২/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

৮. ইনশা আল্লাহ

ইনশা আল্লাহ ইনশা আল্লাহ
ইনশা আল্লাহ ইনশা আল্লাহ
ইনশা আল্লাহ ইনশা আল্লাহ
ইনশা আল্লাহ ইনশা আল্লাহ ॥

আল্লাহ চেয়েছেন হয়েছে দুনিয়া
বানিয়েছেন তিনি মানুষকে খলীফা
দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যে সৃষ্ট তারা
আল্লাহর বিধান হবে কায়েম ইনশা আল্লাহ ॥

মানবতার বন্ধু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ
সকল যুগের সকল স্থানের বিশ্বনবী বিশ্বনেতা
আল্লাহর নামে দ্বীনের পথে পাগলপারা
সে দ্বীনতো ফের কায়েম হবে ইনশা আল্লাহ ॥

যুগে যুগে দ্বীনের পথে চলে গেছেন যাঁরা
সারাজীবন জিহাদ করে হয়েছেন তাঁরা অগ্রসেনা
তাঁদের ধারায় আল্লাহর পথে সংগঠিত মুমিনেরা
সে সংগঠন বিজয়ের পথে এগিয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ ॥

তাফসীর হাদীস ইসলামী সাহিত্য আরো কত রচনা
শিক্ষা শিবির শিক্ষা বৈঠক আরো যত আলোচনা
করতে কায়েম দুনিয়ার বুকে ইসলামী সমাজ ধারা
বিশ্বময় আসবে আবার সুখ শান্তি ইনশা আল্লাহ ॥

তারিখ ঃ ২৭/০২/২০০৮ ইং

৯. মাশা আল্লাহ

মাশা আল্লাহ মাশা আল্লাহ
মাশা আল্লাহ মাশা আল্লাহ
মাশা আল্লাহ মাশা আল্লাহ
মাশা আল্লাহ মাশা আল্লাহ ॥

জাহিলী এক পরিবেশে রাসূল এলেন দুনিয়ায়
মাক্কা হলো আলোড়িত ইসলামী বিপ্লবের হাওয়ায়
কতশত বিপ্লবী তাই তৈরী হলো মাক্কায়
সে বিপ্লবের কান্ডারী ছিলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ॥

ইয়াহুদীরা ফিলিস্তিনে মারলো লক্ষ মুসলমান
কোন ঘরতো নেইরে বাকী যে ঘরে নেই শহীদান
করলো কত আক্রমন হাসাসকে করতে শেষ
পারে না তাদের করতে শেষ সাথে আছেন এক আল্লাহ ॥

ঈমানী চেতনার নিকট উঠেনি পেরে তাগুতেরা
তাইতো আফগানে ইরাকে গেল হেরে রুশ আমেরিকা
বিমান কামান গোলাবারুদ ধ্বংস হলো সব
করলেন তাদের সাহায্য মহান মাবুদ আল্লাহ ॥

সতীর্থরা বাংলাদেশেও চালায় কত শত আক্রমন
লগি বৈঠা মিডিয়া তাদের প্রিয় অবলম্বন
হত্যা করলো আমার ভাইদের ধ্বংস হয়নি মূল মিশন
কারণ হলো সাথে আছেন শুধুমাত্র এক আল্লাহ ॥

তারিখ ঃ ২৮/০২/২০০৮ ইং

১০. নাঊযু বিল্লাহ

নাঊযু বিল্লাহ নাঊযু বিল্লাহ
নাঊযু বিল্লাহ নাঊযু বিল্লাহ
নাঊযু বিল্লাহ নাঊযু বিল্লাহ
নাঊযু বিল্লাহ নাঊযু বিল্লাহ ॥

যতই দেখি দুঃখ পাই
যতই শুনি কষ্ট পাই
চর্তুদিকে হানাহানি
নাফরমানী খুনখারাবী ॥

আল্লাহর যমীন করলো তাই
হিংসা বিদ্বেষ আর জিঘাংসায়
তাইতো রহম আল্লাহ তোমার
বন্ধ করেছে বার বার ॥

কত নেয়ামতে ভরপুর দুনিয়া
তারপরেও নেই নেই বলিয়া
হাহাকার চিৎকার আর নাশোকর
নেয়ামত উঠার বড় কারণ ॥

সবচেয়ে বড় দুশমনী আল্লাহ
তোমার দ্বীনের পেছনে লাগিয়া
ইসলাম দিল শেষ করিয়া
এইতো তাদের বিবৃতি বক্তৃতা ॥

নাশোকরদের কবল থেকে
হারাম খোরদের ষড়যন্ত্র থেকে
নাস্তিক মুরতাদদের চক্রান্ত থেকে
উদ্ধার করো মুক্ত করো ওগো আল্লাহ ॥

তারিখ ঃ ২৭/০২/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

১১. ইন্নালিল্লাহ

ইন্নালিল্লাহ ইন্নালিল্লাহ
ইন্নালিল্লাহ ইন্নালিল্লাহ
ইন্নালিল্লাহ ইন্নালিল্লাহ
ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্নাইলাইহি রাজিউন ॥

বাবা আদম মা হাওয়ার জান্নাতের সুখি জীবন
ইবলীস শয়তান করলো বরবাদ তাদের সুখি জীবন
ফুসলিয়ে ফুসলিয়ে তাদের খাওয়ালো গন্দম
পরিণতিতে শুরু হলো মানবজাতির দুনিয়ায় আগমন ॥

ঘোষণা দিলেন আল্লাহ তায়ালা আসবে হিদায়াত যখন
সে হিদায়াত মেনে চললে পাবে জান্নাতী জীবন
লাখ লাখ নবী আসলেন আনলেন হিদায়াতী কিতাব
হিদায়াত গ্রহণ না করে বনী আদম হলো নাফরমান ॥

সবশেষে মুহাম্মাদ নিয়ে এলেন হিদায়াতী কুরআন
দাওয়াত দিলেন উম্মতেরে তাঁর, ইসলাম করো গ্রহণ
এ কারণে কাফিরেরা করলো কত শত নির্যাতন
তাইতো তারা হয়ে গেল ছুম্মুন বুকমুন উমইয়ুন ॥

আজো যখন দেয়া হয় দাওয়াত পড়ে হাদীস কুরআন
দেয়া হয় শত যুক্তি পক্ষে ইসলামী শাসন
এ অপরাধে লগি বৈঠা নিয়ে করে তারা আক্রমন
সে কারণে আসলো আযাব গযব আর কুশাসন ॥

তারিখ ঃ ২৮/০২/২০০৮ ইং

১২. আসতাগফিরুল্লাহ

আসতাগফিরুল্লাহ আসতাগফিরুল্লাহ
আসতাগফিরুল্লাহ আসতাগফিরুল্লাহ
আসতাগফিরুল্লাহ আসতাগফিরুল্লাহ
আসতাগফিরুল্লাহ আসতাগফিরুল্লাহ ॥

আকাশ বাতাস গ্রহ তারা
দুনিয়া সব নেয়ামতে ভরা
তবু মানুষ না শোকর বান্দাহ
কি জঘন্য কি বর্বরতা ॥

কতো নাবী কতো রাসূল
জীবন যাঁদের সমুজ্জ্বল
তবু মানুষ করে ভুল
না মেনে আল্লাহর হুকুম ॥

মানবতার বন্ধু যে নাবী
তাঁকেও কাফিররা ছাড়েনি
তবু বুঝান দয়াল নাবী
দ্বীনের পথে আসবে বুঝি ॥

কোন দেশেতে নেই বাধা
নেই যে কোন বিরোধীতা
সব দেশেতে বললো তারা
শেষ করলো সব মৌলবাদীরা ॥

তারিখ ঃ ২৭/০২/২০০৮ ইং

১৩. আল্লাহর শুকরিয়া

কি করে তুমি করবে ইনকার
রাহমাত বারকাত নিয়ামাতের শোকর গুযার?
সারা জাহানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে
রাহমাত বারকাত নিয়ামাত লক্ষ হাজার ॥

কতো যে রাহমাত আসমানে
কতো যে বারকাত যামীনে
কতো যে নিয়ামাত বাতাসে
গুনলে কি তা শেষ হবে?

কতো যে রাহমাত মানব দেহে
কতো যে বারকাত প্রাণী জুড়ে
কতো যে নিয়ামাত জীব আর জড়ে
দিলেন আল্লাহ দয়া করে ॥

তোমার রাহমাত পেয়ে
তোমার বারকাত নিয়ে
তোমার নিয়ামাত খেয়ে
না শুকরী প্রতি পদে ॥

দাও মোদের তাওফীক শুকরিয়ার
করো হিদায়াতের পথে নিরংকার
খিলাফাতের দায়িত্ব পালনে সোচ্চার
বুলন্দ করতে আল্লাহু আকবার ॥

তারিখ ঃ ১০/০৩/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

১৪. আল্লাহর পথে চলা

আমার মনের আল্লাহ
আমি তোমার বান্দাহ,
সকল সময় তোমার স্মরন
মন করে আমার উজালা।

ও আল্লাহ! বিপদে মোর
তুমি করো রহম বেশুমার,
যেন তনু মনে তোমার শোকর
পারি করতে আদায় বারবার।

হে আল্লাহ! শত নাফরমানীর পরেও তুমি
করো মোদের ক্ষমা,
যেন মোরা হতে পারি
তোমার নেক বান্দাহ।

আল্লাহ তোমার দয়ায় চলি মোরা
প্রতি পদে পদে,
দাও মোদের তাওফীক দাও
তোমার হুকুম পালনের।

জীবন শুধু তোমার তরে
পারি করতে ক্ষয়,
কোন রিয়া কোন নিফাক
আর ছাড়া অহংকার।

তারিখ ঃ ০৫/০৪/২০০৮ ইং

১৫. আল্লাহর স্মরণ

যখন তোমায় ডাকি আমি
হৃদয় মন ভরে,
তনু মনে পাই শান্তি
দয়ায় মুষল ধারে।

যখন তোমার স্মরণ
যায় ছুটে
দুঃখের কালো মেঘ
আকাশে উঠে।

তোমায় ভুলে মানুষ
হয় শ্রান্ত,
তোমার স্মরণে মানুষ
হয় শান্ত।

তোমায় ছাড়া নেই কেউ
হৃদয় জুড়াবার,
তুমি আছো মনের মাঝে
সুখ পাঠাবার।

হে আল্লাহ! দাও মোরে
স্মরন তোমার,
যেন শান্তি আসে হৃদয়ে
দয়ায় তোমার।

তারিখ ঃ ২৭/০৩/২০০৮ ইং

১৬. গোমরাহী থেকে হিদায়াত

আল্লাহ আমার মুখতার
আল্লাহ আমার গাফ্‌ফার
শেষ বিচারের আদালতে
তিনি আমায় ক্ষমাকার
আমি গুনাহগার
তিনি মাফকার॥

সারাজীবন করলাম আমি
নাফরমানি বেশুমার
ভাবিনি কখনো আমি
ধরা পড়ব শেষবার
তাই করো মোরে
ক্ষমা আরেকবার॥

জীবন যৌবন কাটলো মোর
সাহায্যে ইসলাম আর দেশ বিরোধীদের
শেষ বয়সে হলো হুঁশ মোর
করতে হবে অনুসরন ইসলামী বিধানের
চাই তাওফীক হে আল্লাহ
তোমার পথে চলতে এবার॥

আল্লাহ তুমিতো দয়ার সাগর
চালাও এবার মোরে রাহে তোমার
কুরবানী দেবো সকল ধন প্রাণের
করো উসীলা তা আখিরাতের নাজাতের
কবুল করো এ মুনাজাত
তোমার রহমতে আরেকবার॥

তারিখ ঃ ০৫/০৪/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

১৭. মানব জীবন

তখনও তুমি ছিলে আল্লাহ
যখন আমি ছিলাম না ॥

যখন ছিলাম রুহের জগতে
শপথ নিলে তোমায় মানতে।
যখন ছিলাম মায়ের পেটেতে
লালন করলে তোমার রহমতে।
যখন এলাম এ ধরাতে
তোমার দ্বীন কায়েম করতে।
যখন যাবো কবরেতে
করো বেহেশতের টুকরাতে।
যখন যাবো আখিরাতে,
ঠাঁই দাও তোমার জান্নাতে ॥

আল্লাহ! তোমার ক্ষমতা চলে সবখানে
তোমায় মানলে সুখ পায় তনুমনে।
আল্লাহ! তোমার হুকুম মেনে মানুষ
জান্নাত পাবে সে সর্বশেষ।
হবে তোমার শোকার গুযার
ভালোবেসে তোমায় বেশুমার।
তারিখ ঃ ১৫/০৪/২০০৮ ইং

১৮. শুধু ভালোবাসো তাঁরে

শুধু ভালোবাসো তাঁরে
আপনার চেয়েও আপন করে,
রহমত পাবে তাঁর থেকে
দ্বীন দুনিয়া আখেরে ॥

কেবল ভয় করো তাঁরে
সকল ভয় ত্যাগ করে,
পারবে না কেউ ভয় দেখাতে
মহান আল্লাহর রহমতে ॥

দান করো তাঁর সন্তোষে
বিরত হও তাঁর খুশিতে,
রিযিক পাবে তাঁর থেকে
অভাবে অনটনে দুনিয়াতে ॥

দাঁড়াতে হবে তাঁর সামনে
বিচারে ময়দানে মাহশারে,
তাই তো সবাই এবারে
তাওবা করো শেষ বারে ॥
তারিখ ঃ ০৭/০৬/২০০৮ ইং

১৯. শেষ হবে না তাঁর গুণরাজি

দুনিয়ার সকল পানি
নাও আরও সমপরিমাণ যদি
হয় যদি সব কালি,
দুনিয়ার সকল বৃক্ষরাজি
নাও আরও সম সংখ্যক যদি
কলম হয় সব যদি;
লিখতে বসে আল্লাহর প্রশংসাবাণী
শেষ হবে না তাঁর গুণরাজি ॥

প্রশংসা তো নয় সৃষ্টিরাজির
প্রশংসা হবে কেবল সৃষ্টিকারীর
সৃষ্টি মাঝে আছে যতো সৌন্দর্যাবলী
আল্লাহই তো দিয়েছেন সবগুলি।
তাই তামাম সৃষ্টি দিবানিশি
গাহে শুধু তাঁরই গুণরাজি ॥

ও মানুষ তুই হইলি কেবল বেহুঁশ
তুই বিনে সকলে তাঁর প্রশংসায় নিঃশেষ।
তুই হইলি কেবল দুনিয়ার ধান্দায় বিভোর,
বেশী পাওয়ার আশায় কতো যে কঠোর।
আর নয় কখনও সৃষ্টির গুণ কীর্তন,
করবো তারীফ মহান আল্লাহর সারাক্ষণ ॥

তারিখ ঃ ০৮/০৫/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

২০. থাকি সুদীর্ঘ অপেক্ষায়

ভয় শুধু করি আমি
তোমার মহান সত্ত্বায়,
ক্ষমা করে দিও তুমি
আমার সকল গুনাহ ॥

ভালোবাসা দেবো আমি
তোমার তরে জমা,
রহমত দিও আল্লাহ আমায়
থেকে তোমার মহিমা ॥

ভয় আর ভালোবাসা
করি শুধু তোমায়,
দাও আশা ভালোবাসা
নাও আপন করে আমায় ॥

দান করি বিরত হই
শুধু ভালোবেসে তোমায়,
বন্ধুত্ব করি দুশমন হই
কেবল সন্তোষ পেতে তোমায় ॥

তোমার পথে জীবন বিলাই
ভালোবাসা পেতে তোমায়,
তোমার দিদার পেতে আমি
থাকি সুদীর্ঘ অপেক্ষায় ॥

তারিখ ঃ ০৭/০৬/২০০৮ ইং

২১. এক আল্লাহ একক আল্লাহ

এক আল্লাহ একক আল্লাহ
ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহ,
তরানেওয়ালা তুমিই আল্লাহ
বাঁচানেওয়ালা তুমিই আল্লাহ॥

তামাম সৃষ্টির মহান স্রষ্টা
সকল সৃষ্টির তুমিই দ্রষ্টা,
সকল সৃষ্টি লুটে পড়ে
করে শুধু তোমায় সিজদাহ॥

তোমার সৃষ্টি অবিরত
তোমার দৃষ্টি অনবরত,
তামাম সৃষ্টি গাইছে শুধু
তুমিই কেবল এক ইলাহ ॥

তোমার রহম তোমার করম
পায় সকলে হরদম
কুল মাখলুক পড়ছে তাই
আলহামদু লিল্লাহ আলহামদু লিল্লাহ॥

মানব তুমি আর কতো দিন
থাকবে পড়ে সিজদা বিহীন
সকল কথায় সকল কাজে
তাঁকেই শুধু করো সিজদাহ ॥

মেনে চললে আল্লাহর বিধান
কায়েম করলে তাঁরই আইন
দেবেন শান্তি দেবেন মুক্তি
খুশি হয়ে এক আল্লাহ ॥

তারিখ ঃ ০৯/০৯/২০০৮ ইং

২২. সকল রুকূ সকল সুজূদ

সকল রুকূ সকল সুজূদ
কবুল করো মাবুদ আল্লাহ,
কোটি শোকর কোটি তারীফ
তোমার তরে ওগো আল্লাহ ॥

তুমিই না করলে হিদায়াত
করতাম মোরা শিরক বিদয়াত
তুমিই মোদের করেছ কবুল
দ্বীনের পথে থাকতে অটল ॥

কতো বিপদ হতে তুমি
করেছো মোদের উদ্ধার,
তুমিই মোদের করেছো মদদ
দুঃখ থেকে পেতে নিস্তার ॥

কতো দফা মরেও মোরা
তোমার দয়ায় জীবিত,
কতো মেঘ যে কেটেছো তুমি
সুগম করেছো পথকে প্রশস্ত ॥

অন্ন বস্ত্র, বাসস্থান
সবই তোমার রহমতের দান,
ঈমান, জিহাদ, হাদীস, কুরআন
মোদের তরে মহামূল্যবান ॥

তারিখ ঃ ০৯/০৯/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

২৩. আছে যতো সৃষ্টি আসমানে

আছে যতো সৃষ্টি আসমানে
চলে সবাই আল্লাহর হুকুমে,
আছে যতো সৃষ্টি যামীনে
চলে সবাই আল্লাহর নিয়মে॥

আসমান আর যামীনে
আছে কি কোন সৃষ্টি কণা?
যারা চলে না
এক আল্লাহর হুকুমে??

ক্ষুদে পিপিলিকা থেকে শুরু করে
বিশাল হাতী ঘোড়া পর্যন্ত সবে,
তোমারি হুকুমে চলে প্রতি মুহূর্তে
হয় না কোন ক্লান্তি দাসত্বে॥

ও মানুষ তুমি শ্রেষ্ঠ হয়েও
কেনো চলো না আল্লাহর হুকুমে?
ও মানুষ তুমিও চলো
মহান আল্লাহর নিয়মে॥

আল্লাহর কথায় চলে সারা সৃষ্টি
পায় সকলে রহমতের বৃষ্টি
দ্বীনের পথে রয়েছে শান্তি
আখিরাতেও পাবে তবে মুক্তি॥

তারিখ ঃ ১০/০৯/২০০৮ ইং

২৪. হিদায়াত করনেওয়ালা হায় আল্লাহ গোমরাহ করনেওয়ালা

হিদায়াত করনেওয়ালা হায় আল্লাহ
গোমরাহ করনেওয়ালা।
ঈমান দেনেওয়ালা হায় আল্লাহ
কুফর মেঁ লেনেওয়ালা।
ইলম দেনেওয়ালা হায় আল্লাহ
জাহিল করনেওয়ালা।
হিকামতে দেনেওয়ালা হায় আল্লাহ
বেকুফ বানানেওয়ালা।
রিযিক দেনেওয়ালা হায় আল্লাহ
ভুখা রাখনেওয়ালা।
যিন্দাহ করনেওয়ালা হায় আল্লাহ
মুরদাহ করনেওয়ালা।
বাঁচানেওয়ালা হায় আল্লাহ
মারনেওয়ালা।
তরানেওয়ালা হায় আল্লাহ
ফেলনেওয়ালা।
রাখনেওয়ালা হায় আল্লাহ
ফেঁকনেওয়ালা।
পরিয়াদ সুননেওয়ালা হায় আল্লাহ
মুশকিল মেঁ ঢালনেওয়ালা।
রহম করনেওয়ালা হায় আল্লাহ
গযব দেনেওয়ালা।
ফানাহ দেনেওয়ালা হায় আল্লাহ
আযাব দেনেওয়ালা।
সাওয়াব দেনেওয়ালা হয় আল্লাহ
গুনাহ দেনেওয়ালা।
জান্নাত দেনেওয়ালা হয় আল্লাহ
জাহান্নাম মেঁ ফেলনেওয়ালা।

তারিখ ঃ ০৬/০৬/২০০৮ ইং

২৫. আল্লাহ হলেন এক ইলাহ

আল্লাহ হলেন এক ইলাহ
নেতা হলেন রাসূলুল্লাহ,
কুআন হাদীস আসল নির্দেশনা
সাহাবীরা নবীর আদর্শ নমুনা।

দ্বীন কায়েম পরম উদ্দেশ্য
আল্লাহর সন্তোষ চূড়ান্ত লক্ষ্য,
ঈমান হলো দ্বীনের শুরু
জিহাদ হলো আমলের গুরু।

আল্লাহর পথে চলতে হলে
নবীর পথ ধরতে হবে,
জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেলে
জান্নাতে যাওয়া সহজ হবে।

আল্লাহর দ্বীন কায়েম করলে
গুনাহ সব মাফ হবে,
জাহান্নাম থেকে নাজাত পাবে
জান্নাতে এবার দাখিল হবে।

তারিখ ঃ ০৬/১০/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

২৬. পাকওয়ালা তুমি আল্লাহ

পাকওয়ালা তুমি আল্লাহ
শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ,
ক্ষমতাওয়ালা তুমি আল্লাহ
নেতা মোদের রাসূলুল্লাহ।

জীবন পথে মহান আল্লাহ
চলার পথে রাসূলুল্লাহ,
পথ দেখান এক আল্লাহ
মেনে চলতে রাসূলুল্লাহ।

হিদায়াত করেন মহান আল্লাহ
শান্তির আধার একক আল্লাহ
কায়েম করেন রাসূলুল্লাহ
মুক্তি দেবেন দয়াল আল্লাহ।

মেনে চলি রাসূলুল্লাহ
শাফায়াত করবেন রাসূলুল্লাহ
সকল সময় আল্লাহ আল্লাহ
সকল কাজে রাসূলুল্লাহ।

তারিখ ঃ ০৯/১০/২০০৮ ইং

২৭. আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠত্ব

১. আল্লাহ!তুমিই রাহমান, তুমিই রাহীম;
তোমার দয়ার নেই তুলনা, তোমার করুণার নেই যোজনা।
২. আল্লাহ! তুমিই আলীম, তুমিই হাকীম;
তোমার জ্ঞানের নেই সীমা পরিসীমা, তোমার বিজ্ঞতার নেই শুরু শেষ।
৩. আল্লাহ! তুমিই কাদীর, তুমিই গাফফার;
তোমার ক্ষমতা বিশ্বব্যাপী, তোমার ক্ষমা আকাশচুম্বী
৪. আল্লাহ! তুমিই জালীল, তুমিই জাব্বার;
তোমার শক্তিমত্তায় সদা কম্পমান পাপীতাপী,
তোমার পরাক্রমশীলতায় সদা তটস্থ যুলুমকারী।
৫. আল্লাহ! তুমিই মালিক, তুমিই মুখতার;
তোমার মালিকানায় নেই কারো শরীকানা,
তোমার স্বাধীনতায় নেই কারো ক্ষমতা।
৬. আল্লাহ! তুমিই হাযির, তুমিই নাযির;
তোমার অবস্থান সর্বত্র, তোমার দর্শন পরিব্যপ্ত।
৭. আল্লাহ! তুমিই আলিমুল গাঈব, তুমিই আহকামুল হাকিমীন;
মনের মণিকোঠার অব্যাক্ত চিন্তাও তোমার জ্ঞানাধীন,
মযলুম মানবতার আত্মফরিয়াদও তোমার বিচারাধীন।
৮. আল্লাহ! তুমিই আদি, তুমিই অন্ত;
তোমার পূর্বে ছিলনা কেউ, থাকবেনা কেউ তোমার পরে।
৯. আল্লাহ! তুমিই স্রষ্টা, তুমিই বিশ্ব প্রতিপালক,
তোমার সৃষ্টিকর্ম তুলনাহীন, তোমার প্রতিপালনক্রিয়া ভেজাল বিহীন।
১০. আল্লাহ! তুমিই মহা পরিচালক, তুমিই মহানিয়ন্ত্রক,
তোমার পরিচালনা কত যে নিখুঁত,
তোমার সুনিয়ন্ত্রণ কত যে মযবুত।
১১. আল্লাহ! তুমিই এক, তুমিই একক;
তোমার নেই কোন শরীক, তুমিই কেবল লা-শারীক
১২. আল্লাহ! তুমিই চিরঞ্জীব, তুমিই চিরশাশ্বত,
তোমার জীবনের কোন মৃত্যু নেই,
নেই কোন অন্ত তোমার বর্তমানের।
১৩. আল্লাহ! তুমিই চিরন্তন, তুমিই চিরস্থায়ী;
তোমার চিরন্তনতায় নেই কোন কালের সীমাবদ্ধতা,
নেই কোন স্থানের সীমাবদ্ধতা তোমার স্থায়ীত্বে।
১৪. আল্লাহ! তুমিই নবী রাসূলদের ঘোষক
তুমিই আসমানী কিতাবসমূহের প্রেরক
মানবজাতির দুনিয়া শান্তি আখিরাতে মুক্তি নির্ভরশীল
তোমার ঘোষিত নবী-রাসূলদের অনুসরণ অনুবর্তনের উপর,
আর নির্ভরশীল দোজাহানের শান্তি ও মুক্তি
তোমার প্রেরিত কিতাবসমূহের বিধান যথাযথ পালনের উপর।
১৫. আল্লাহ! তুমিই মানবজাতিকে
খিলাফাতের মহান দায়িত্বে অধিষ্ঠিত করেছ,
বিনিময়ে দিয়েছ তাদের জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তির ঘোষণা
আর জান্নাতে প্রবেশের মহাসুযোগের ঘোষণা;
তোমার খিলাফাতী দায়িত্ব যথাযথ পালনের উপর
মানবজাতির দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তি নির্ভরশীল।

তারিখ ঃ ২২/০২/২০০৮

www.pathagar.com

(২) মহানবীর শানে নিবেদিত

২৮. আরশ থেকে নূর এসেছে

আরশ থেকে নূর এসেছে
মা আমীনার কাছে,
তামাম জাহান আলোয় আলোয়
জ্বলছে শুধু জ্বলছে ॥

ফুলজ ফলজ বনজ ওষধী
লক্ষ কোটি গাছ গাছালী,
জলজ স্থলজ সকল প্রাণী
হাসছে শুধু হাসছে ॥

মানব দানব আর যমীন আকাশ
ফুল ফসল আর আলো বাতাস,
খুশির উপর মহাখুশি
খুশির বন্যা দিবানিশি ॥

পাপী ত্যাপী পাবে নাজাত
পেয়ে দ্বীনি হিদায়াত,
বিশ্ববাসী হবে উদ্ধার
থেকে সকল যুলূমাত ॥

মানুষ পাবে হিদায়াত
দ্বীন ইসলামের ইকামাত
বিশ্বব্যাপী হবে রাহমাত
দুনিয়ায় আসবে সালামাত ॥

তারিখ ঃ ০৪/১০/২০০৮ ইং

২৯. লক্ষ চাঁদের চেয়েও সুন্দর

আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূল আল্লাহ
আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নাবী আল্লাহ
আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবীব আল্লাহ॥

লক্ষ চাঁদের চেয়েও সুন্দর
আমার নূর নবী হযরত
গুমরাহীদের পথ দেখানো
যাঁর আগমনের মূল মিশন ॥

তাইতো তিনি দিলেন দাওয়াত
তাওহীদ রিসালাত আখিরাত
কবুল করলো যারা দাওয়াত
গড়ে তোলেন ইসলামী জামায়াত ॥

চিন্তা সুন্দর কথা সুন্দর
সুন্দর কর্মে তাঁর যিন্দেগী
আরো সুন্দর আমল আখলাক
পরিবার সমাজ আর রাজনীতি ॥

সুন্দর হবে মোদের জীবন
মেনে চললে তাঁর জীবন
তাইতো মোরা করবো গ্রহণ
বিশ্ব নাবীর মূল মিশন ॥

তারিখ ঃ ২৭/০২/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

৩০. নবীজিকে যাঁরা চিনিলেন

চিনিলেন মক্কার মুহাজির
চিনিলেন মদীনার আনসার,
চিনিলেন আযওয়াজ মুতাহহারাত
চিনিলেন সকল সাহাবা ॥

চিনিলেন আবু বকরে
চিনিলেন উমার ফারুকে,
চিনিলেন উসমান গানীয়ে
চিনিলেন আলী কারীমে ॥

চিনিলেন হাবশী বিলালে
চিনিলেন মাযলুম খাব্বাবে,
চিনিলেন আশিক খুবায়বে
চিনিলেন আম্মার ইয়াসারে ॥

চিনিলেন খাদীজা কুবরায়
চিনিলেন আয়িশা সিদ্দীকায়,
চিনিলেন হাফসা ফারুকে
চিনিলেন কলিজার ফাতিমায় ॥

তারিখ ঃ ২০০০ সাল।

৩১. নবীজিকে যারা চিনল না

চিনল না কাফির মুশরিকে
চিনল না ইয়াহুদ নাসারায়,
চিনল না আহবার রুহবানে
চিনিলেন নবীজির সাহাবা ॥

চিনল না আবু জাহিলে
চিনল না আবু লাহাবে,
চিনল না উতবা শায়বায়
চিনিলেন মক্কার মুহাজির ॥

চিনল না কাফির উমাইয়া
চিনল না মুশরিক রবীয়া,
চিনল না ইবনে উবাইয়ে
চিনিলেন মদীনার আনসার ॥

চিনল না মক্কার কাফিরে
চিনল না মদীনার মুনাফিক,
চিনল না তায়িফের যালিমে
চিনিলেন সকল সাহাবা ॥

তারিখ ঃ ২০০০ সাল।

www.pathagar.com

৩২. মুহাম্মাদ সা. এর মিশন

নবীজির পিতা আবদুল্লাহ
নবীজির মাতা আমিনা,
নবীজির দুধ মা হালীমা
নবীজির রাওযা মাদীনা ॥

নবীজির দাওয়াত ঈমানের
নবীজির দাওয়াত আমলের,
নবীজির দাওয়াত জিহাদের
নবীজির মিশন দ্বীন কায়েমের ॥

নবীজি ইমাম মাসজিদে
নবীজি ইমাম মাসনাদে,
নবীজি ইমাম জিহাদে
নবীজি ইমাম সবখানে ॥

নবীজি ইমাম নামাযে
নবীজি ইমাম সমাজে,
নবীজি ইমাম দেশেতে
নবীজি ইমাম দুনিয়াতে ॥

নবীজির মি'রাজ রজবে
নবীজির মি'রাজ বুরাকে,
নবীজির মি'রাজ রফরফে
নবীজি আরশ আযীমে ॥

তারিখ ঃ ২০০০ সাল।

৩৩. পূর্ণিমার চাঁদ

চৌদ্দ রাতে পূব আকাশে
পূর্ণিমার চাঁদ উঠছে ঐ,
সারা জাহান আলোয় আলোয়
দুলছে শুধু দুলছে ঐ ॥

চাঁদের আলোয় রাতের কালো
কেটে গিয়ে ফর্সা হলো,
সৃষ্টি মনে তাক লাগানো
খুশির বন্যা বইছে ঐ॥

মানব দানব ঘোর আঁধারে
পাপে তাপে শোকে দু:খে,
যাঁকে পেতে হন্য হয়ে
তাঁর আগমনে হাসছে ঐ ॥

রাসূল এলেন চাঁদ হয়ে
সকল কালি দূর করে
শান্তি এলে সকল দিকে
মুক্তি পেয়ে হাসছে ঐ ॥

তারিখ ঃ ২৭/১১/২০০৮ইং

www.pathagar.com

৩৪. নবীর খাঁটি জীবনী

নবীর কথা নবীর ক্রিয়া
নবীর নিরব সম্মতি,
তাইতো হাদীস নাওরে জেনে
হৃদয়ে নবীর সম্প্রীতি ॥

প্রিয় নবীর হাদীস হলো
কালামে পাকের বিশ্লেষন,
হাদীস হলো পাক কালামের
আল্লাহ তায়ালার বিশ্লেষণ ॥

হাদীস ছাড়া হয়না পূর্ণ
ইসলামী জীবন বিধান,
তাইতো মোদের আছে ঈমান
কুরআনের পরে হাদীসের স্থান ॥

যদি না খুঁজে পাও পাক কুরআনে
খুঁজে পাবে নবীজির হাদীসে,
যদি না বুঝতে পারো কুরআনকে
বুঝতে পারবে পড়লে নবীর হাদীসকে ॥

জানতে যদি চাও তুমি নবীর হাদীসকে
পড়তে হবে আল্লাহ তায়ালার কুরআনকে,
পড়তে যদি চাও তুমি নবীর জীবনী
পড়তে হবে তোমাকে মহান আল্লাহর বাণী ॥

কুরআন হলো নবী পাকের
আল্লাহর রচিত জীবনী,
মজার কথা কুরআন হাদীস
দুইটিই নবীর খাঁটি জীবনী ॥

তারিখ ঃ ২৯/০২/২০০৮ ইং

৩৫. রাসূল আমার আদর্শ নেতা

রাসূল আমার আদর্শ নেতা
রাসূল আমার সফল নেতা
রাসূল আমার মহান নেতা
রাসূল আমার নেতার নেতা॥

রাসূল আমার চিন্তাধারায়
আল্লাহ তায়ালার নির্দেশনা
রাসূল আমার কথায় কাজে
মহান এক আদর্শ নমুনা॥

রাসূল আমার জীবন পথে
হিদায়াতের একক নযরানা
রাসূল আমার দুনিয়ার মাঝে
আল্লাহর পথের নিশানা॥

রাসূল আমার হাশরের ময়দানে
শাফায়াতের মূল মালিকানা
রাসূল আমার আদালতে আখিরাতে
জান্নাতের আসল ঠিকানা॥

তারিখ ঃ ০৩/০৬/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

৩৬. রাসূল (সাঃ) এর শ্রেষ্ঠত্ব

১. মুহাম্মদ! তুমিই দুনিয়ার সর্বপ্রথম সৃষ্টি;
তোমার নাবুয়্যাত ও রিসালাতের নূরকেই
আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেন।

২. মুহাম্মদ! তুমিই বিশ্বজাহানের সর্বশেষ নবী ও রাসূল;
তোমার পরে না আসবে কোন নবী
আর না আসবে কোন রাসূল তোমার পরে।

৩. মুহাম্মদ! তুমিই সারা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল;
তোমার শ্রেষ্ঠত্ব যেমন সকল নবীর উপর অতুলনীয়
তেমনি অতুলনীয় সকল রাসূলের উপর তোমার শ্রেষ্ঠত্ব।

৪. মুহাম্মদ! তুমিই বিশ্বমানবতার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু;
তোমার ২৩ বছরের নবুয়্যাতী জীবনের কার্যক্রম
মানুষকে মানুষের গোলামীর জিঞ্জির থেকে মুক্ত করেছে।

৫. মুহাম্মদ! তুমিই রাহমাতুললিল আলামীন
বিশ্বজাহানের জন্য তুমিই রাহমাত স্বরূপ;
তোমার রাহমাতের ভান্ডার তেকে
মানব দানব সকলেই সুধা পান করে।

৬. মুহাম্মদ! তুমিই দোজাহানের বাদশাহ;
তোমার বাদশাহী দুনিয়ায় যেমন সেরা হয়ে আছে
আখিরাতেও তেমনি সেরা হয়ে থাকবে তোমার বাদশাহী।

৭. মুহাম্মদ! তুমিই আল্লাহ, ফেরেশতা ও মুমিনদের থেকে সালাত ও সালাম পাও;
তোমার উপরই সালাত ও সালাম পড়েন আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ।
আর পড়েন সালাত ও সালাম কুল মুসলিমূন।

৮. মুহাম্মদ! তুমিই আখিরাতে গুণাহগার মুমিনদের শাফায়াতকারী
তোমার শাফায়াত পাওয়ার আশায় নবীরাও তাঁদের উম্মতদের তোমার নিকট পাঠাবেন।

৯. মুহাম্মদ! তুমিই আল্লাহ তায়ালার আখিরী কালামের ধারক ও বাহক;
আল্লাহ তায়ালার আখিরী কালামের ওয়াহী
সুদীর্ঘ ২৩ বছরের তোমার উপরেই নাযিল হতে থাকে।

www.pathagar.com

১০. মুহাম্মদ! তুমি পেয়েছ ইসলামী সনদের ২য় উৎসের মর্যাদা;
তোমার কথা কাজ আর সম্মতিই হাদীস;
আর তাই স্থান পেয়েছে ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উৎসের মর্যাদা।
১১. মুহাম্মদ! তুমিই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদান করেছ
মানবজাতির সকল সমস্যার সমাধান
তোমার সুদীর্ঘ ২৩ বছরের মক্কা আর মদীনার নবুয়তী জীবন
মানবজাতির সর্বকালের সকল সমস্যার সফল সমাধান।
১২. মুহাম্মদ! তুমিই সফল নেতৃত্ব দিয়ে গেছ,
মানবজাতির সকল দিক ও বিভাগে;
তোমার সফল নেতৃত্বে বিশ্ববাসী পেয়েছে
জীবনের সকল দিক ও বিভাগে শান্তি ও মুক্তি।
১৩. মুহাম্মদ! তুমিই প্রতিষ্ঠিত করেছ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ
শক্তিশালী ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা,
তোমার সফল ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা কিয়ামত পর্যন্ত
দুনিয়ার সকল সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্য আদর্শ নমুনা।
১৪. মুহাম্মদ! তুমিই কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য
একমাত্র সর্বোত্তম আদর্শ নমুনা।
তোমার পরিপূর্ণ অনুসরণই মানবজাতির
দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তির একমাত্র গ্যারান্টি।
১৫. মুহাম্মদ! তুমিই দুনিয়ার সেরা সফল বিপ্লবী,
তোমার বিপ্লবে দুনিয়ার সকল বিপ্লবীরা,
তাদের বিপ্লবের মশাল নিয়ে পালিয়েছিল।

www.pathagar.com

(৩) আলকুরআনের বর্ণনায়

৩৭. হিদায়াতের দু'আ

আশ্রয় চাইতো মহান আল্লাহরি সমীপে,
অভিশপ্ত শয়তানের কুচিন্তা কুমন্ত্রণা থেকে।
শুরু করি সে আল্লাহরি নামে,
দয়া আর দয়াতে ভরপুর যাতে।

প্রশংসা সবই কেবল আল্লাহরি তরে,
জগতসমূহ পালনের অধীনে যারে।
পরম দাতা আর মহান দয়ালুর পানে,
শান্তি আর শান্তির দিনের মালিকেরে।
দাসত্ব তো করি মোরা কেবল তোমারে,
আর সাহায্য তো চাই শুধু তোমারে।
দেখাও মোদের সে সঠিক পথটারে,
যেপথ দান করেছো নবী-রাসূলেরে
নয় নয় অভিশাপ প্রাপ্তদের পথটারে,
আর পথ ভ্রষ্টদের পথটাও নয়রে।

কবুল করো আল্লাহ হিদায়াতের দু'আরে
বলেন আল্লাহ মাথা পেতে নাও কুরআনেরে।

(সূরা আল ফাতিহা অবলম্বনে) ২০/০২/০৮ইং

৩৮. সকল ক্ষমতাও তোমারই হাতে

হে নবী তুমি ঘোষণা দাও
সকল সাম্রাজ্যের তুমিই মালিক ওহে আল্লাহ!

রাজ্য দান করো তুমিই যাকে চাও
রাজ্য কেড়ে নাও তুমিই যার থেকে চাও।

সম্মান দান করো তুমিই যাকে চাও
অপমান করো তুমিই যাকে চাও।

কল্যান তো সব তোমারই হাতে
সকল ক্ষমতাও তোমারই হাতে।

রাতকে দিনের মাঝে তুমিই তো শামিল করে দাও
দিনকে রাতের মাঝে তুমিই তো শামিল করে দাও।

মৃত থেকে জীবন্তকে তুমিই বের করে থাকো
জীবন্ত থেকে মৃতকে তুমিই বের করে থাকো।

রিযিক দিয়ে থাকো তুমিই যাকে চাও
কোন হিসাবে না করেও।

(সূরা আলি ইমরান ২৬, ২৭ নং আয়াত অনুসরণে)
তারিখ ঃ ০৫/১০/২০০৮ ইং

৩৯. আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লাহু

আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লাহ
নেই কোন ইলাহ তুমিই ছাড়া আল্লাহু ইয়া আল্লাহ,
সারা জাহানের তুমিই কেবল আল্লাহু ইয়া আল্লাহু
তাই তো গাইছে তামাম সৃষ্টি আল্লাহু ইয়া আল্লাহু॥

কায়েম তুমি দায়েম তুমি আল্লাহু ইয়া আল্লাহু
চির জীবন থাকবে তুমি আল্লাহু ইয়া আল্লাহু,
তন্দ্রাবিহীন থাকো তুমি আল্লাহু ইয়া আল্লাহু
নিদ্রাবিহীন আছো তুমি আল্লাহু ইয়া আল্লাহু॥

আসমানের সব তোমার জন্যে আল্লাহু ইয়া আল্লাহু
যামীনের সব তোমার জন্যে আল্লাহু ইয়া আল্লাহু,
শাফায়াতের মালিক তুমিই কেবল আল্লাহু ইয়া আল্লাহু
যাকে খুশি দাও শাফায়াত তুমিই কেবল আল্লাহু ইয়া আল্লাহু॥

সামনের সকল বিষয় জানো তুমিই শুধু আল্লাহু ইয়া আল্লাহু
পেছনের সকল বিষয় জানো তুমিই কেবল আল্লাহু ইয়া আল্লাহু,
আসমান যমীনের কুরসীর মালিক তুমিই আল্লাহু ইয়া আল্লাহু,
সব কিছুর হেফাযতের মালিক তুমিই আল্লাহু ইয়া আল্লাহু॥

(আয়াতুল কুরসী অবলম্বনে)
২২/০৯/২০০৮ইং

৪০. সময়ের শপথ

ওহে দুনিয়ার মানব সকল
সময়ের শপথ করে বলছি তোমাদের।
এ দুনিয়ার মানুষ সকলের
মহাক্ষতি আছে জন্যে তোমাদের।

তবে ক্ষতির মধ্যে লিপ্ত নেই তারা
চারটি মহাগুন অর্জন করে যারা।
জনে জনে ২টি গুণ গ্রহণ করে যারা
আল্লাহতে ঈমান কর্মেতে প্রমাণ করে তারা।

আরো ২টি গুন দলীয়ভাবে করে অর্জন যারা
ধৈর্য্য ধারণ আর হকের উপদেশ প্রদান করে তারা।

(সূরা আলআসর অবলম্বনে)
তারিখ ঃ ০৭/০৬/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

৪১. আল্লাহর সন্তোষ মতো

আল্লাহর সন্তোষ মতো চলতে চায় যে!
কখনো কি হতে পারে তার মতো সে?
আল্লাহর গযবে নিপতিত হয়েছে যে
নিক্ষিপ্ত হবে নিকৃষ্ট জাহান্নামে গিয়ে সে।
আল্লাহর নিকট দু'এর মাঝে বহু তফাত আছে
সকলেরই কাজে মহান আল্লাহর সমান দৃষ্টি আছে।

মুমিনদের প্রতি আল্লাহর বিরাট রহমত যে!
তাদের মাঝে তাদের থেকে পাঠিয়েছেন নবীকে,
যিনি তাদের শুনান তাঁর আয়াত সমূহকে
পবিশুদ্ধ করে তৈরী করেন তিনি তাদেরকে।
আরো দেন শিক্ষা তাদের কিতাব ও হিকমাতকে
অথচ পূর্বে তারা আকড়ে ধরেছিল গোমরাহীকে।

বিপদ এলে তোমরা বললে কেন আসলো?
অথচ প্রতিপক্ষের উপর পূর্বে দ্বিগুণ এসেছিল।
বলুন, বিপদ তো নিজেদের কারণেই আসলো
আল্লাহই সকল শক্তি ক্ষমতার উৎস বলো।

(সূরা আলি ইমরান ১৬২-১৬৫ নং আয়াত অবলম্বনে)।
তারিখ ঃ ০২/১১/২০০৮ ইং

৪২. ভাবে ভাষায় কুরআন সম

ভাবে ভাষায় কুরআন সম
নেই যে কোন তুলনা!
অর্থে ছন্দে কুরআন মতো
হয় না কোন গ্রন্থনা!
পড়তে শুনতে কুরআন তুল্য
হয়না কোন রচনা!
জানতে মানতে কুরআন সহজ
কেন তা বুঝ না!

কুরআনের পয়গাম কতো পরম
আছে কি তার উপমা!
কুরআনের মর্ম কতো গভীর
তা মহান প্রভুর মহিমা!
কুরআনের পথ কতো সুন্দর
আছে কি আর রাহনুমা!
কুরআনের দাবী কতো মহান
নেই যে তার সীমা!

www.pathagar.com

৪৩. আলকুরআনই হিদায়াত

সূরা ফাতিহায় দু'আ করি মোরা হিদায়াতের
আল্লাহ প্রদত্ত রাসূল প্রদর্শিত সিরাতুল মুস্তাকীমের।
আলকুরআনের হিদায়াতই হলো আসল সিরাতুল মুস্তাকীমের
সিরাতুল মুস্তাকীম আর হলো হিদায়াত হাদীস রাসূলের।
নাযিল করেন আল্লাহ আইন কানুন কুরআনের
মুহাম্মদ হলেন ধারক আখিরী কুরআনের।
নবীর হাদীস হলো ২য় উৎস হিদায়াতী জীবনের
হাদীস হলো আল্লাহ নির্দেশিত বিশ্লেষণ কুরআনের।
নাযিল হলো কুরআন রাতে মহামহিম কদরের
রমযান হলো ধন্য কারণ নাযিল আলকুরআনের।
বিশ্বমানবতার মহামুক্তির মহাসনদের অব্যর্থ পয়গাম কুরআনের
না না না কুরআন তো আসেনি বিশ্বমানবতার অশান্তি নিপীড়নের।
আলকুরআন হলো হিদায়াতী বিবরণ বনী আদম সারাজাহানের
কিন্তু হিদায়াত তো পাবে কেবল মুমিনীন মুত্তাকীন কুরআনের।
নাযিল হতো যদি কুরআন উপরে পাহাড়ের
দেখতে তোমরা মহাকম্পমান আর ভীত সন্ত্রস্থতা পাহাড়ের।
চিরসত্য চিরশ্বাশত চিরসুন্দর চিরশক্তি সম্পন্ন হিদায়াত আল কুরআনের
হও হও আগুয়ান মযবুত করে ধরতে হিদায়াত আলকুরআনের।
সত্য-মিথ্যার সুস্পষ্ট পার্থক্যকারী ক্ষমতা আছে কুরআনের
সীমাহীন ক্ষমতা বিশ্ব মানবতাকে সুশাসন করতে কুরআনের।
মুহাম্মদ কায়েম করেছেন রাজ কুরআন হাদীসের
খতম হলো যুলুম প্রভুত্ব মানুষের উপর মানুষের।
সমাজতন্ত্রের পতনোত্তর বিশ্বে মযলুম মানবতা অপেক্ষমান
পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক নিপাত যাক মাধ্যমে আলকুরআন।
আজ বিশ্ব মানবতার প্রতি আহ্বান আল কুরআনের
ঐক্যবদ্ধ হও আর রাজ কায়েম করো আল কুরআনের।
শান্তি ও মুক্তি নিহিত রয়েছে আনুগত্যে কুরআনের
কুরআনের অবাধ্যতায় রয়েছে প্রস্তুত আযাব জাহান্নামের।
বিশ্বের দেশে দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আলকুরআনের ইসলামী আন্দোলন
লিয়ুযহিরাহু আলাদ দ্বীনি কুল্লিহি ওয়ালাউ কারিহাল কাফিরূন।

www.pathagar.com

(৪) আলহাদীসের বর্ণনায়

৪৪. রাদীতু বিল্লাহি রাব্বা

আল্লাহ! তোমায় রব পেয়ে মোরা
কতো যে বেশী খুশি।
তাইতো মোরা তোমায় স্মরি
তনুমনে দিবানিশি॥

আল্লাহ! ইসলামকে দ্বীন পেয়ে মোরা
এ কী যে মহা খুশি।
তাইতো মোরা পালন করি
দ্বীনের হুকুম যতো বেশী॥

আল্লাহ! মুহাম্মাদকে রাসূল পেয়ে মোরা
খুশির উপর আরো খুশি।
তাইতো মোরা তাঁকে মানি
ধরে কুরআন হাদীসের রশি॥

আললাহ রাসূল ও দ্বীন ইসলাম
কুরআন হাদীস আর আহকামে ইসলাম
সব নিয়ামতের করি শোকর জীবন তামাম
কায়েম করে দুনিয়ায় কুরআন সুন্নাহর আহকাম।

(হাদীস শরীফ অনুসরণে)
তারিখ ঃ ২৭/০৭/২০০৮ ইং

৪৫. দ্বীন ইসলামের পাঁচ খুঁটি

দ্বীন ইসলামের পাঁচ খুঁটি
আঁকড়ে ধরি মযবুত করি,
নইলে তৈরী আগুনের ঘাঁটি
পূর্ণ ইসলাম মেনে মরি।

ঈমান হলো দ্বীন ইসলামের আসল চাবি
সে ঈমান আনতে হবে বিবেকের দাবী,
খাঁটি ও পূর্ণ ঈমান যদিও হয় কষ্ট
সে ঈমান তোমার নাজাতের জন্য যথেষ্ট।

নামায হলো মুসলমানের বেহেশতের চাবি
যদি হয় নামায নিয়ম ও উদ্দেশ্য মাপি,
রোযা হলো ঢাল স্বরূপ
তাকওয়ার গুনে হলে অপরূপ।

যাকাত দাও ওহে মুমিন! তোমার সম্পদের
সে যাকাত হবে তবে তোমার নাজাতের,
হজ্জ করো ওহে মুসলিম! খানায়ে কাবাতে
সে হাজ্জ শিখাবে দ্বীনের পথে চলতে।

ইসলামের বুনিয়াদী আমল করবে তৈরী তোমায়
আল্লাহর পথে জিহাদ করতে কতো বড় সহায়,
দ্বীনের পথে জানমাল করলে ব্যয়
ইসলামের পাঁচটি খুঁটি হবে কর্মময়।

(হাদীসের অনুসরণে)
তারিখ ঃ ২২/১০/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

(৫) মক্কা শরীফের প্রশংসায়

৪৬. কা'বার পানে

কতো যে মনোরম কতো যে আকর্ষক
তোমার খানায়ে কা'বা রে,
চাইবে না মন বাড়ি ফিরতে
তোমার কা'বা ছেড়ে রে ॥

কতো যে আরাম কতো যে শান্তি
তোমার ঘর 'খানা' রে,
চাইবেরে মন থাকতে চিরদিন
তোমার ঘর কা'বায় রে ॥

কতো যে রহমত কতো যে বরকত
করো যে নাযিল তোমার 'খানা'য় রে,
পায় যে রহমত পায় যে বরকত
চাইতে এলে তোমার কা'বায় রে ॥

আর কতো দিন থাকবে তুমি
খানায়ে কাবা ভুলি রে,
এখনো কি আসবে না তুমি
আল্লাহর প্রেমে পড়ে রে ॥

আর কতো কাল থাকবে দূরে
খানায়ে কা'বার সুহবত হতে রে,
আয় ছুটে আয় দল বেঁধ আয়
খানায়ে কা'বার যিয়ারাতে রে ॥

তাইতো আসে বিশ্ব মুসলিম
তোমার দিদার পেতে রে,
কেঁদে কেঁদে তোমায় পেতে
আপন বুক ভাসায় রে ॥

তারিখ ঃ ০১/০৩/২০০৮ ইং

৪৭. কা'বা সম্মেলন

আল্লাহর ঘর বায়তুল্লাহ
গড়েছিলেন খলীলুল্লাহ,
হাজরে আসওয়াদ স্থাপন করেন
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

সকল ঘরের সেরা ঘর
আল্লাহর ঘর বায়তুল্লাহ
দিনে রাতে সারাক্ষণ
নাযিল হয় রহমত আল্লাহর।

দুনিয়ার প্রথম ঘর
আল্লাহর ঘর বায়তুল্লাহ
বিশ্ব মুসলিমের প্রাণ কেন্দ্র
আল্লাহর ঘর বায়তুল্লাহ।

লাব্বায়িক আল্লাহ নিয়ামত আল্লাহর
প্রশংসাও পাবেন আল্লাহ
সৃষ্টি আল্লাহর রাজত্ব আল্লাহর
ক্ষমতার উৎসও মহান আল্লাহ।

আল্লাহর ঘরে নেক আমল
অন্য স্থানের লক্ষ গুণ
আল্লাহর ঘরে দৃষ্টি দান
রহমত পাওয়ার বড় কারণ।

সারা দুনিয়ার মুসলমান
হজ্বের জন্য মক্কা যান।
হজ্জের জন্য মক্কা গমন
বিশ্ব মুসলিমের মহা সম্মেলন।

তারিখ ঃ ০১/০৩/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

৪৮. তোমার বান্দাহ তোমার তরে

তোমার বান্দাহ তোমার ঘরে
হাযির হলো তোমার তরে
রহম করো ক্ষমা করে
কোলে নিয়ে আপন করে ॥

তোমার বান্দাহ তোমায় ভুলে
কতো গুনাহ করে ফেলে,
সকল গুনাহ ঝেড়ে ফেলে
তাওবাহ করে অশ্রু ফেলে ॥

দুনিয়ার পথে চলে সে
শয়তানের চালে পড়ে সে,
আজ তোমার দরবারে এসে
সর্মপণ করে নিজেকে সে ॥

দাও আল্লাহ দাও তাহাকে
হিদায়াতের সঠিক পথটাকে,
রাযী খুশী করতে তোমাকে
পেতে তোমার প্রিয় মনটাকে ॥

তারিখ ঃ ১৫/১০/২০০৮ ইং

৪৯. আলমাসজিদু বায়তুল্লাহ

আলমাসজিদু বায়তুল্লাহ
মাসজিদ আল্লাহর ঘর
আল্লাহর ঘর মাসজিদে
নামাজ পড়ব জামায়াতে।

শান্তি নেই দুনিয়ায়
শান্তি আছে মাসজিদে
ক্ষতি আছে দুনিয়ায়
ক্ষতি নেই মাসজিদে।

মাসজিদে হবেন যিনি ইমাম
সমাজেও হনে তিনিই ইমাম
সমাজে হবেন যিনি ইমাম
মাসজিদেও হবেন তিনিই ইমাম।

মাসজিদে হয় আল্লাহর ইবাদাত
সমাজেও হবে আল্লাহরই ইবাদাত,
আল্লাহর ইবাদাতে মাসজিদে আছে শান্তি
আল্লাহর ইবাদাতে সমাজেও হবে শান্তি।

মাসজিদ সমাজ সব জাগায়
ইবাদাত হলে আল্লাহর
শান্তি পাবে দেশের মানুষ
সুখ পাবে সবাই।

তারিখ ঃ ০৫/০৩/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

(৬) মদীনা শরীফের প্রশংসায়

৫০. মদীনার পানে

দুনিয়ার বুকে বেহেশতখানা
মাদীনাতুন নাবী,
শন্তি সুখের মূল ঠিকানা
রাওযাতুন নাবী ॥

সে নবী আছেন শুয়ে
মাসজিদে নাববী,
যাতে আমলের সাওয়াব
পাঁচশ গুন বেশী ॥

দুনিয়ার বুকে এমন জাগা
আছে কোন খানে?
যে জাগায় আছেন শুয়ে
আখিরী রাসূল নাবী ॥

মাদীনায় বাস করতেন
দোজাহানের নাবী,
সে মদীনা গড়ে তোলেন
মুহাম্মাদ আরাবী ॥

মাক্কা হতে মাদীনায়
দ্বীনের কাজে আসেন নাবী,
সে দ্বীনের তরে বিলিয়ে দেন
আপন জীবন খানী ॥

উৎখাত করেন খুন খারাবী
যুলুম নির্যাতন হারাম খুরী,
কায়েম করেন শান্তি সম্প্রীতি
মানবতার বন্ধু মহানবী ॥

তারিখ ঃ ০২/০৩/২০০৮ ইং

৫১. সঠিক পথের মূল ঠিকানা

সঠিক পথের মূল ঠিকানা
নূর নবীজির পাক মদীনা,
দ্বীন কায়েম করতে তিনি
জান মাল করেন বিরানা॥

শান্তি সুখের মূল ঠিকানা
আখেরী নবীর পাক মদীনা,
শান্তি কায়েম করেন তিনি
পেশ করে ত্যাগের নযরানা॥

সঠিক পথ চাও যদি
ছেড়ে এসো সকল আস্তানা,
নবীর সকল নিয়ম মতো
চলো এবার একটানা॥

শান্তি তোমরা চাও যদি
পাবে তা নবীর ঠিকানায়,
মুক্তি তোমরা চাও যদি
পাবে তা নবীর মদীনায়॥

তারিখ ঃ ২৩/১০/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

(৭) সাহাবায়ে কিরামের অনুসরণে

৫২. খুলাফায়ে রাশিদীন

সব শাসকের সেরা শাসক
খুলাফায়ে রাশিদীন,
সব শাসনের সেরা শাসন
খিলাফাতে রাশিদীন ॥

জনগণকে করেছিলেন মুক্ত তাঁরা
যালিম যুলুমের শিকল থেকে,
জনগণকে করেছিলেন যুক্ত তাঁরা
আল্লাহর ইবাদাতের বন্ধনে ॥

ইনসাফের মূর্ত প্রতিক ছিলেন তাঁরা
অন্যায় ছিলনা তাঁদের রাষ্ট্র পরিচালনে,
মানবতা পেয়েছিল ইতিহাসের সেরা শান্তি
সেই মানবতা পাবে আখিরাতে মহামুক্তি ॥

তাদের জীবন হলো মানবতার আদর্শ
তাঁদের শাসন হলো শাসকদের আদর্শ,
মানবতা পাবেনা শান্তি ও মুক্তি
তাঁদের অনুসরন ব্যতিত ও ভক্তি ॥

দেশে দেশে চালাও তাঁদের নীতি
পাইতে সর্বক্ষেত্রে শান্তি ও মুক্তি,
আমরা হবো তাঁদের খাঁটি অনুসারী
করতে দুনিয়াবাসীকে রাসূলের অনুসারী ॥

তারিখ ঃ ০৯/০৫/২০০৮ ইং

৫৩. আশারায়ে মুবাশশারা

জান্নাতের সুসংবাদ পেলেন যারা
আশারায়ে মুবাশশারা হলেন তাঁরা।
জীবন কুরবান করেছেন তাঁরা
করতে রাসূলকে সাহায্য সহযোগীতা॥

তাঁদের জীবন মরন ছিল ইসলামের তরে
ধন সম্পদ ব্যয় করেন সব দ্বীনের খাতিরে।
আল্লাহর হুকুম পালনে তাঁরা ছিলেন এগিয়ে
রাসূলের অনুসরন করতে তাঁরা পড়েন ঝাঁপিয়ে॥

তিলে তিলে ক্ষয় করেন আপন জীবনটাকে
এগিয়ে নিতে ইকামাতে দ্বীনের মহান আন্দোলনকে
জীবন ছিল তাঁদের ন্যায় নীতিতে ভরা
মানবতার সামনে ইনসাফের আদর্শ তাঁরা ॥

তাঁরা হলেন মানবতার মহান আদর্শ নেতা
জীবনের প্রতি পদে তাঁরা অনুকরণীয় কর্তা।
তাঁরাই আমাদের সর্বক্ষেত্রে পাথেয়
তাঁরাই আমাদের প্রেরণার উৎস।

আমার হবো তাঁদের আদর্শ অনুসারী
দুনিয়াকে গড়ে তুলবো কল্যাণময়ী।
পাবো দুনিয়ার জীবনে সুখ শান্তি
আর পাবো আখিরাতে মহামুক্তি॥

তারিখ ঃ ১০/০৫/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

৫৪. মুহাজিরীনে মাক্কা

দ্বীনের তরে ছাড়লেন তাঁরা
আপন ভিটে মাটি।
আরো ছাড়লেন সহায় সম্পদ
আপন প্রিয় দেশটি॥

তাঁরাই হলেন প্রথম মুসলিম
তাঁরাই প্রথম মুসাফির।
আল্লাহর পথে রাসূলের ডাকে
হলেন তাঁরা মুহাজির॥

কতো রক্ত দিলেন তাঁরা
দ্বীন কায়েমের প্রয়োজনে।
কতো শত হলেন শহীদ
জিহাদের কঠিন ময়দানে॥

তাঁদের অবদান ভুলতে পারে
এমন মানুষ কি আছে?
তাঁদের মান তাঁদের সম্মান
কতো যে উপরে॥

আমরা হবো তাঁদের পথিক
তাঁদের উত্তরসুরী।
জীবন হবে স্বর্ণ সুন্দর
আখির হবে কল্যানকারী॥

তারিখ ঃ ১১/০৫/২০০৮ ইং

৫৫. আনসারে মাদীনা

নাবীর বিপদে রাসূলের মুসীবাতে
মাদীনা হতে মাক্কায় এসে।
নাবীর হাত ধরে বাইয়াত করে
রাসূলকে দাওয়াত দিয়ে যান যাঁরা
তাঁরাই প্রাণপ্রিয় আনসারে মাদীনা॥

রাসূলকে রাসূলের ইসলামকে মহাবিপদে
ঈমান গ্রহণ করে, ইসলাম কবুল করে।
মুশরিক, মুনাফিকের যুদ্ধ উপেক্ষা করে
ঈমান ইসলামের উপর অটল ছিলেন যাঁরা
তাঁরাই প্রানাধিক প্রিয় আনসারে মাদীনা॥

নাবীকে নাবীর সাহাবীকে রিক্ত হস্তে
ঘর দেন, বাড়ি দেন।
দেন জাগাজমি, টাকা কড়ি
আরও দেন নিজের একাধিক স্ত্রী যাঁরা
তাঁরাই সর্ব প্রিয় আনসারে মাদীনা॥

রাসূলকে রাসূলের সাহাবাকে ঘোর বিপদে
সমর্থন দেন, সাহায্য করেন।
তাঁদের হয়ে যুদ্ধে লড়েন
তাঁদের যুদ্ধে সামান যোগান যাঁরা
তাঁরাই কলিজা প্রিয় আনসারে মাদীনা॥

তারিখ ঃ ১২/০৫/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

৫৬. মুজাহিদীনে বাদর

ঈমানী জয়বা কতো যে মযবুত ছিল যাঁদের
সাহাবা তাঁরাই সাহসী সাহাবা বাদ্‌রী।
ঈমানী জযবা কতো যে শাণিত ছিল যাঁদের
তাঁরাই মহাপুরুষ সাহাবা বাদ্‌রী।

ইসলামী চেতনা কতো যে ধারালো ছিল যাঁদের
তাঁরাই ক্ষণজন্মা মুজাহিদীনে বাদ্‌রী।
ইসলামী চেতনা কতো যে গভীর ছিল যাঁদের
তাঁরাই মহাবিজয়ী মুজাহিদীনে বাদ্‌রী।

তাঁদের ঈমান তাঁদর ইসলাম
সবই আমাদের তরে নির্দেশনা।
তাঁদের জযবা তাঁদের চেতনা
সবই আমাদের তরে অণুপ্রেরণা।

বিশ্ব মুমিন হওরে এক বাদ্‌রের বিজয় থেকে
দুনিয়ার মুসলিম হওরে এক বাদ্‌রের শিক্ষা থেকে।
বিশ্ব নরনারী হওরে এক বাদ্‌রের জযবায়
দুনিয়ার মানব হওরে এক বাদ্‌রের চেতনায়।

তারিখ ঃ ১২/০৫/২০০৮ ইং

৫৭. আযওয়াজু মুতাহ্‌হারতে

আযওয়াজু মুতাহহারাত উম্মুহাতুল মুমিনীন
রাসূলের বিবিগণ উম্মাতের জননী।
খাদীজা, আয়িশা আরও সকল মা'গণ
মুমিনের হৃদয়ে আছে সম্মান সর্বক্ষণ॥

আল্লাহর দ্বীনে রাসূলের দাওয়াতে
তাঁরা ছিলেন সাহসী নিবেদিত।
দ্বীনি কাজে তাঁরা ছিলেন
সবার চেয়ে অগ্রগামী পথিকৃত॥

তাঁদের কথা তাঁদের কর্ম সবার জন্য আদর্শ
তাঁদের চিন্তা তাঁদের খিদমাত অতুলনীয় শ্রেষ্ঠ
রাসূলকে করেন তারা বিপদে সাহায্য
রাসূলকে দেন মন খুলে পরামর্শ॥

তাঁরা হলেন মানবতার আদর্শ নারী
তাঁদের তুলনা হয় না আর কোন নারী।
জীবন করলেন কুরবান তাঁরা
কায়েম করতে কুরআনের বাণী॥

তারিখ ঃ ১৪/০৫/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

৫৮. সাহাবায়ি কিরাম

সাহাবা সাহাবা সাহাবা সাহাবায়ি কিরাম
সাহাবী সাহাবী সাহাবী সাহাবিয়ে ইযাম।
সাহাবা সাহাবা সাহাবা সাহাব রাসূলের সাথী
সাহাবী সাহাবী সাহাবী সাহাবী রাসূলের সংগী॥

আল্লাহর পথে রাসূলের ডাকে
জান মাল দিয়ে সাড়াদানকারী।
তাঁরাই প্রথম ঈমান গ্রহণকারী
তাঁরাই প্রথম ইসলাম কবুলকারী॥

আল্লাহর ইবাদাতে রাসূলের আনুগত্যে
উম্মাতের জন্যে আদর্শ স্থাপনকারী।
দ্বীনের দাওয়াতে ইসলামী জামায়াতে
কিয়ামাত পর্যন্ত সকলের অগ্রসেনানী॥

তাঁরাই হলেন দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সন্তান
তাঁরাই মানবতার জয়গান গেয়ে যান।
জাহিলিয়াতকে উৎখাত করে গড়েন
তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাতের শাসন॥

সাম্য, মৈত্রী, ভালবাসা করেন কায়েম
ন্যায় নীতি, আদর্শ সবই চালু করেন।
তাঁরাই আমাদের আদর্শ মহাপুরুষ
আমরাই তাঁদের চেতনার বহিঃ প্রকাশ॥

তারিখ ঃ ১২/০৫/২০০৮ ইং

৫৯. নবীর কবিগন

নবীর কবিগন কবিতার মাধ্যমে
দিয়েছিলেন ইসলামের সুমহান দাওয়াত।
নবীর কবিগন গানের মাধ্যমে
রনাংগনে সাহাবীদের রেখেছিলেন মজবুত
নবীর কবিগন ছন্দের মাধ্যমে
দিয়েছিলেন জাহিলী কবিদের দাঁত ভাঙ্গা আঘাত।
নবীর কবিগন ছড়ার মাধ্যমে
রক্ষা করেছিলেন ইসলামের সুমহান ইযযাত॥

দ্বীনের কাজে জিহাদের ডাকে
সাহাবাদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তাঁরা।
ইসলামের পক্ষে বাতিলের বিরুদ্ধে
প্রবাহিত করেছিলেন কবিতার ফল্গু ধারা॥

তাঁরা ছিলেন মানবতার সেরা কবি
তাঁদের কাব্য ছিল দুনিয়ার সেরা রবি।
কবিতা ছিল তাঁদের ন্যায়ের পথে সম্মোহনী
ছিলনা তাদের কবিতায় খোদাদ্রোহীতার বাণী॥

ও দুনিয়ার কবিগণ ও দুনিয়ার শিল্পীগণ
এসো লেখো আর গেয়ে যাও
নবীর কবিদের কাব্যের অনুসরনে
আল্লাহ রাসূলের জয়গান॥

তারিখ ঃ ০৫/০৬/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

৬০. তাবিয়ীন

তাবিয়ী অনুসারী তাবিয়ীন অনুসারীগণ
রাসূলের পরে সাহাবা পরবর্তী অনুসারীগণ।
ঈমান জিহাদ আর ইসলামী জীবনে
তাঁরা ছিলেন দুনিয়ার বড় ইমাম॥

ইসলামী বিধানের জ্ঞান অন্বেষনে
তাঁরা ছিলেন আমরণ পিপাসু।
কুরআন হাদীসের জ্ঞান বিতরণে
তাঁরা ছিলেন শতাব্দীর বড় খাদিম॥

তাঁরা গড়েছিলেন ইসলামী জ্ঞানের বিশাল জগৎ
গড়েছিলেন ইসলামী চিন্তাবিদের বিরাট উম্মাত।
কুরআন হাদীসের আলোকে গড়েছিলেন রচনা
ইসলামী জীবন দর্শনের মযবুত ভিত॥

কুরআন হাদীসের হিফাযাতে
তাঁরা ছিলেন মহাবীর সেনানী।
ইসলামী খিলাফাতের সংরক্ষণে
তাঁরা ছিলেন অতন্দ্র প্রহরী॥

মানবতা পেয়েছিল অবিরাম সুখ শান্তি
ছিল না তাঁদের মাঝে বিশৃংখলা ভ্রান্তি
তাঁদের অনুসরনে গড়ো দুনিয়াকে আবার
শান্তি ও কল্যানের উৎসে সব মানবতার॥

তারিখ ঃ ১৩/০৫/২০০৮ ইং

৬১. তাবিয়ী তাবিয়ীন

ইসলামের অনুসরনে তাবিয়ী তাবিয়ীন
ছিলেন বড় একনিষ্ট।
ইকামাতে দ্বীনের কাজে তাঁরা
কতো বেশী বলিষ্ট।

ইসলামের বিষগুলোকে তাঁরা
করেছেন খুবই সুস্পষ্ট।
কুরআন হাদীসের আলোকে করতে রচনা
করছেন অনেক কষ্ট।

তাঁদের জীবন ছিল ইসলামের তরে
নিয়োজিত নিবেদিত।
তাঁদের মরণ ছিল ইসলামের কল্যাণে
শাহাদাতে উৎসর্গ।

তাঁদের ছিল যামনার
সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব
তাঁদের ছিল শতাব্দীর
সেরা নেতৃত্ব।

কুরআন হাদীসের অনুসরেন তাঁদের ছিল
এক অনুপম সুন্দর বৈশিষ্ট্য।
হে আল্লাহ মহান! তাঁদের মত
আমাদের করো উৎকৃষ্ট।

www.pathagar.com

(৮) ইসলামী পূর্ণজাগরণের তরে

৬২. ইসলামী রেনেঁসা আন্দোলন

তাজদীদে ইহয়ায়ি দ্বীন মানে
ইসলামী রেনেঁসা আন্দোলন।
আইম্মায়ি মুজাদ্দিদীন করেন
ইসলামের পুনরুজ্জীবন॥

দ্বীনের ভিতর দ্বীন বিরোধী
ঢুকলো যতো চিন্তা কথা আর কাজ।
করেন তাঁরা এ সকল কিছু উৎখাত
এতো আইম্মায়ি মুজাদ্দিদীনের কাজ॥

দুনিয়ার ভিতর দ্বীন বিরোধী
আছে যতো চিন্তা কথা আর কাজ।
করেন তাঁরা এ সকল কিছুর উৎখাত
এতো আইম্মায়ি মুজাদ্দিদীনের কাজ॥

আল্লাহ তায়ালা পাঠান তাঁদের
মাথায় প্রতি শতকের।
আসেন তাঁরা দলে দলে
কখনো বা এককভাবে॥

করেন তাঁরা ব্যক্তি পরিবার
সমাজ রাষ্ট্র আর দুনিয়াকে।
কুরআন হাদীসের আলোকে
সুসজ্জিত, পরিপূর্ণ শান্তি ও কল্যাণে॥

হিজরী প্রথম শতাব্দী থেকে চৌদ্দ শতাব্দী
কারবালা থেকে পাঠানকোট,
ইমাম হুসাইন থেকে আল্লামা মাওদূদী
করেন তাঁরা দ্বীন দুনিয়ায় তাজদীদী॥

ইমাম হুসাইন ও উমার বিন আবদুল আযীয
ইমাম আবু হানীফা, শাফিয়ী, মালিক ও আহমাদ,
ইমাম গাযযালী, ইবনে তাইমিয়া ও শায়খ আহমাদ
শাহ ওয়ালী উল্লাহ, সাইয়িদ আহমাদ ও ইসমায়ীল শহীদ,
মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব, বাদীউয যামান, সায়ীদ নূরসী
ইমাম হাসানুল বান্না ও আল্লামা সাইয়িদ মাওদূদী॥
করেন তাঁরা স্ব স্ব যামানায় তাজদীদে ইসলামী
করতে কায়েম খিলাফত আলা মিনহাজিন নাবুওয়াত বিশ্বব্যাপী॥

সর্বশেষে করেন চালু দ্বীন দুনিয়ায় তাজদীদী
আওলাদে রাসূল আল্লামা সাইয়িদ মাওদূদী।
গড়ে তোলেন সংগঠন ও আন্দোলন
নাম যে তার জামায়াতে ইসলামী॥

তারিখ ঃ ১৬/০৫/২০০৮ ইং

৬৩. জীবন মিশন

কি করে তুমি গেলে ভুলে
তোমার জীবন মিশনকে?
আসবে কিরে আবার ফিরে
আপন লক্ষ্য পানে?

তুমি হলে এক আল্লাহর
মহান খলীফা,
তোমার অধীন করেন আল্লাহ
সারা দুনিয়া।

জীবন দিলেন আল্লাহ তায়ালা
দ্বীন কায়েমের জন্যে,
সে দ্বীন আজ অসহায়
তোমার চোখের সামনে।

কতো সহায় কতো সম্পদ
করলে তুমি ক্ষয়,
কতো সময় কতো সুযোগ
হলো তোমার অপচয়।

এখনও যে আছে সময়
কুরআন হাদীস ধরতে,
সফল করো জীবন মিশন
দ্বীনের কাজ করতে।

তারিখ ঃ ২৬/০৩/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

৬৪. দাওয়াতে দ্বীন

যতো নবী আসেন ধরায়
দাওয়াত দেন সবাই,
এক আল্লাহর দাওয়াত দেয়ায়
মাযলুম হন সবাই।

দাওয়াতী কাজ হলো তাঁদের
আজীবনের নেশায়,
তাইতো তাঁদের জীবন হলো
সব মানুষের আশায়।

দাওয়াতী কাজের অভাব হলে
দুনিয়া হয় তমাসায়,
তখন ধনী গরীব সকলে
হয় বড় অসহায়।

দুনিয়াটা করতে ফের আবাদ
বিকল্প নেই দাওয়াতের,
উঠো বলো এক আল্লাহর
হুকুম চলবে প্রতিবার।

দাওয়াত দিলে জীবন ভরে
দ্বীন কায়েমের তরে,
সুখ পাবে তুমি আখেরে
ধরলে জিহাদের পথটারে।

তারিখ ঃ ২৯/০৩/২০০৮ ইং

৬৫. ইসলামী সংগঠন

আল্লাহ যখন বলেন
আলাসতু বিরাব্বিকুম,
তখন সকলে বলি
মানবো তোমার হুকুম।

সংগঠনের ধারণা
ওখান থেকে শুরু,
দুনিয়াতে তা যেন
সকল কাজের গুরু।

সংগঠন ছাড়া হয় না
ইসলামী হুকুমাত
সংগঠন ছাড়া চলে না
ইসলামী খিলাফাত।

সংগঠন হলো দ্বীনের পথে
চলার আয়োজন,
সংগঠন হলো দ্বীন কায়েমের
মহান আন্দোলন।

দ্বীনের পথে চলতে হলে
সংগঠন হলো উপায়,
দ্বীনের বিজয় আনতে হলে
সংগঠনের বিকল্প নাই।

জামায়াতের সাথে নামায হলো
সংগঠন করার উপমা
তাইতো মোরা শামিল হবো
সংগঠনের ছায়ায়।

তারিখ ঃ ২৭/০৩/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

৬৬. মুক্তির ঠিকানা

আল্লাহর বান্দারা এসো জামায়াত গড়ি
দ্বীন কায়েমের জন্যে।
রাসূলের উম্মতেরা এসো জামায়াত করি
দ্বীনের বিজয়ের জন্যে॥

এসো সকল প্রভু ত্যাগ করে
মহান আল্লাহর পথে।
এসো সকল নেতা ছেড়ে দিয়ে
সবসেরা রাসূলের আদর্শ পানে॥

এসো সব মত ছাড়িয়ে
আলকুরআনের রাজ কায়েমে।
এসো সব পথ মাড়িয়ে
রাসূলের আদর্শ বাস্তবায়নে॥

কত শত মিথ্যা খোদা আর ভন্ড নেতা
শান্তি দেবে কয়ে বন্দী করেছে মানবতা।
বাধার জিনজির ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে
এসো ইসলামের শীতল ছায়া তলে॥

এসো এসো মযবুত করে ধরো আল্লাহর বাণী
এসো এসো এক সাথে ধরো রাসূলের যিন্দেগানী
এসো মানবতার শান্তির আসল নীড়ে
এসো আখিরাতের মুক্তির সুন্দর ঘরে॥

তারিখ ঃ ০৮/০৫/২০০৮ ইং

৬৭. সব ফরজের বড় ফরজ

সব ফরযের বড় ফরয
তাতো ইসলামী আন্দোলন।
সব ফরজের সেরা ফরয
তাতো ইসলামী সংগঠন॥

উদ্দেশ্যে তো কেবল একটিই
কায়েম আলকুরআনের শাসন।
লক্ষ্য তো শুধু একটিই
মহান আল্লাহর সন্তোষ অর্জন॥

কি করে তুমি থাকবে শুয়ে
ইসলামী আন্দোলন না করে?
কি করে তুমি রবে বসে
ইসলামী সংগঠন না করে??

থাকবে তুমি আর কতো দিন
এসব ফরয তরক করে?
থাকা যায় কি বেশী দিন
এসব ফরয ছেড়ে দিয়ে??

এসো সবে নির্বিশেষে
আন্দোলনের পথে।
এসো সবে দলে দলে
সংগঠনের সাথে॥

বিনিময়ে পাবো মোরা
দুনিয়া ভরে শান্তি
আরো পাবো আখিরাতে
জাহান্নাম থেকে মুক্তি॥

www.pathagar.com

৬৮. সর্বোত্তম ব্যবসায়

এমন একমাত্র লাভজনক ব্যবসার কথা
যা মুক্ত করবে জাহান্নামের সকল ব্যাথ্যা
বলবো কি তোমাদের সে আশ্চর্য কথা?

ঈমান আনো আল্লাহ রাসূলের উপরে
জিহাদ করো দ্বীন কায়েমের তরে
আল্লাহর পথে জানমাল কুরবান করে।

তবেই পাবে তোমরা জাহান্নাম থেকে ছাড়া
পাবে তোমরা আল্লাহ তায়ালার মহাক্ষমা।
জান্নাতে দাখিল হয়ে পাবে অবিরাম শান্তি
সেখানে থাকবে তোমরা চিরদিন চিরস্থায়ী।
বের হতে হবে না সেখান থেকে তোমাদের
উত্তম বাসস্থান হবে তা তোমাদের।

আরও দেবেন তিনি দুনিয়ায় তোমাদের পছন্দনীয়
তাঁর পক্ষ থেকে সাহায্য ও মহা বিজয়।
এটাই হবে তোমাদের জন্য কল্যানকর ব্যবসা
যদি তোমরা বুঝতে পারো এর আসল মজা।

আসুন জামায়াতবদ্ধ হয়ে করি মোরা এ সওদা
হবে দোজাহানে মোদের নিশ্চিত সুবিধা।

(সূরা সাফ্ফ- ১০-১৩ নং আয়াত অনুসরণে)
তারিখ ঃ ২২/০৫/২০০৮ ইং

৬৯. ইসলামী যিন্দেগী

আল্লাহ শুধু মালিক তিনি
রহমত করেন শতখানি,
অসীম দয়া তাঁর যে জারি
সকল সৃষ্টি পায় সে বারি॥

মানুষ গেল তাঁকে ভুলি
খেল ধোকায় চোরাগলি,
তবুও তাঁদের হুঁশ হয়না বলি
ঈমান আমল সব হারালি॥

নফস শয়তানের ধোকায় পড়ে
ইবলীস শয়তানের শলায় পড়ে,
মানুষ শয়তানের খপ্পরে পড়ে
আল্লাহ রাসূল সব হারালে॥

জীবন থাকতে ধররে তুই
কুরআন হাদীসের এক রশি,
পড়রে তুই কুরআন হাদীস
গড়রে তুই ইসলামী যিন্দেগী॥

জীবন তোমার হবে সুন্দর
করলে ঈমান শক্তিশালী,
আখেরে তোমার হবে আরাম
করলে নেক আমল বেশী॥
তারিখ ঃ ০৬/০৬/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

৭০. দ্বীনের পথে করলে জীবন বাজি রেখে ইসলামী আন্দোলন

আমার সালাত আমার কুরবানী
কবুল করুন পেতে মেহেরবানী,
আমার জীবন আমার মরন
দ্বীনের পথে কবুল করুন ॥

আমার সহায় আমার সম্পদ
কবুল করুন তরে জিহাদ,
দ্বীনের তরে আরো প্রয়োজন
কত শত যিন্দাহ প্রাণ ॥

আরো প্রয়োজন বাজি জীবন
ধন মালের আকাতরে বিলন,
সময় শক্তি ক্ষমতা জ্ঞান
কবুল করুন দিতে সরাক্ষণ ॥

দ্বীনের পথে করলে জীবন
বাজি রেখে ইসলামী আন্দোলন,
দোযখ থেকে পাবে পরিত্রান
ঘোষণা করেন আল্লাহ মহান ॥

সকল গুনাহ করবেন তিনি তাদের ক্ষমা
সে জান্নাতে করাবেন দাখিল থাকবে যাতে ঝরনা,
সবচেয়ে ভালো জান্নাতে রাখবেন তাদের সর্বদা
নেই অন্য আমলে এত কল্যান সফলতা ॥

আরও দেবেন নগদ ও প্রিয়
আল্লাহ থেকে সাহায্য ও বিজয়,
নবী আপনি দেন শুভ ঘোষণা
ইসলামী আন্দোলনের এ ব্যাবসার পাওনা ॥

তারিখ ঃ ০৯/০৬/২০০৮ ইং

৭১. আল্লাহ রাসূল কুরআন হাদীস

আল্লাহ রাসূল কুরআন হাদীস
দ্বীন ইসলামের আসল চীজ,
মক্কা শরীফ মদীনা শরীফ
মুসলমানের হৃদয় প্রিয় জিনিস ॥

আল্লাহ মাহান রাসূল নেতা
জ্বিন ইনসানের আসল কর্তা,
ঈমান জিহাদ মুসলমানের
ফরযে আইন সর্বদা ॥

নামায রোযা করতে হবে
হাজ্জ যাকাত মানতে হবে,
কুআন হাদীসে পড়তে হবে
দ্বীনের পথে চলতে হবে ॥

সংগঠন ও আন্দোলন
দ্বীন কায়েমে প্রয়োজন,
আকড়ে ধরো সারাক্ষণ
জান্নাত পাবে চিরন্তন ॥

তারিখ ঃ ১০/১০/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

৭২. কুরআন হাদীস আজ কতো যে মাযলুম

কুরআন আছে হাদীস আছে
আছে শত কোটি মুমিন মুসলিম,
নেই শুধু এগিয়ে আসার
কায়েম করতে মহান আল্লাহর দ্বীন ॥

কুরআন হাদীস ভালোবাসে
সকল মুমিন মুসলিমীন,
তারাই আবার তরক করে
আল্লাহ রাসূলের আইন ॥

কুরআন হাদীসের আইন ও শাসন
দেশে দেশে না থাকাতে কায়িম,
কুরআন হাদীস আজ কতো যে মাযলুম
থাকতে দুনিয়ায় শতকোটি মুমিন মুসলিম ॥

ইসলামের আলোকে হলে পরিচালিত
ব্যক্তি সমাজ আর জাতীয় জীবন,
সাম্য মৈত্রী আর ইনসাফ পাবে
মুসলিম অনুসলিম নির্বিশেষে আজীবন ॥

আসমান খুলে দেবে বরকতের সকল দুয়ার
যমীন বের করে দেবে নেয়ামতের সকল ফিগার,
তামাম সৃষ্টি হয়ে যাবে খাদেম মানবতার
সুখ সুখ আর সুখ আসবে ঘরে ঘরে সবার ॥

তারিখ ঃ ০৮/০৬/২০০৮ ইং

৭৩. নীতি

যতো সব মিথ্যা খোদা
আছেন শুধু এক আল্লাহ।
যতো সব ভন্ড নেতা
সঠিক শুধু রাসূলুল্লাহ।
যতো সব শোষক বিধান
সত্য শুধু আলকুরআন।
যতো সব ভ্রান্ত মতবাদ
ইসলামে শুধু সাম্যবাদ।
যতো সব নোংরা রাজনীতি
ইসলামী আন্দোলনই সঠিক রাজনীতি।
যতো সব মিথ্যা আশ্বাস
সৎ নেতৃত্বেই শুধু আশাবাদ।
যতো সব রকমারী শ্লোগান
গ্রহণীয় শুধু দ্বীন কায়েমের আহ্বান।
যতো সব ইসলাম বিরোধী কর্মনীতি
কায়েম করো কুরআন হাদীসের নীতি।
যতো সব দেশ বিরোধী কর্মসূচী
চালাতে হবে দেশ রক্ষার কর্মসূচী।
যতো সব দেশ বিরোধী চুক্তি
কায়েম করো সমতা ভিত্তিক চুক্তি।

তারিখ ঃ ০৭/০৩/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

৭৪. দমে দমে করো যিকির ঈমানের

দমে দমে করো যিকির ঈমানের
দম থাকিতে করো ফিকির জিহাদের,
ঈমান থেকে বহুদূরে থাকে কাফির
জিহাদ থেকে মুনাফিকরা থাকে বহু দূর ॥

ঈমান জিহাদ যে দায়িমী ফরয
জানা আছে কি তোমাদের?
ঈমান জিহাদের উপর থাকতে হবে সর্বক্ষন
মানা হয় কি তোমাদের??

ঈমান জিহাদের মাধ্যমে
কায়েম হয়েছে দুনিয়ায় ইসলাম,
ঈমান জিহাদ ছেড়ে তোমরা
হয়েছো দুনিয়ায় সর্বশান্ত মাযলুম ॥

ঈমান জিহাদ বিনে পারে না কোন মানুষ
পেতে দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি
ঈমান জিহাদের মাধ্যমেই
ফের কায়িম হবে ইসলামী শান্তি ॥

ও দুনিয়ার মানব সকল
আর কতকাল থাকবে পড়ে শয়তানের কবল?
ঈমান জিহাদ তোমার আসল সম্বল
আকড়ে ধর হিদায়াতের এ মহামূল্যবান কম্বল ॥

তারিখ ঃ ২০/০৬/২০০৮ ইং

৭৫. কুরআন হাদীসের লক্ষ্য

কুরআন হাদীস না শিখে নরনারী
শয়তানের কুমন্ত্রনায় পড়ে।
কুরআন হাদীসের দাওয়াত তো
মানবতার কল্যাণে ॥

কুরআন হাদীস না জেনে মানব
ভন্ড নেতার খপ্পরে পড়ে।
কুরআন হাদীসের আলো তো
জাহিলিয়াত খতম করতে ॥

কুরআন হাদীস না পড়ে মানুষ
গোমরাহ পথে চলে।
কুরআন হাদীসের বিপ্লব তো
ইনসাফ কায়েম করতে ॥

কুরআন হাদীস না বুঝে মুমিন
আল্লাহ রাসূলের হুকুম তরক করে।
কুরআন হাদীসের উদ্দেশ্য তো
জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে ॥

কুরআন হাদীস না মেনে মুসলিম
দ্বীন ইসলামের বিরোধীতা করে।
কুরআন হাদীসের লক্ষ্য তো
জান্নাতে পৌঁছাতে ॥

তারিখ ঃ ১৫/০৫/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

৭৬. জাহান্নাম থেকে বাঁচাও

বাঁচাও বাঁচাও বাঁচাও আল্লাহ
জাহান্নাম থেকে বাঁচাও।
বাঁচাও তুমি আমাদেরকে
জাহান্নামের আগুন থেকে ॥

জাহান্নাম হলো গভীর গর্ত
অন্ধকার, অগ্নি ভর্তি।
সে গর্তে আছে শুধু
ভীষণ রকম শাস্তি ॥

দুনিয়ায় যারা মানবে না
আল্লাহ তায়ালার হুকুম।
পুড়বে তারা জাহান্নামে
পাবে শাস্তি হরেক রকম ॥

দুনিয়ায় যারা করবে
আল্লাহ তায়ালার নাফরমানি।
জ্বলবে তারা জাহান্নামের
লেলিহান শিখায় অগ্নি ॥

তাইতো আল্লাহ দাও মোদের
তাওফীক তোমার হুকুম পালনের।
গড়বো জীবন কুরআন মাপিক
চলবো নবীর পথে সঠিক ॥

তারিখ ঃ ১৯/০৫/২০০৮ ইং

৭৭. হাসো-কাঁদো

মন খুলো হাসো
প্রাণ খুলে কাঁদো।

মুমিন হলে হাসো
মুনাফিক হলে কাঁদো।
ঈমানী কাজে হাসো
শয়তানী কাজে কাঁদো।
ইসলামী কাজে হাসো
জাহিলী কাজে কাঁদো।
দ্বীনি কাজে হাসো
তাগুতী কাজে কাঁদো।
সুচিন্তায় হাসো
কুচিন্তায় কাঁদো।
নেক কাজে হাসো
বদ কাজে কাঁদো।
সাওয়াব হলে হাসো
গুনাহ হলে কাঁদো।
দেশের জন্যে হাসো
দালালীর জন্যে কাঁদো।
উপকারে হাসো
ক্ষতিতে কাঁদো।

তারিখ ঃ ২৯/১০/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

(৯) ইসলামী চেতনা বিকাশে

৭৮. আসল নকল

কতো সোনায় কতো গহনায়, হলে শুধু অলংকৃত;
রূপ বেড়েছে গুণ বাড়েনি, হলে তুমি কলংকিত।
কতো সাজে কতো শয্যায়, হলে শুধু সজ্জিত;
রং বেড়েছে মন বাড়েনি, হলে তুমি ধিকৃত।
তোমার দেহে তোমার আংগে, হলে শুধু আবৃত;
সুরত বেড়েছে সীরাত বাড়েনি, হলে তুমি বিকৃত।
কতো টাকা কতো পয়সা, করলে শুধু বীমাকৃত;
ধন বেড়েছে মান বাড়েনি, হলে তুমি ঘৃনিত।
কতো ছেলে কতো মেয়ে, হলো তারা কুচরিত্র;
শক্তি বেড়েছে সম্মান বাড়েনি, হলে তুমি নিন্দিত।

চিন্তা ধারায় হলে তুমি, শিরক বিবর্জিত;
হবে তুমি আল্লাহ তায়ালার, খাঁটি প্রিয় পাত্র।
কথা বার্তায় হলে তুমি, রিয়া পরিত্যাক্ত;
হবে তুমি দয়াল নবীর, মহান সম্মানিত।
কাজে কর্মে হলে তুমি, বিদয়াত থেকে পবিত্র;
হবে তুমি দোযখ থেকে, নাজাত প্রাপ্ত,
জীবন যদি করো তুমি, ইসলামে রঞ্জিত;
হবে তুমি দোজাহানে, মহা কল্যাণপ্রাপ্ত।
জিহাদের কাজে থাকো যদি, সদা লিপ্ত;
হবে তুমি মহান আল্লাহর, দিদার জান্নাতপ্রাপ্ত।

তারিখ ঃ ২৫/০৫/২০০৮ ইং

৭৯. প্রেম প্রীতি ভালোবাসা মুহাব্বাত Love

প্রেম প্রীতি ভালোবাসা মুহাব্বাত Love,
সব কিছু পেতে পারে আল্লাহ তায়ালা লাভ।
তাঁর দয়াতে করে মানুষ কতো কিছু লাভ,
খানাপিনা দানাপানি আরো যতো লাভ ॥

জনম থেকে শুরু করে মরন বরন লাভ,
করে তারা কতো শত রহমত নিয়ামত লাভ।
আশরাফুল মাখলুকাত হয়ে দুনিয়ায় জন্ম লাভ,
এতো মোদের মহান আল্লাহর বড় রহমত লাভ ॥

তনুমনে পেলে তুমি শত কোটি নিয়ামত লাভ,
এ দুনিয়া পেল আরো বেশী রহমত লাভ।
রাসূলের উম্মাত হওয়া মহাগৌরব লাভ,
তাঁর থেকে পাবে সুফারিশ লাভ ॥

করতে হবে আমাদের দ্বীনি জ্ঞান লাভ,
ঈমান হলে পরিপূর্ণ আমল হবে লাভ।
দ্বীন হলে জীবন মিশন আল্লাহর পাবে Love,
কায়েম হলে ইসলাম ইনসাফ করবে লাভ ॥

তারিখ ঃ ২৫/০৫/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

৮০. পারবেনা নাফ্‌স দিতে ধোকা

মুসলিমের ঈমানটিরে নাফসের সকল কামনা
ঘিরে ফেলেছে চর্তুদিকে পেতে পাওনা,
নাফ্‌স চায় শুধু পূরন করতে বাসনা
প্রতিনিয়ত করছে তারে যন্ত্রনা তাড়না ॥

ঈমানের দাবী তার চেয়েও অনেক বেশী
যিন্দাহ রাখো কলবে তোমার জারী,
ঈমানের দাবী করতে পূরন যতো বেশী
হও তুমি সক্রিয় ময়দানে অনেক বেশী ॥

কখনো দিতে নেই নাফ্‌সকে সুযোগ সুবিধা
আন্দোলনের পথে সক্রিয় থাকতে হবে অসুবিধা,
এই নাফস দ্বীনের পথে সবচেয়ে বড় বাধা
করতে হবে তাকে দমন হয়ে তোমায় বীর যোদ্ধা॥

কতো ভাই যে হারিয়ে গেল জান্নাতের সিঁড়ি থেকে
কতো বোন যে তলিয়ে গেল বেহশতের দরজা থেকে,
কী যে হবে ভয়াবহ অবস্থা জানো কি তোমরা
বাঁচাও বাঁচাও আল্লাহ আমায় থেকে সে অবস্থা ॥

নিয়মিত তাফসীর পড়ুন, পড়ুন হাদীসে রাসূল
আরো পড়ুন ইসলামী সাহিত্য, অসহাবে রাসূল,
সঠিক কাজটি যথাসময়ে করতে হবে আপনাকে
পারবে না নাফস দিতে ধোকা আর কখনো আপনাকে ॥

তারিখ ঃ ০৯/০৬/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

৮১. ভালোবাসার এ পথে পেয়েছি আমি পরম শান্তি সুখের মজা তৃপ্তিকে

মনে মনে ভাবি আমি কত শত বিষয়
কী করে বলি আমি খুলে সব বিষয়,
মনের মাঝে লুকিয়ে আছে কতো রংগীন বাসনা
সে কথা কি বলা যায় দিয়ে মনের ঘোষণা ॥

সে দিন যখন পড়ি আমি কুরআন হাদীসের বাণী
আল্লাহ রাসূল করেন অফার যেন তাঁদের ভাবলোবাসী,
কবুল করলে ভাবলোবাসা সুখ পাবে সবচেয়ে বেশী
সে সুখ পেতে আমি ভালোবাসী তাঁদের সবচেয়ে বেশী ॥

সেদিন তুমি দিলে আমায় ভালোবাসার সুবর্ণ অফার
তারও আগে পেয়েছি আমি সেরা এক অফার,
প্রথম অফার আল্লাহ রাসূলের শেষের অফার তোমার
কী করে কবুল করতে পারি স্রষ্টার অফার বিনে তোমার ॥

হৃদয় মনে ভাবি আমি আল্লাহ রাসূলকে
ভালবেসে ফেলেছি আমি তাঁদের দু'জনকে,
কী করে দেবো আমি তোমায় আমার মনটাকে
মন যে আমি দিয়ে দিয়েছি আল্লাহ রাসূলকে ॥

কুরআন হাদীস পড়ি আমি ভালবেসে আল্লাহ রাসূলকে
সব মতবাদ পায়ে দলে ধরেছি আমি ইসলামী বিধানকে,
সব নেতাদের বর্জন করে মানি শুধু ইসলামী নেতাকে
ভালোবাসার এ পথে পেয়েছি আমি পরম শান্তি সুখের মজা তৃপ্তিকে ॥

তারিখ ঃ ০৯/০৬/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

৮২. আজ মনের ভেতর খুব লেগেছে পিপাসা

আজ মনের ভেতর খুব লেগেছে পিপাসা,
কি করে মেটাব মনের সে আশা।
কতো বর্ষের কতো বসন্ত গেলো হারিয়ে
বসন্ত থাকতে করলাম না পূরণ মনের বাসনা।
কতো নদীর কতো পানি গেলো শুকিয়ে
পানি থাকতে পিলাম না আমি মিটতে পিপাসা।
মেঘে মেঘে কতো বেলা গেলো ফুরিয়ে,
বেলা থাকতে করলাম না আমি সকল কল্পণা।
কতো দাঁত যে ছিল আমার কতো মযবুত হইয়া
দাঁত থাকতে দিলাম না আমি দাঁতের সঠিক মর্যাদা।

ও দুনিয়ার মানবতা পেলে তোমারা মহান স্রষ্টা আল্লাহ
তবুও তোমরা তাঁকে মেনে হলে না জান্নাতের বাসিন্দা।
ও দুনিয়ার মানব সকল পেলে তোমরা মহান রাসূল মুহাম্মাদ
তবুও তোমরা তাঁকে মেনে পেলেনা জান্নাতের সুসংবাদ।
আল্লাহ দিলেন জীবন বিধান রাসূল করলেন তা কায়েম
তবুও তোমরা সে ইসলামকে করলে না দুনিয়ার বাস্তবায়ন
কুরআন হাদীসে রয়েছে বিশ্বমানবতার মহা মুক্তির মহান পয়গাম
কুরআন হাদীস বাদ দিয়ে হলে নাফ্স ও নেতার গোলাম।

তারিখ ঃ ২১/০৬/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

৮৩. ওহে মুমিন হও মুজাহিদ করতে কায়েম আল্লাহর দ্বীন

ঈমান হলো মুমিনের বিশ্বাসের প্রতিচ্ছবি
সে ঈমান বাড়াতে হবে দিবানিশি,
ঈমানের দাবী হলো অনুগত আহকামে ইলাহী
সে ঈমান আমাদের প্রাণ প্রিয় মুক্তা মণি॥

তাওহীদে বিশ্বাস করতে হবে মুমিনকে শিরক বিনে
কায়িম করতে হবে সালাত ভীত বিনীত মনে,
মাহে রমযানে রাখবে রোযা তাকওয়া হাসিলের জন্যে
যাকাত ও হজ্জ করবে আদায় পবিত্র মনে॥

ইসলামের স্তম্ভগুলো করে তৈরী মুমিনকে জিহাদে প্রস্তুত
করেন ফরয আল্লাহ হতে দ্বীন কায়েমে প্রস্তুত,
ঈমান ও জিহাদ দায়িমী ফরয মুমিন জীবনে
বিনিময়ে পাবে জান্নাত দিদার হবে আল্লাহর সনে॥

ঈমান জিহাদ ছাড়া পারে না হতে খাঁটি মুমিন
ঈমান জিহাদের মাধ্যমে পারে হতে পরিপূর্ণ মুমিন,
ওহে মানুষ হও মুমিন নাজাত পেতে থেকে আগুন
ওহে মুমিন হও মুজাহিদ করতে কায়েম আল্লাহর দ্বীন॥

তারিখ ঃ ২৭/০৩/২০০৮ ইং

৮৪. আল্লাহ তায়ালার বিশাল এ দুনিয়া

আল্লাহ তায়ালার বিশাল এ দুনিয়া
লাখো রকম সৃষ্টি তাতে ভরিয়া,
কতো সৃষ্টি বিলীন হচ্ছে প্রতি ক্ষণে ভাই
আবার কতো সৃষ্টির আগমন প্রতি মুহূর্তে তাই ॥

চলেছে চলছে চলবে এ ধারা ধরায়
কিয়ামাত তক আল্লাহ তায়ালার ইশারায়,
মানুষ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার
সকল সৃষ্টির সেরা ॥

সে মানুষকে দিলেন আল্লাহ
কতো বেশী মর্যাদা,
দায়িত্ব তাদের কায়েম করতে
কুরআনের সকল ধারা ॥

দ্বীনের পথে চলতে গেলে
আসবে যতো হামলা,
সবর হিকমাতের সাথে তা
করতে হবে মুকাবিলা ॥

দ্বীনের বিজয় আনতে হবে
জান মাল খরচ করিয়া,
আসবে সুখ আসবে শান্তি
আখিরাতেও পাবে মুক্তি তারা ॥

তারিখ ঃ ১৪/০৮/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

৮৫. কোটি কোটি টাকার পাহাড়

কোটি কোটি টাকার পাহাড়
করছো তুমি জমিয়ে,
সেই টাকা কি বিলাবে না
গরীব দুঃখীর আপন হয়ে??

কতো টাকা দিলেন তোমায়
আমার মহান এক আল্লাহয়,
আদায় করো সে শোকরিয়া
দ্বীনের পথে দান করিয়া ॥

তোমার মতো কতো মানুষ
জীবন কাটায় না খাইয়া,
লুটে পড়ো রুকু সিজদায়
সে কথা স্মরণ করিয়া ॥

কতো কষ্ট থেকে আল্লাহ
উদ্ধার করলেন তোমায়,
তারপরেও কি করবে না সিজদাহ্
করতে তাঁর শোকর আদায় ॥

সকল কাজে সকল সময়
করলে তাঁর শোকর আদায়,
মহান আল্লাহর বেশী রাহমত
তখন কিন্তু পাওয়া যায় ॥

তারিখ ঃ ১৩/০৯/২০০৮ ইং

৮৬. ও আমার সাবেক শিবির ভাই

ও আমার সাবেক শিবির ভাই
আমি অধম তোমায় বলে যাই,
তুমি হীরা জহরত মণি মুক্তা ভাই
আন্দোলনে তোমায় আবার ফিরে পেতে চাই ॥

তুমি ছিলে মহান আল্লাহর কতো প্রিয় তাই
দ্বীনের পথে প্রতি পদে তোমার প্রভাব পাই,
সংগঠনে আন্দোলনে দ্বীনের পথের সকল কাজে ভাই
তোমার চিন্তার তোমার কর্মের জুড়ি তো আর নাই ॥

তুমি আমার বড় ভাই
তোমায় ছাড়া নাই উপায়,
দ্বীনের পথে প্রতি পদে
তোমায় আমি সামনে চাই ॥

তোমার আমি শুনলাম কতো
তরীফ প্রশংসা, দ্বীনি জযবা,
আরও শুনলাম দ্বীনের পথে
তোমার হাজার ত্যাগ তিতিক্ষা ॥

তুমি হও ফের আগুয়ান
আমরা হবো তোমার ফলোয়ান,
সবে মিলে দেবো আনজাম
দ্বীন কায়েমের মহান কাম॥

তারিখ ঃ ১৫/০৯/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

৮৭. ও মা তোর চরণ তলে

ও মা তোর চরণ তলে
বেহেশত আছে বলে,
মা তোমায় মানি সবার চেয়ে
ভালোবেসে কথায় কাজে ॥

দুনিয়ায় তুমিইতো সবার সেরা
আল্লাহ রাসূলের পরে,
তোমাকে মানা হলে মানা হয়
আল্লাহ রাসূলের হুকুমেরে ॥

দুনিয়ায় মায়ের তুলনা 'মা'ই হয়
যেমন চাঁদের তুলনা চাঁদ,
দুনিয়ায় মায়ের আদর ভুলা হয়
আছে কি এমন ফাঁদ ??

ধনুকের তীর পারে হতে মিস
মায়ের দু'আ হয় না কভু মিস,
মায়ের দু'আয় হলেন বায়িযীদ
এ দুনিয়ায় সুলতানুল আরিফীন ॥

পারো যতো করো মাকে ভক্তি
পাবে তুমি আত্মিক শক্তি
দুনিয়ায় পাবে সুখ শান্তি
আর পাবে আখিরাতে মুক্তি ॥

তারিখ ঃ ১৩/০৩/২০০৮ ইং

৮৮. দ্বীনি চিন্তার

যাকে তুমি করছো বিয়ে
সঙ্গে সে তো থাকবে না।
যাদের জন্য গড়ছো সংসার
সংগে তারা যাবে না ॥

কতো চিন্তা কতো ফিকির
করছো তুমি স্বামী/স্ত্রীর
শত চিন্তা শত ফিকির
করছো তুমি পিতামাতা সন্ততির ॥

গড়িবাড়ি আর নর/নারী নিয়া
মত্তো আছো তুমি বিভোর হইয়া।
আছে কিরে চিন্তা ফিকির
দ্বীন কায়েমের আন্দোলনের??

নেই রে চিন্তা নেই রে ফিকির
আখিরাতের কল্যাণের।
সংগে শুধু যাবে হে নাফরমান
ঈমান ইসলাম তাকওয়া আর ইহসান।
পরে যাবে আরও যা যা
সাদকায়ে জারীয়া, ইলম্ আর নেক সন্তান ॥

এখনো তোমার আছে সময়
কুরআন হাদীস ইসলামী সাহিত্য পড়ার।
বাকী হায়াত দাওরে বিলিয়ে
দ্বীনের পথে চলার ॥

তারিখ ঃ ০৯/০৩/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

৮৯. কতো রঙের কতো ঢঙের

কতো রঙের কতো ঢঙের
ফুলে ফলে দুনিয়া,
কতো স্বাদের কতো গন্ধের
ফসল তাতে ভরিয়া ॥

মানবতার তনুমনে
আছে নিয়ামাত শতগুণে,
সুখ শান্তি আরামেতে
স্বাদে গন্ধে মজা পেতে ॥

ফুলের ঘ্রানে নাসিকা
আরাম পায় টানিয়া,
চোখের আরাম দর্শনে
সুন্দর জিনিস দেখিয়া ॥

জিভ চায় খানা পিনা
মজা পায় গিলিয়া,
কানের আরাম শ্রবণে
গুণ কীর্তন শুনিয়া ॥

শরীর চায় একটু আরাম
নাদুস নুদুস বিছানায়,
মন হয় চাংগা
সুখের পায়রা পাইয়া ॥

মুমিনেরা শোকর করে
মহান আল্লাহর দরবারে,
দ্বীনের পথে থেকে তারা
সকল নিয়ামাত ভোগ করে ॥

তারিখ ঃ ১৩/০৭/২০০৮ ইং

৯০. আজকের মেয়ে কালকের বউ পড়শু দিনের শাশুড়ী

আজকের মেয়ে কালকের বউ
পড়শু দিনের শাশুড়ী,
কি কারণে করো তুমি
আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী??

কতো রহমত আল্লাহ তায়ালার
পরে উপর তোমারি,
তারপরেও করো তুমি
মহান আল্লাহর নাশোকরী॥

তোমার মতো কতো মেয়ে
স্বামী বিহীন দিন কাটায়,
তবুও তোমার হয়না হুঁশ
লুটে পড়তে সিজদায়॥

তোমার মতো কতো বউ
মদদী, জুয়াড়ী স্বামী পায়,
তবুও তোমার হয় না শিক্ষা
নিতে আলকুরআনের দিক্ষা॥

তোমার মতো কতো শাশুড়ী
বউর হাতে পিটা খায়,
তবুও তোমার হয় না জ্ঞান
মযবুত করতে ঈমান॥

তারিখ ঃ ৩০/০৭/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

৯১. ওহে মুসলিম যুবক আর ছেলে

ওহে মুসলিম যুবক আর ছেলে!
কেনো কার অপেক্ষায় আছো দাঁড়িয়ে?
আর কতো থাকবে তুমি বখাটে হয়ে?
হৃদয় কি কাঁপে না আল্লাহর ভয়ে?

সকাল সন্ধ্যায় স্কুল কলেজ পাশে
রাস্তার মোড়ে তার দিকে তাকিয়ে,
তোমার মা বোন তো হয় সে
দ্বীনের পথ ধরো এ সব ছেড়ে ॥

তোমায় পাঠান আল্লাহ মহান উদ্দেশ্যে
গোমরাহ মানবতাকে দ্বীনের পথে আনতে,
মাযলুম মানুষগুলোকে মুক্তির পথ দেখাতে
আল্লাহর সন্তোষ হবে জীবন লক্ষ্যতে ॥

নিজের চিন্তা কথা আর কাজকে
গড়ে তোল কুরআন হাদীসের আলোকে,
দ্বীনের পথে অবিরাম চলা তোমাকে
রক্ষা করবে সকল ফিতনা থেকে ॥

খুলাফায়ি রাশিদীন তোমার আদর্শ নমুনা
সাহাবয়ি কিরাম তোমার আসল প্রেরণা,
জীবন বিলিয়ে দাও পেয়ে সে অনুপ্রেরণা
জান্নাত হবে তোমার জন্যে আল্লাহর করুণা ॥

তারিখ ঃ ১৯/১০/২০০৮ ইং

৯২. তুমি তো এক মুসলিম মেয়ে

তুমি তো এক মুসলিম মেয়ে
কেনো আছো তার দিকে চেয়ে?
তোমার মন কি কাঁপে না ভয়ে
এক আল্লাহ আছেন যে তোমায় ছেয়ে ??

আর কতো কাল থাকবে তুমি বেহুঁশ হয়ে
আল্লাহ রাসূলের যিকির ফিকির বাদ দিয়ে?
সব কিছু যাচাই করতে হবে কুরআন হাদীস দিয়ে
তাহলেই কেবল সুখ পাবে দুনিয়া ও জান্নাতে গিয়ে ॥

তোমার মতো কতো মেয়ে
করছে নষ্ট তার জীবনকে,
ইসলামের পথে না যেয়ে
না বুঝে কুরআন হাদীসকে ॥

তোমায় আল্লাহ করেন রক্ষা
আফওয়া মার্কা হওয়া থেকে,
গড়ে তোল আপন জীবনকে
দাওয়াত দিয়ে অপর বোনকে ॥

তুমি গড়ো নিজের চিন্তা কথা কাজকে
খাদীজা আয়িশার জীবন আদর্শের আলোকে
পাবে শান্তি পাবে সম্মান এ দুনিয়ার বুকে
জান্নাত হবে ধন্য কোলে পেয়ে তুমি ভাগ্যবতীকে ॥

তারিখ ঃ ১২/০৯/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

৯৩. আল্লাহ! রক্ষা করো জুব্বার ইযযাত

জুব্বা যদি পরতেই হয়
পরবে শুধু আলেমেরা,
জুব্বার ইযযাত রক্ষা করো
মুরুব্বী, বাংগাল, মিস্টারেরা ॥

জুব্বা হলো লিবাসুল আরব
নহে লিবাসুল মুসলিমীন,
কোথাও কোথাও সে জুব্বা
লিবাসু উলামাউ দ্বীন ॥

মুরুব্বী বাংগাল সেও যদি
জুব্বা পরা করে শুরু,
সেই জুব্বার মর্যাদা কি
বাকী থাকে হিরু?

জুব্বা পরে বাংগালেরা
নিতে চায় কেড়ে,
আলেম উলামার মর্যাদা
ধর্মীয় সকল সুবিধা ॥

কতো বাংগাল পরে জুব্বা
সাজে লেবাসুল আলেম মুরুব্বী,
কতো লোককে করে গোমরাহ
বাঁচাও আল্লাহ! থেকে ভন্ডামী ॥

জুব্বা পরে করে তারা
হাজার রকম প্রতারণা
যার কারণে শরম পায়
ইমাম হুজুর আলেমেরা ॥

জুব্বা যদি পরতে চায়
মুরুব্বী, বাংগাল, মিস্টারেরা,
পরতে পারবে তখন তারা
রাখতে পারলে ইয্যাত সর্বদা ॥

জুব্বা পরেও কতো আলেম
দ্বীনের নামে করে ব্যবসা রমরমা
আলেম নামের কলংক এরা
সাবধান হও হক্কানী আলেমেরা ॥

জুব্বা বিহীন মিস্টারেরা
হাজার গুণে ভালো,
ঐ জুব্বা ওয়ালার চেয়েও
যদি পায় দ্বীনের আলো ॥

ইসলামী লেবাসের নামে
মুমিন মুসলমানদের মাঝে
জুব্বা পরতে বাধ্য করা
হক্কানী আলেমের কি সাজে ??

ইসলামে রয়েছে লেবাসের মূলনীতি
তার আলোকে করবে তৈরী,
স্থান কাল পাত্র পেশা মাপি
আপন শালীন সজ্জিত পোষাকগুলি ॥

ফরয ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল
হারাম, মাকরূহ ও মুবাহ,
গুরুত্বের ক্রমে করো ছাড়ো
ইসলামকে ফিতনা থেকে রক্ষা করো ॥

তারিখ ঃ ১২/০৯/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

৯৪. রমযানে তাকওয়া

রমযান হলো সুখের সোপান
সব সুখেরই প্রেরণা,
সে সোপানের পাবে নাগাল
করলে সিয়াম সাধনা ॥

রমযান মাসের রোযার সময়
মিথ্যা বলার সুযোগ নাই
চেহারা সুরত দেখলে তাই
কে রোযাদার চেনা যায় ॥

তাকওয়ার গুণে গুনী হওয়া
রোযা রমযানে মূল করণীয়,
তাকওয়ার খুশবু আসল খুশবু
আতরের খুশবু আসল নয় ॥

রোযার শিক্ষা বড় শিক্ষা
যদি কাজে লাগাই,
হাশর মাঠে এই রোযা
করবে তবে সাফাই ॥

তাকওয়া হলো আল্লাহর প্রতি
ভয় ভালোবাসা
সে তাকওয়া পূরন করবে
জান্নাত পাওয়ার আশা ॥

তারিখ ঃ ০৪/১০/২০০৮ ইং

৯৫. তাকওয়াবান থাকবে শুধু সুখ শান্তি আরামে

তাকওয়া মানে ভয় করা
এক আল্লাহর সত্ত্বায়,
তাকওয়া মানে ভালোবাসা
মহান আল্লাহর সত্ত্বায় ॥

ভয় আর ভালোবাসা
দুইয়ে মিলে হয় তাকওয়া,
আল্লাহর প্রতি ভয় ভালোবাসা
একেই বলে আসল তাকওয়া ॥

ভয় দ্বারা নিষেধ থেকে
পরিত্রান পাওয়া যায়,
ভালোবাসা থাকলে তবে
আদেশগুলো মানা যায় ॥

রোযা হলো তাকওয়া তৈরীর
আসল হাতিয়ার,
তুমি হলে তাকওয়া তৈরীর
মূল কারিগর ॥

তাকওয়াবান তো কখনও
যাবে না জাহান্নামে,
তাকওয়াবান থাকবে শুধু
সুখ শান্তি আরামে ॥

তারিখ ঃ ০৩/১০/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

৯৬. রমযান এলে কদর করো

রমযান এলে রোযা নেই
দেখায় শুধু অজুহাত,
সেও পরে ঈদের কাপড়
হবে না তার কোন নাজাত ॥

রোযা নেই তারাবীহ নেই
খায় শুধু সাহরী ইফতার,
সেও পরে ঈদের পোষাক
দোযখ হবে ভাগ্য তার ॥

রোযা নেই তাকওয়া নেই
নেই কোন তার ইচ্ছা,
সেও পরে ঈদের লেবাস
পাবে না সে ঈদের হিস্যা ॥

না পড়ে কুরআন হাদীস
না করে নামায রোযা,
সেও পরে ঈদের জামা
দোযখে হবে তার সাজা ॥

রমযান এলে কদর করো
নামায পড়ো রোযা রাখো,
কুরআন পড়ো হাদীস পড়ো
জান্নাত পাবে আশায় থাকো ॥

তারিখ ঃ ০৪/১০/২০০৮ ইং

৯৭. ঈদের চাঁদ

পুকুর ঘাটে যাবো
ঈদের চাঁদ দেখবো
চাঁদ উবঠেছে সোজাসুজি
পশ্চিম আকাশের মাঝামাঝি ॥

চাঁদ দেখতে শিং এর মতো
ঈদ হবে তাই মনের মতো
কাচির মতো চাঁদটি
কেড়ে নেয় মনটি ॥

প্রতি মাসে নতুন সাজে
চাঁদ উঠে আকাশ মাঝে
আল্লাহ তায়ালার কুদরাতে
জোৎসনা পাই প্রতি রাতে ॥

চললে আল্লাহর হুকুম মতো
জীবন হবে চাঁদের মতো,
চাঁদ থেকে শিক্ষা পাবো
সবার মন কেড়ে নেবো ॥

আল্লাহর হুকুম চাঁদের মতো
গড়বো জীবন আলোকিত
দুনিয়া হবে পুলকিত
আখিরাতে আনন্দিত ॥

তারিখ ঃ ১৩/০৮/২০০৮ ইং

৯৮. ঈদের খুশি

রমযান মাসের শেষে আসে
ঈদের দিনের খুশি ভাই,
রোজাদারের তনু মনে
ঈদের খুশির সীমা নাই ॥

ঈদের খুশি পেতে হলে
তাকওয়াবান হতে হবে,
রমযান মাসের রোযার শেষে
সুখ আসবে তোমার পানে ॥

ঈদ এসেছে খুশি নিয়ে
রোযাদারের মনের মাঝে,
মনের সুখে খুশি মনে
সাজে তারা নতুন সাজে ॥

আতর গোলাপ মেখে তারা
ঈদগা হতে যায়,
ঈদের নামায পড়বে এবার
আল্লাহর মহিমায় ॥

ঈদের দিনে খোলা মনে
কতো মজা পায়,
সব বিভেদ ভুলে গিয়ে
আপন হয়ে যায় ॥

যতই থাকুক হিংসা বিদ্বেষ
মনের মাঝে ভাই,
ঈদের দিনে সবাই আবার
নতুন হয়ে যাই ॥

আমীর খুশি ফকীর খুশি
খুশি সবার মনে,
এ নিয়ামত আছে শুধু
আল্লাহ পাকের বিধানে ॥

রোযা থেকে শিক্ষা নেবো
দ্বীনের হুকুম মানতে,
ঈদের দিনে খুশি হবো
মহান আল্লাহর রহমতে ॥

তারিখ ঃ ০২/১০/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

৯৯. ঈদ মানে

ঈদ মানে প্রাণ খুলে
মহান আল্লাহর শোকর করা,
ঈদ মানে মনে প্রাণে
আল্লাহর ভয় ভালোবাসা ॥

ঈদ মানে মজা করা
পালন করে রোযা,
ঈদ মানে আরাম করা
পেয়ে আল্লাহর দয়া ॥

ঈদ মানে খুশি হওয়া
অর্জন করে ক্ষমা,
ঈদ মানে সুখি হওয়া
হয়ে নাজাতওয়ালা ॥

ঈদ মানে আনন্দ পাওয়া
হাসিল করে তাকওয়া,
ঈদ মানে তৃপ্তি পাওয়া
পেয়ে তাকওয়ার মেওয়া ॥

তারিখ ঃ ০৩/১০/২০০৮ ইং

১০০. অতিথি নামাযী

যেমন - শীত কালে আসে
অতিথি পাখি দেশে,
শৈত্য প্রবাহ থেকে
মুক্ত রাখতে নিজেকে;
তেমন - রমযান মাসে আসে
অতিথি নামাযী বেশে,
বেনামাযীর অপমান থেকে
রক্ষা করতে আপনাকে ॥

যেমন - শীতের সময় আসে
সাইবেরিয়োর পাখি দেশে,
ঠান্ডা থেকে বাঁচতে
একটু উষ্ণতা পেতে;
তেমন - রোযার সময় আসে
মাসজিদে নামাযী সেজে,
বদনামী ঢাকা দিতে
কিছুটা সাওয়াব নিতে ॥

যেমন - গ্রীষ্মকাল এলে
অতিথিরা যায় চলে,
আপন গৃহ কোণে
সুদূর সাইবেরিয়ার পানে;
তেমন - রমযান শেষ হলে
অতিথিরা যায় চলে,
আপন কর্ম স্থলে
মাসজিদে না মিলে ॥

যেমন - সাইবেরিয়ার পাখির জ্বালায়
দেশের পাখিরা জ্বলে,
তারা দখল করে
দেশী পাখির জাগারে;
তেমন - অতিথি নামাযীর জ্বালায়
নিয়মিত নামাযীরা জ্বলে,
অহেতুক ক্ষতি করে
নিয়মিত নামাযীর নামাযে ॥

অতিথি নামাযী তুমি
হও এবার রেগুলার,
খুশি হবে নিয়মিতরা
হবে জান্নাতের ভাগিদার;
রমযানের সিয়াম সাধনায়
হও তুমি মুত্তাকী,
আল্লাহর হুকুম পালনকারী
হবে সে জান্নাতী ॥

তারিখ ঃ ০৬/১০/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

১০১. ছেলে মেয়েরা

আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা
কুরআন শিখতে যাই,
কুরআন শিখে গড়ব মোরা
আপন জীবনটাই।

ছোট্ট বেলায় কুরআন পড়তে
কতই না মধুর,
সে কুরআন মেনে চললে
জীবন হবে সুন্দর।

ছোট্ট শিশু তাইতো যায়
কুরআন হাতে মাদরাসায়,
কুরআন শিখে গড়বে সে
দেশকে শান্তি ধারায়।

কুরআন হলো প্রিয় বই
শান্তি কায়েমের
তাইতো তারা কুরআন ছাড়া
অন্য কিছু ধরে নাই।

তারিখ ঃ ১৭/০৩/২০০৮ ইং

১০২. একটি ছেলে

এক যে ছিল ছেলে
কাটতো দিন তার খেলে,
একদিন সে জ্বরে
রইলো ঘরে শুয়ে।

মনে মনে ভাবে
হাজার প্রশ্ন জাগে,
জ্বর আসে কোত্থেকে
ভালো হওয়া কার হাতে?

মানুষের রোগে শোকে
আল্লাহ থাকেন পাশে,
সকল বালা যায় সেরে
আল্লাহ তায়ালার হুকুমে।

মানব দানব সকলে
আল্লাহর কাছ থেকে,
রুজি রোজগার পেয়ে
থাকে পরম সুখে।

তারিখ ঃ ১৮/০৩/২০০৮ ইং

১০৩. একটি মেয়ে

ছোট্ট একটি মেয়ে
হেসে আর খেলে,
দিন কেটে দিয়ে
রাতে স্বপ্ন দেখে।

আল্লাহ মোদের প্রভু
রাসূল মোদের হিরু,
সারাজীবন তাঁদের
ভুলব না তাই কভু।

আল্লাহ দিলেন জীবন বিধান
রাসূল হলেন কান্ডারী,
আমরা সবাই মানব তাঁদের
হৃদয় মন ভরি।

দুনিয়া হবে শান্তি সুখের
হবে না কোন ক্লান্তি,
বেহেশতে পাবে আরাম আয়াশ
জাহান্নাম থেকে মুক্তি।

তারিখ ঃ ১৮/০৩/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

১০৪. আসল পথ দেখালে

এক যে ছিল ছেলে
নাম যে তার পেলে,
সময় কাটে খেলে
বন্ধু প্রিয়ের দলে।

একদিন হারিয়ে গেল বলে
পায় না কোন কালে,
মা বাপের মন গলে
চোখের পানি দেয় ফেলে।

অনেক খোঁজ করলে
মাসজিদে তারে মেলে,
কেন সেখানে গেলে
শান্তি পেতে বলে।

কেমন শান্তি পেলে
পরম সুখের বলে,
আমরাও যাবো তাহলে
আসল পথ দেখালে।

দ্বীনের পথে চললে
ভালোবাসা মেলে,
নামাযী কালামী হলে
ওঠে রহমতের কোলে।

তারিখ ঃ ০২/০৬/২০০৮ ইং

১০৫. বিপদে আল্লাহর দরবারে ধরণা

ঝড় তুফান এলে জোরে
আযান দাও জোরে শোরে,
দোয়া করো আল্লাহর কাছে
রহমত পাবে তাঁর কাছে।

বিপদ এল হঠাৎ করে
ধৈর্য্য ধর ভাল করে,
রহমত চাও আল্লাহর কাছে
পাবে তাঁকে তোমার কাছে।

রোগে শোকে দুঃখে দুর্দিনে
তাসবীহ পড় আল্লাহর শানে,
শান্তি পাবে তাঁর স্মরণে
মুক্তি পাবে তাঁর কারণে।

সিডর নার্গিস রেশমি সুনামি
আমরা হবো মুক্তিকামি,
তোমারা হও শান্তিকামি
সবাই হয় কল্যাণকামি।
আর নয় বদকামি।

তারিখ ঃ ২১/০৫/২০০৮ ইং

১০৬. বৃষ্টি

বৃষ্টি এলো রহমত নিয়ে
শোকর কর মন দিয়ে,
পাবে রহমত বেশী করে
মহান আল্লাহর তরফ থেকে।

বৃষ্টি এলে যমীনে
ফসল ফলে বহুগুণে,
সবাই খায় আরামে
সেরে যায় ব্যারামে।

বৃষ্টি নামে আসমান থেকে
পাঠান আল্লাহ নিজ থেকে
সৃষ্টির সবে তাঁর থেকে
উপকার পেয়ে ডাকে তাঁকে।

বৃষ্টি পানি যত কিছু
দেন আল্লাহ সব কিছু,
মানুষ পেয়ে এ সব কিছু
করে আল্লাহকে মাথা নিছু।

বৃষ্টির দিনে মোদের দেশে
বাদাম খায় ঘরে বসে
গল্প করে চাঁদের দেশে
আল্লাহর কুদরত দেশে দেশে।

তারিখ ঃ ২১/০৫/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

১০৭. মেঘ থেকে বৃষ্টি নামে

মেঘ থেকে বৃষ্টি নামে
মহান আল্লাহর রহমত নিয়ে,
সবুজ শ্যামল সুন্দর হয়
মানব হৃদয় কেড়ে নিয়ে ॥

তৃণলতা বৃক্ষরাজি
আরো সকল উদ্ভিদরাজি,
ফুলে ফলে সুশোভিত হয়
সকল সুন্দর হারিয়ে ॥

ফসল ফলে মাঠে ঘাটে
কৃষক চাষীর জমিতে,
মন জুড়ায় প্রাণ ফুরায়
তনু মনের খুশিতে ॥

খেয়ে সবাই শোকর করে
মহান আল্লাহর শানে,
শোকর করলে আল্লাহ তায়ালা
রিযিক বাড়ান বহুগুণে ॥

পশু প্রাণী পাখ পাখালী
সারা জাহানের তামাম সৃষ্টি,
মানব দানব প্রাণ খুলী
মাথা নোয়ায় খাঁটি ॥

তারিখ ঃ ০৮/০৮/২০০৮ ইং

১০৮. মানব মনে খুশি

মেঘের ফাঁকে রোদ পড়েছে
মানব মনে খুশি,
অনেক দিনের বৃষ্টি ভেজা
শুকাবে যতো বেশী ॥

সবার মনে খুশি আজ
করবে অনেক কাজ,
কতো কাজ যে জমে আছে
শেষ হবে কি আজ ??

করবে তারা সুযোগ বুঝে
নানা রকম কাজ,
হবে তারা নতুন সাজে
যেমন সাজে রাজ ॥

প্রাণ খুলে করবে তারা
আল্লাহ তায়ালার শোকরিয়া
করবে না আর নাফরমানী
করবে শুধু বন্দেগী ॥

দুঃখের সময় ধরলে সবর
আল্লাহ দেবেন সুখ
আল্লাহর রহম পাবে তারা
যাবে দুঃখ আর দুঃখ ॥

তারিখ ঃ ০৭/০৬/২০০৮ ইং

১০৯. একটু হাসি কতো বেশী

একটু হাসি কতো বেশী
হৃদয় মন দখলকারী
কতো বেশী প্রভাবকারী
তনু মন জয়কারী ॥

যে হাসিতে আছে শুধু
ভালোবাসার চাহনী
সে হাসিটা তাহার জন্যে
দেহমনে আছরকারী ॥

যে হাসিতে আছে শুধু
দ্বীন ইসলামের মহান চাপ
সে হাসিটা কতই মধুর
প্রভাব তার বহু দূর ॥

যে হাসিতে আছে শুধু
দ্বীনের পথে টানার সুর
সে হাসিতে আছ নূর
আলো তাতে ভরপুর ॥

যে হাসিতে আছ শুধু
মানবতার মহান সুর
সে হাসিতে আছে মংগল
চেহারা তাতে সমুজ্জল ॥

তারিখ ঃ ১৪/০৯/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

১১০. কুরআন শিখতে যাই

তাই তাই তাই
কুরআন শিখতে যাই।
কুরআন হলো আল্লাহর কালাম
ভুলত্রুটি নাই।
কুরআন হলো জ্ঞানের ভান্ডার
সকল জ্ঞানের উৎস তাই।
কুরআন হলো শান্তির আধার
চললে কুরআনের শাসন ভাই।

তারিখ ঃ ২৯/০৩/২০০৮ ইং

১১১. জান্নাতে সে যাবে

সব কিছু জোড়া জোড়া
সৃষ্টি করেন আল্লাহ তায়ালা
সৃষ্টি হলো মানুষ
পেল সে হুঁশ।
সে হুঁশ দিয়ে
আল্লাহর পথে চলে
জান্নাতে সে যাবে
চিরদিন রবে।

তারিখ ঃ ২৯/০৩/২০০৮ ইং

১১২. সবাই এবার তার ভক্ত

অদ্ভুত রকম সে সাজে
বদনাম তার সব কাজে
মন দেয়না কোন কাজে
আড্ডা দেয় তাই বাজে।

শাসন করে মা বাপে
দৌড়ায় সে এক লাফে
আশ্রয় পায় না ঘরে
হয় তাই ভবঘুরে।

একদিন সে ফিরে আসে
সবাই তাকে ভালবেসে
আপন করে নিয়ে বসে
আর হয়না সে বদমাশে।

উঠে রোজ সকালে
পড়তে বসে টেবিলে
নামায পড়ে সে পাঁচ ওয়াক্ত
সবাই এবার তার ভক্ত।

তারিখ ঃ ০৪/০৪/২০০৮ ইং

১১৩. হুঁশ হয় তার এবারে

মা বাপের আদুরে
ডাকে শুধু দাদুরে।
উঠে না খুব ভোরে
আযান শুনে খুব জোরে
শুধু শুধু আলসে করে
নামায কালাম সব ছাড়ে।
বিপদ এলে মাথার উপরে
হুঁশ হয় তার এবারে।
কুরআন পড়ে বারে বারে
নামায পড়ে ঘরে বাইরে।

তারিখ ঃ ০৪/০৪/২০০৮ ইং

১১৪. যাবো মামার বাড়ী

আসসালামু আলাইকুম
ওয়া আলাইকুমুস সালাম।
আসুন তাড়াতাড়ি
যাবো মামাবাড়ি।
খাবো চিড়ামুড়ি
নেবো টাকাকড়ি।
করবো গড়াগড়ি
আসবো হুড়াহুড়ি।

তারিখ ঃ ০৪/০৪/২০০৮ ইং

১১৫. সবাই একই বাড়িতে

ওরে আমার নানার বাড়ি
সেটা আমার মামার বাড়ি।
আমার মায়ের বাপের বাড়ি
আমার বাপের শ্বশুর বাড়ি
গিয়ে দেখি সবই একই বাড়ি॥

আল্লাহ তায়ালার কি মেহেরবানী
বান্দাহর প্রতি করেন তিনি।
নবীর নিয়ম যদি জানি
পরিবার প্রথা আমরা মানি।
কী অপরূপ আদর্শ দ্বীনি !

তারিখ ঃ ২২/০৫/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

১১৬. ছড়ায় ছড়ায়

ছড়ায় ছড়ায় ইসলাম
জানায় তোমায় সালাম,
ছড়ায় ছড়ায় বাংলাদেশ
পড়তে শুনতে বেশ বেশ।

আরবী ভাষার বর্ণমালায়
পড়বো আমি মাদরাসায়,
বাংলা ভাষার বর্ণমালায়
পড়বো আমি পাঠশালায়।

কুরআন হলো আরবী ভাষায়
পড়বো আমি ভালোবাসায়,
বাংলা হলো মাতৃভাষা
কতো সুন্দর মায়ের ভাষা।

নবীর ভাষা আরবী
কেমনে পড়বো ভাবি,
মায়ের ভাষা বাংলা
পড়তে পারি একলা।

তারিখ ঃ ০৯/১০/২০০৮ ইং

১১৭. বৃষ্টি এলো জোরে শোরে

বৃষ্টি এলো জোরে শোরে
অযু করবো কেমন করে?
বৃষ্টি গেলে তার পরে
অযু করবো গিয়ে পুকুরে।

আযান হচ্ছে জোরে শোরে
বৃষ্টি এলো আরো জোরে,
মসজিদে যাবো কেমন করে?
মসজিদে যাবো ছাতা ধরে।

ঝড় তুফান এলে জোরে
আযান দাও জোরে শোরে,
গযব যাবে বহু দূরে
রহমত আসবে এর পরে।

বৃষ্টি নামে আসমান থেকে
আল্লাহ তায়ালা পাঠান বলে,
রহমত পাবে আকাশ থেকে
মহান আল্লাহ খুশি হলে।

বৃষ্টি পরে ফোঁটা ফোঁটা
পানি ভরতে নাও কোটা,
বৃষ্টির পানি পিলে পরে
হবে তুমি কতো মোটা।

তারিখ ঃ ০৭/১০/২০০৮ ইং

১১৮. ও নাতীন যাইও না যাইও না

ও নাতীন যাইও না যাইও না
কলা বাগানে,
সেখানে তো বসে আছে
বখাটে পোলা পানে ॥

যারা গেছে সেখানে
ফিরেনি আর কোন সনে,
যাও যদি সেখানে
ফিরবে না আর কোন সনে ॥

আল্লাহ তায়ালার কুরআনে
বলা আছে কী কারনে?
আযাব আসে কোন খানে?
বাঁচতে হবে সবখানে ॥

ঈমান আনো পাক কুরআনে
থাকো তুমি নবীর সনে,
শান্তি পাবে এখানে
মুক্তি পাবে সেখানে ॥

তারিখ ঃ ০৮/১০/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

১১৯. ও মুসলমান

আল্লাহ তায়ালার পথ ভুলে
ইয়াহুদী নাসারার পথ ধরে,
এ সব তোমরা করছো কী?
ও মুসলমান! হে মুসলমান!!

আখেরী নবীর পথ ফেলে
নাস্তিক মুরতাদের পথ ধরে,
ধরছো তোমরা শয়তানেরে
শান্তি পাবে না কবরে ॥

কুরআন হাদীসের বিধান ছেড়ে
বাম সেকুলারের পথ ধরে,
মানছো তোমরা জ্ঞান পাপীরে
মুক্তি পাবে না আখেরে ॥

দ্বীন ইসলামের ঝান্ডা ছেড়ে
ভন্ড গোমরাহদের পথ ধরে
ঈমান আমল শেষ করে
পার পাবে না শেষ বারে ॥

ফিরে এসো আল্লাহর পথে
থাকো এবার নবীর সনে,
ঝাঁপিয়ে পড়ো দ্বীনের পথে
শান্তি পাবে দোজাহানে ॥

তারিখ ঃ ২৮/১০/২০০৮ ইং

১২০. মহান ফরমান

বহু দিন থেকে আমার প্রতি তোমার আবেদন
কেনো করি আমি সারা দিন ইসলামী সংগঠন?
অনেক দিন হতে আমার প্রতি তোমার নিবেদন
কেনো করি আমি দিন ভর ইসলামী আন্দোলন?

এ প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দিইনি আমি বহুক্ষণ
এ জিজ্ঞাসার পুরোপুরি জবাব দিইনি আমি অনেক্ষণ?
বহু দিন এড়িয়ে গেছি দেখিয়ে সহাস্য বদন
অনেক দিন চলে গেছি করে না দেখার ভান।

তুমি বুঝে নিয়েছ নিশ্চয়ই আমার উত্তর জ্ঞান
কী বুঝাতে চেয়েছি তোমায় দিয়ে পরোক্ষ জ্ঞান,
কখনও উত্তর না দেয়াটাই সঠিক উত্তর দান
এ বুঝ আমাদের নাও থাকতে পারে সমান।

ইসলামী সংগঠন করি করতে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন
আল্লাহকে রাযী খুশী রাখতে করি ইসলামী আন্দোলন,
ইসলাম ছাড়া আর নেই কোন জীবন দর্শন
ইসলামেই রয়েছে মানবতার সুখ শান্তি ও কল্যাণ।

জবাব শুনে খুশী হওয়াতে আমিও সুখী এখন
আল্লাহ করেন তোমার আমার মাঝে মনের মিলন,
তুমি এগিয়ে এলে অধ্যায়ন করতে হাদীস কুরআন
মাথা পেতে নিলে আল্লাহ রাসূলের মহান ফরমান।

তারিখ ঃ ২৮/১০/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

১২১. ডিম খাবে?

ডিম খাবে?
খাবো।
ডিম কেমন?
সাদা।
সাদা কেমন?
বকের মতো।
বক কেমন?
কাঁচির মতো।
কাঁচি কেমন?
বাঁকা।
বাঁকা কেমন?
বটির মতো।
বটি কেমন?
লোহার মতো।
লোহা কেমন?
ভারি ভারি।
কেমন ভারি ভারি?
যেমন লোহার বারি।
কেমন লোহার বারি?
যেমন খায় জাহান্নামী।
কেমন জাহান্নাম?
আগুনে পূর্ণ।
কেমন আগুন?
যেমন কাম?
কেমন কাম?
যেমন বদকাম।
কেন বদকাম?
করতে বাড়ি গাড়ি।
হায়
আল্লাহ!
ভাগলাম আমি
তাড়াতাড়ি।

তারিখ ঃ ০৪/০৪/২০০৮ ইং

১২২. টাকা নেবে?

টাকা নেবে?
নেব টাকা।
কয় টাকা?
একশ টাকা।
কেমন একশ?
যেমন তালব্বশ্য।
কেমন তালব্বশ্য?
যেমন মুর্ধন্যশ্য।
কেমন মুর্ধন্যশ্য?
যেমন পেট কাটা।
কেমন পেট কাটা?
যেমন কোনাকুনি।
কেমন কোনাকুনি?
যেমন শ্বশুর বাড়ি?
কেমন শ্বমুর বাড়ি?
যেমন রসের হাড়ি।
কেমন রসের হাড়ি?
যেমন বানায় কুমারী।
কেমন বানায় কুমারী?
যেমন পায় অর্ডার।
কেমন পায় অর্ডার?
যেমন দেয় মিলিটারী।
কেমন মিলিটারীরা?
যেমন বদমেজাজী।
কেমন বদমেজাজী?
যেমন দোযখের দারোগা।
কেমন দারোগা?
যেমন বধির।
কেমন বধির?
যেমন কান বিহীন।
ও
আল্লাহ!
আর থাকব না
ঈমান বিহীন।

তারিখ ঃ ০৪/০৪/২০০৮ ইং

১২৩. মরিচ খাবে?

মরিচ খাবে?
খাবো।
কেমন মরিচ?
ঝাল মরিচ।
কেমন ঝাল?
মনের ঝাল।
কেমন মন?
৪০ সেরে।
কেমন চল্লিশ?
যেমন পুলিশ।
কেমন পুলিশ?
যেমন দাংগা।
কেমন দাংগা?
যেমন চাংগা।
কেমন চাংগা?
যেমন রাংগা।
কেমন রাংগা?
যেমন মংগা।
কেমন মংগা?
যেমন ক্ষুধা।
কেমন ক্ষুধা?
যেমন পেটের।
কেমন পেট?
যেমন মোটা।
কেমন মোটা?
যেমন ঘুষখোর।
কেমন ঘুষখোর?
যেমন হারামখোর।
আল্লাহ! তুমি
বাঁচাও মোর।

তারিখ ঃ ০১/১১/২০০৮ ইং

(শিশুদের ঈমান-আমলের প্রতি আকৃষ্ট করতে ও দূর্নীতি-হারামের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রচিত চুটকি।)

www.pathagar.com

১২৪. চাঁদ পায় না সূর্যের নাগাল

চাঁদ পায় না সূর্যের নাগাল
সূর্য পায় না চাঁদের নাগাল
রাত পায় না দিনের নাগাল
দিন পায় না রাতের নাগাল ॥

মুমিন পাবে জান্নাতের নাগাল
জান্নাত পাবে মুমিনের নাগাল
কাফির পাবে জাহান্নামের নাগাল
জাহান্নাম পাবে কাফিরের নাগাল ॥

আল্লাহ তায়ালার আমোঘ বিধান
হেরফের হয় না জানো ইনসান
নাযিল করেন আল্লাহ কুরআন
নাজাত দিতে জিন ইনসান ॥

মেনে চলো আল্লাহর কালাম
গুরুত্ব দাও দ্বীনের কাম
আল্লাহ করবেন তোমার সুনাম
বেহেশত দেবে তোমায় সালাম ॥

করো তোমরা আল্লাহর কাম
জান্নাত পাবে করবে আরাম
খারাপ হবে যাদের কাম
পুড়বে তারা আগুনে জাহান্নাম ॥

তারিখ ঃ ০২/১১/২০০৮ ইং

১২৫. কতো আয়াশ কতো বিলাশ

কতো আয়াশ কতো বিলাশ
রাখছো আল্লাহ জান্নাতে,
সকল সুযোগ সকল সুবিধা
প্রস্তুত আছে তাতে ॥

হীরা জহরত মণি মুক্তা
আছে সব জান্নাতে,
সুখ শান্তি মজা তৃপ্তি
তাও আছে তাতে ॥

হুর ও গেলমান সকল আরাম
আছে সব জান্নাতের কাছে,
দুধ মধু সুপেয় নহর
তাও জারী তার নীচে ॥

ফুলে ফুলে সুঘ্রানে
সুরভিত বিমোহিত,
ফলে ফলে সুখাদ্যে
সুসজ্জিত সুশোভিত ॥

তাই তো তোমরা আনো ঈমান
সেই জান্নাতের লোভে,
তাই তো তোমরা করো জিহাদ
সেই নিয়ামাতের লালসে ॥

তারিখ ঃ ২৯/১০/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

১২৬. তোমার সৃষ্টি কিসের জন্যে?

তোমার সৃষ্টি কিসের জন্যে?
প্রস্তুত কি তুমি তাহার জন্যে?
তোমার সৃষ্টি দ্বীনে জন্যে
প্রস্তুত হও তুমি তাহার জন্যে।

তামাম সৃষ্টি তোমার জন্যে
মদদ করতে তোমায় দ্বীনের জন্যে,
দ্বীনে শান্তি সবার জন্যে
কায়েম হলে দ্বীন মানুষের জন্যে।

দাওয়াত দাও দ্বীনের জন্যে
জামায়াত করো দ্বীন কায়েরে জন্যে,
জিহাদ করো দ্বীনের জন্যে
জীবন মিশন দ্বীন কায়েমের জন্যে।

দ্বীন কায়েম করার জন্যে
জান মাল ব্যয় দ্বীনের জন্যে,
সময় সুযোগ দ্বীনের জন্যে
ব্যয় করতে হবে জান্নাতের জন্যে।

ও মানুষ আছে কি তোমার হুঁশ?
কি কারণে হলে তুমি এতো বেহুঁশ?
দ্বীনের পথে না থাকলে হবে নাখোশ
দ্বীন কায়েমের আন্দোলনেই আছে শুধু খোশ।

তারিখ ঃ ২৩/০৯/২০০৮ ইং

১২৭. তোমার আমার পাক ঠিকানা

তোমার আমার পাক ঠিকানা
কী মনোরম বেহেশতখানা,
আল্লাহ রাসূল হলে মানা
যাবো মোরা বেহশতখানা ॥

তোমার আমার মূল ঠিকানা
নিয়ামাতে ভরা বেহেশতখানা,
কুরআন হাদীস হলে মানা
থাকবো মোরা বেহেশতখানা ॥

তোমার আমার শেষ ঠিকানা
আল্লাহর সন্তোষে বেহেশতখানা,
দ্বীন ইসলাম হলে মানা
স্থায়ী হবো বেহেশতখানা ॥

তোমার আমার আসল ঠিকানা
শান্তি সুখের বেহেশতখানা,
ঈমান জিহাদ হলে মানা
ফেরদাউস পাবো বেহেশতখানা।

তারিখ ঃ ০৩/১১/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

(১০) বাংলাদেশী চেতনা বিকাশে

১২৮. বাংলাদেশের মানুষ মাটি

বাংলাদেশের মানুষ মাটি
খাঁটি সোনার চাইতেও খাঁটি,
তাই তো মোরা ভালোবাসি
সকাল সন্ধ্যা দিবা নিশি॥

বাংলাদেশের স্বাধীনতা
মানিনা মোরা পরাধীনতা,
রাখবো মোরা মান সম্মান
কুরবানী দিয়ে ধন প্রাণ॥

বাংলাদেশের ভিত্তি হলো
ইসলামের মহান আদর্শ,
তাই তো রাখবো চিরদিন
দ্বীন ইসলামের পাতাকা উড্ডীন॥

ইসলামী আদর্শ করলে কায়িম
মযবুত হবে দেশের সার্বভৌম,
কল্যাণ পাবে সরকার থেকে
পাবে রহমত আসমান থেকে॥

বাংলাদেশের আরেক ভিত্তি
সাত চল্লিশের পাক সীমানা,
ব্যয় করে সকল শক্তি
স্বাধীন রাখবো এই নিশানা॥

বাংলাদেশের স্বাধীন সীমানা
রাখতে কায়িম কিয়ামত তক,
সকল বিভেদ সকল হিংসা
ত্যাগ করে হও এক॥

ইসলামী আদর্শে হয়ে মুসলিম
সাত চল্লিশের সীমানা রেখে কায়িম,
করবো মোরা সদা উন্নতি
পাবো তবে শান্তি মুক্তি॥

আল্লাহ তোমার দরবারে করি মুনাজাত
আযাব গযব থেকে দাও নাজাত,
রেখো মোদের স্বাধীন চিরদিন
দাও ইসলামের বরকতের সুদিন॥

তারিখ ঃ ১৮/০৬/২০০৮ ইং

১২৯. ঈমানের দাবী

ঈমানের দাবী করতে পূরণ
তৈরী হলো জামায়াত
দ্বীন কায়েমের জিহাদ করলে
পাওয়া যায় জান্নাত ॥

নিজের সম্পদ দলকে দিয়ে
করেন তাঁরা জামায়াত
শান্তি পেতে এ দুনিয়ায়
মুক্তি পেতে আখিরাত ॥

সৎ যোগ্য নেতা তৈরী
করলো অনেক জামায়াত
দুর্নীতি আর দুঃশাসন থেকে
থাকেন তাঁরা দূরে বহুত ॥

আখিরাতের প্রতি তাঁদের ঈমান
আছে অনেক মযবুত
তাইতো হলেন নিজামী মজাহিদ
সবার সেরা যোগ্য সৎ ॥

হুমকি ধমকি আর রক্ত চক্ষু
ভয় করে না জামায়াত
দ্বীনের পথে থাকেন তাঁরা
নির্ভিক অটল মযবুত ॥

তারিখ ঃ ২৮/০৫/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

১৩০. জনগণের আসল নেতা যিনি

জনগণের আসল নেতা যিনি
সৎ যোগ্য নেতা যিনি
মতিউর রাহমান নিজামী তিনি।
আল্লাহ রাসূলের হুকুম পালনে
সবার চেয়ে অগ্রগামী যিনি
মতিউর রহমান নিজামী তিনি ॥

ইসলামী আইন যোগ্য লোকের শাসন
আল্লাহর আইন সৎ লোকের শাসন
করতে কায়েম যিনি,
জীবন মরণ সঁপে দিলেন
আল্লাহ রাস্তায় যিনি
মতিউর রহমান নিজামী তিনি ॥

দেশের প্রতি ভালোবাসা
জনগণের প্রতি আশা আকাঙ্খা
যে নেতার সবার চেয়ে বেশী,
জনগণের ভালোবাসা পায়
যে নেতা সবার চেয়ে বেশী
মতিউর রহমান নিজামী তিনি ॥

ইসলামের কল্যাণে
ইসলামের হেফাযতে
নির্ভিক এক সাহসী
দেশের স্বাধীনতা সুরক্ষায়
অতন্দ্র এক প্রহরী
মতিউর রহমান নিজামী তিনি ॥

এখনও কম টাকায়!
এখনও স্ত্রীর টাকায়!
সংসার চলে যাঁর
কী করে করতে পারেন তিনি
অসততা আর দুর্নীতি?
মতিউর রহমান নিজামী তিনি ॥

ডাবল মন্ত্রণালয় চালান যিনি
সফলতার সাথে চালান যিনি
রেখে মনে আল্লাহ ভীতি,
তিনিই তো পারেন হতে আগামী
দেশ জাতির আসল প্রতিনিধি
মতিউর রহমান নিজামী তিনি ॥

তারিখ ঃ ২৯/০৫/২০০৮ ইং

১৩১. যে রাতে গেলো নিয়ে জেলেতে

যে রাতে গেলো নিয়ে জেলেতে
মতিউর রহমান নিজামীকে,
পারিনি সে রাতে মোটেও ঘুমোতে
মনের পেরেশানী থেকে ॥

কতো আবেগ কতো উচ্ছ্বাস
আছে শুধু তাকে ঘিরে,
দেশ ও দশের হাজার কথা
কেনো নিল বিনা বিচারে??

কতো চাওয়া কতো পাওয়া
আছে তাঁর চরিত্রের সুগন্ধে,
জনগণের মনে ব্যাথা
জেলে নিল বিনা অপরাধে ॥

অপরাধ শুধু একটিই তাঁর
কেনো করেননি এক টাকারও দূর্নীতি?
আরো বড় অপরাধ তাঁর
কেনো চলেন মেনে সুনীতি??

যদি চলতো দেশে সুনীতি
পেতেন তাঁরা সততার স্বীকৃতি,
প্রকাশ পেতো সকল সুকীর্তি
বিকাশ ঘটতো সততার রাজনীতি ॥

তারিখ ঃ ০৮/০৬/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

১৩২. আমীরে জামায়াত

আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
আল্লাহর দ্বীন ইসলাম কায়েমের বীর সেনানী,
দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী
দেশ জাতির কল্যানে কাজ করেন দিবানিশি ॥

দ্বীন ও মিল্লাতের মহা এক সম্পদ যিনি
তাওহীদী জনতার হৃদয় বাগের স্পন্দন তিনি,
জনগণের চিন্তা ও খেদমতে সদা পেরেশান যিনি
দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়তে চান তিনি ॥

জনগনের ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠায় যিনি
ছিলেন আজীবন আপোষহীন মহা এক সংগ্রামী,
গরীব অসহায় দুস্থ মানবতার পাশে যিনি
বাড়িয়ে দেন সাহায্যের হাত সর্বদা তিনি ॥

মুক্ত স্বাধীন নিজামীর চেয়ে বন্দী নিজামী
অনেক অনেক অনেক বেশী শক্তিশালী,
জনগণের হৃদয়ের গভীরে আছেন যিনি
ভক্তি শ্রদ্ধা ভালোবাসা আর পেরেশানী ॥

এক নিজামী আজ অন্যায়ভাবে বন্দী কারাগারে
লক্ষ নিজামী তৈরী হয়ে আছে বাংলার ঘরে ঘরে
দেশ ও জাতি বন্দী আজ দালালদের খপ্পরে
বিক্ষুব্ধ ঐক্যবদ্ধ তারা আজ মুক্তি পেতে ফিরে ॥

তারিখ ঃ ০৫/০৬/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

১৩৩. আমারর প্রাণ প্রিয় দেশটির উপর

আমার প্রাণ প্রিয় দেশটির উপর
পড়ছে সম্রাজ্যবাদীদের কুনজর,
আমার স্বাধীন মুসলিম বাংলাদশের
রচনা করতে চায় তারা কবর ॥

কুরে কুরে চায় খেতে তারা
বাংলাদেশের স্থায়ী মানচিত্রটা,
আরও চায় ধ্বংস করতে তারা
বাংলাদেশের ছাত্র যুবকের চরিত্রটা ॥

ওরা চায় করতে দেশ ও জাতির
সর্বক্ষেত্রে সর্বনাশ মহাক্ষতির,
ওদের টার্গেট ইসলাম ও স্বাধীনতা
চাপিয়ে দিতে চায় স্থায়ী পরাধীনতা ॥

ওরা দেশ জাতির বন্ধুবেশে দুশমন
ওরা আমাদের সকল ক্ষতির কারণ,
ওদের খপ্পর তেকে বাঁচাতে হবে
বরণ করে নিয়ে হলেও মরন ॥

দেশের সকল জনতা হও আবার এক
উপড়ে ফেলে দিতে বিষদাঁত করে এক এক,
বেরিয়ে পড়ো এগিয়ে চলো বলো আল্লাহ এক
পারবে না করতে পরাধীন কারণ আমরা সবাই এক ॥

তারিখ ঃ ২০/০৬/২০০৮ ইং

১৩৪. জান থাকতে মান থাকতে দেব না হতে পরাধীন এ মাটি

কতো চিন্তা কতো ফিকির করেছো তুমি দূর্নীতির
কতো চক্রান্ত কতো ষড়যন্ত্র করছো তুমি স্বৈরনীতির,
বিদেশীদের কর্মসূচী করছো বাস্তাবায়ন দেশ বিক্রির
এখনও তুমি নাওনি শিক্ষা থেকে সাবেক কোন রাষ্ট্রপতির ॥

সৎ যোগ্য আল্লাহভীরু নেতাদের করছো তুমি বন্দী
শাসনের নামে তোমার দুঃশাসনের জনগন তীব্র বিরোধী,
ভ্রষ্ট তুমি নষ্ট তুমি, তুমি ইসলাম ও দেশ বিরোধী
তাইতো দেশের জনগণ তোমার দালালীর ঘোরতর বিরোধী ॥

নামের সাথে দ্বীন থাকলে কি হয়রে সে মুমিন?
চিন্তা কর্মে মালউন নাম দিয়ে কি করে হয় মুসলিম?
কি করে করলে তুমি আলকুরআন বিরোধী নারী নীতি?
কোন সাহসে করলে তুমি দেশ বিরোধী যতো সব চুক্তি??

বাংলাদেশের মানচিত্রের উপর পড়ল বিদেশীদের কুনজর
কুড়ে কুড়ে খেয়ে করতে চায় স্বাধীন মুসলিম দেশের কবর,
তারা করতে চায় দখল আমাদের পানি পথ স্থল পথ আকাশ পথ
আরও চায় সমুদ্র-বন্দর-কয়লা-গ্যাস আর রেলপথ ॥

সব কিছুর পেছনে সাম্রাজ্যবাদীদের টার্গেট শুধু একটি
করতে কায়েম এ দেশেতে হিন্দু-ঈংগো-মার্কিন ঘাঁটি,
বীর মুজাহিদ অলী আল্লাহর রক্তে মিশে আছে এ মাটি
জান থাকতে মান থাকতে দেব না হতে পরাধীন এ মাটি ॥

তারিখ ঃ ১১/০৬/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

১৩৫. আমার বাবা আমার মনে দিয়েছিলেন আশা

আমার বাবা আমার মনে দিয়েছিলেন আশা
সে আশা কি করেছি পূরণ সুন্দর করিয়া??

চেয়েছিলেন তিনি আমায় মস্ত বড় আলিম হই
কায়েম করতে আল্লাহর বিধান ব্যক্তি সমাজ সর্বত্রই,
কতো আশা ভালোবাসা ছিল তাঁর জীবনে
সে আশা কি করেছি পূরণ সঠিক করিয়া??

চেয়ে ছিলেন তিনি আমায় আল্লাহর বড় সৈনিক হই
চালু করতে আল্লাহর যমীনে আইন কানুন তাঁরই,
কতো টাকা কতো পয়সা ব্যয় করেন মোর লাগিয়া
সে অর্থ কি হয়েছে সার্থক তাঁর সাধনা মাফিয়া??

চেয়েছিলেন তিনি আমায় সুনাগরিক দেশপ্রেমিক হই
রক্ষা করতে দেশের সীমানা স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বটাই,
কতো কলম কতো বই দিলেন কিনে তিনি আমায়
সে কলম কি ধরেছি আমি স্বাধীনতার পক্ষে হইয়া??

হায়রে আমার যতো চিন্তা ফিকির ইসলামকে ডুবাইতে
হায়রে আমার শতো কথা বাণী স্বাধীনতা হারাইতে,
হায়রে আমার সকল কর্মসূচী বিদেশীদের খুশি করিতে
হায়রে আমার তামাম সওদা দালালীপনা পাইতে!!

তারিখ ঃ ০৮/০৬/২০০৮ ইং

১৩৬. জন্ম তোর মুসলিম ঘরে!

জন্ম তোর মুসলিম ঘরে!
কর্ম তোর হিন্দুর তরে!
এই বুঝি তোর মিশনরে!
নরকে গমন তোর ভাগ্যরে!

জাননি না তুই ইসলাম কী?
চিনলি না তুই মুসলিম কে?
বুঝলি না তুই কুরআনকে!
মানলি না তুই আল্লাহ রাসূলরে!

চিন্তাধারায় তুই নাস্তিকরে!
ধর্ম নিরপেক্ষ তুই, মুরতাদরে!
ষড়যন্ত্রের তুই ওস্তাদরে!
সত্য বলায় তুই জ্ঞান পাপীরে!

রাজনীতিতে তুই স্বৈরাচার!
কর্মজীবনে তুই চাটুকার!
সরকারে গেলে তুই মহাচোর!
জনগনের সম্পদে তুই হারামখোর!

এই হলো নেতাদের অবস্থা
রাখা যায় কি আর আস্থা?
কায়েম করো দেশের জনগণ
আল্লাহর আইন সৎ শাসন।

তারিখ ঃ ০৬/০৩/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

১৩৭. ও বুবুজান

ও বুবুজান ফিরে আসেন
দলবল নিয়ে,
শান্তি সুখের সঠিক সমাজ
করতে কায়েম দেশে ॥

আপনার চিন্তা আপনার কর্ম
খুশি করে ভারতকে,
দেশবাসী করে ঘৃনা
আপনার এ দর্শনকে ॥

সন্ত্রাসীরা সন্ত্রাস করে
আপনার হাতের ইশারায়,
আপনার শাড়ির আঁচলে
তারা আবার প্রশ্রয় পায় ॥

আপনি তো বাপের চেয়েও
মস্ত বড় চ্যাম্পিয়ান,
তাইতো চায় দেশবাসী
আপনার থেকে পরিত্রান ॥

আপনার লোকের দাপটে
দেশবাসী হুঁশ হারায়,
আপনার দলের শাসন থেকে
জনগণ মুক্তি চায় ॥

আর কতকাল করবেন আপনি
হিন্দুস্তানের দালালী,
জনগনের তরে আসুন
ছেড়ে সকল ভন্ডামী ॥

তারিখ ঃ ২৮/০৫/২০০৮ ইং

১৩৮. কে বলে তুমি শরীফ?

কে বলে তুমি শরীফ?
খুলে দেখ কুরআন শরীফ,
কি করে তুমি শরীফ?
আল্লাহর সাথ করে শরীক!!

শরীফ তো সেই হয়
আল্লাহতে হয় যে মুমিন,
ঈমানবিহীন হয় না শরীফ
জানে কুল মুসলিমীন ॥

শরীফ মানে ভদ্র নম্র
আল্লাহ রাসূলের অনুগত,
দ্বীনের প্রতি করে ঘৃণা পেশ
কি করে হয় সে শরীফ??

নাম দিয়ে কি হয়রে শরীফ
কাম যদি হয় তার বিপরীত?
শরীফ হলো কুরআন শরীফ হাদীস শরীফ
আর হলো মক্কা শরীফ মদীনা শরীফ ॥

এর পরেও কি হয় কেউ শরীফ
না মেনে কুরআন হাদীস শরীফ?
সেই কেবল হতে পারে 'আহমদ শরীফ'
যে হয় অনুগত কুরআন হাদীস শরীফ ॥

তারিখ ঃ ২২/০৯/২০০৮ ইং

১৩৯. আমরা শিশু আমরা কিশোর

আমরা শিশু আমরা কিশোর
আমরা বোন আর ভাই,
বাংলাদেশের স্বাধীন সীমানা
আমার স্বাধীন রাখতে চাই॥

আমরা মুক্ত আমরা স্বাধীন
আমরা নবীন বন্ধু ভাই,
আমার দেশের পাক সীমানা
শত্রু মুক্ত রাখতে চাই॥

আমরা বীর আমরা সৈনিক
আমরা তাজা আমরা প্রাণ,
জীবন দিয়ে হলেও মোরা
রাখবো দেশের মান সম্মান॥

আমরা সবাই মিলে মিশে
গড়বো মোদের প্রিয় দেশটা,
সৎ যোগ্য প্রিয় নেতায়
ভরে যাবে পুরো সমাজটা॥

আমার দেশের মানুষ মাটি
খাঁটি সোনার চাইতেও খাঁটি
দেশ প্রেম স্বাধীনতার মূল কোয়ালিটি
ইসলামই স্বাধীনতার আসল গ্যারান্টি॥

তারিখ ঃ ২১/০৯/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

১৪০. পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে

পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে
দ্বীনের ঝান্ডা উঁচু করে,
দ্বীন কায়েমের বিজয় নিয়ে
দ্বীন ইসলামের বিজয় বেশে ॥

আল্লাহ তায়ালার দয়া পেয়ে
লক্ষ শহীদের বিনিময়ে,
জনগণের রায় নিয়ে
দ্বীনের সুরুজ হাসছে ॥

সাগর সাগর রক্ত পেরিয়ে
লক্ষ ভাইয়ের জখম নিয়ে,
ত্যাগের সীমা শেষ করে
ইসলামের সুরুজ ভাসছে ॥

কতো ভাউয়ের হাত যে গেছে
কতো ভাইয়ের পা কেটেছে,
কতো ভাই যে ঝলসে গেছে
সকল ত্যাগের বিনিময়ে সূর্য উঠেছে ॥

ইসলামের মহা বিজয়ে
মানবতার মহাকল্যাণে,
লুটে পড়ে রুকু সিজদায়
শোকর করতে মহান আল্লাহয় ॥

তারিখ ঃ ০৪/১০/২০০৮ ইং

১৪১. পশ্চিম আকাশে চাঁদ উঠেছে

পশ্চিম আকাশে চাঁদ উঠেছে
কুরআনের রাজ কায়েমের,
মহান আল্লাহর রাহমাত নিয়ে
ইসলামী রাষ্ট্রের বিজয়ের ॥

আজ রোল পড়েছে শোর উঠেছে
করতে কায়েম দ্বীন ইসলাম,
সকল আইন কানুন বাদ দিয়ে
কায়েম হবে কুরআন সুন্নাহর আহকাম ॥

শাহাদাতের সকল নজরানা পেরিয়ে
পংগু ভাইদের আহাজারি শুনে শুনে,
সকল ত্যাগ কুরবানী মাড়িয়ে
কায়েম হবে মানবতার মহাকল্যাণ ॥

মানবতা আজ মহাখুশী
ইসলামী রাষ্ট্র ব্যাপী,
ফুলে ফুলে সুশোভিত করছে
দ্বীনের পবিত্র ভূমি।

লাখো শোকর গেয়ে যায় তারা
মহান আল্লাহর রাহমাতের পানে,
সিজদায় সিজদায় পড়ে থাকে তারা
আল্লাহ তায়ালার নিয়ামাতের শানে ॥

তারিখ ঃ ০৪/১০/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

১৪২. রচনার আত্মা

আমি চাই দুনিয়ার সকল সাহিত্যের সাহিত্য রসকে
দ্বীনের জন্য নিবেদিত করতে,
আমি চাই বিশ্বের সকল কাব্যের কাব্য নির্যাসকে
ইসলামের জন্য কুরবান করতে।

যে সাহিত্যে মহান স্রষ্টার সন্ধান থাকে না
তা তো জাহিলিয়াতে পরিপূর্ণ এক ভরাডুবি
যেখানে থাকে না মনুষ্যত্বের সফলতা
সেখানে থাকে শুধু বর্বরতা ব্যর্থতা।

যে কাব্যে আল্লাহ তায়ালার পরিচয় মিলেনা
তা তো অন্ধকারাচ্ছন্ন সাহারা মরুভূমি
যেখানে নেই কোন মানবতার নিরাপত্তা
সেখানে আছে শুধু বল্গাহীন হিংস্রতা।

মহান স্রষ্টার নিশানা আছে যে সাহিত্যে
শান্তি খুঁজে পাওয়া যায় সে লেখনিতে,
শান্তি শান্তি আর শান্তিতে ভরপুর সুধা তাতে
পথ খুঁজে পায় পথ হারা মানুষ তাতে।

আল্লাহ তায়ালার বর্ণনা আছে যে কাব্যে
মুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় সে লিপিতে,
মুক্তি মুক্তি আর মুক্তিতে পরিপূর্ণ মধু তাতে
সত্য খুঁজে পায় সত্য হারা মানুষ তাতে।

তারিখ ঃ ২০/০৯/২০০৮ ইং

১৪৩. কবি লেখক সাহিত্যিক

কবি লেখক সাহিত্যিক ছড়াকার আর প্রবন্ধকার
আদর্শহীন সকল রচনা তো পূর্ণ অন্ধকার,
শিল্পী গায়ক সম্পাদক আলোচক আর আবৃত্তিকার
নীতিহীন সব উপস্থাপনা তো ব্যর্থ রূপকার।

আদর্শহীন লেখা রচনা নীতিহীন পরিবেশনা উপস্থাপনা
কখনও কল্যাণ আনেনা আনতে পারে না,
জাতিকে সমৃদ্ধ করে না করতে পারে না
ধ্বংস হয়ে যায় সকল ভাবনা পরিকল্পণা।

আজ বড় প্রয়োজন আদর্শিক লেখা রচনা
তার চেয়েও প্রয়োজন শালীন পরিবেশনা উপস্থাপনা,
থাকবে না কোন হীনমন্যতা আর বিড়ম্বনা
ফিরে পাবে হারানো ঐতিহ্য আর সম্মাননা।

কবে হবে পূরণ আদর্শ লেখকের খালিস্থান?
কবে হবে পূরণ নীতিবান পরিবেশকের শূন্যস্থান?
এগিয়ে এসো নবীন প্রবীন লেখক পরিবেশকগন
পূরণ করতে শান্তি সফলতার সকল আয়োজন।

যদি থাকে তোমার রচনাতে আল্লাহর স্থান
যদি থাকে তোমার পরিবেশনাতে রাসূলের স্থান,
দুনিয়া হবে শান্তি আর সুখের চিরন্তন বাসস্থান
আখের হবে মুক্তি আর স্বস্তির স্থান।

তারিখ ঃ ২৭/১০/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

১৪৪. ও শিল্পী ওহে গায়ক

ও শিল্পী ওহে গায়ক
ও পরিবেশক ওহে উপস্থাপক
ও শ্রোতা ওহে দর্শক
ও আয়োজক ওহে ব্যবস্থাপক!

তোমার গান তোমার টান
তোমার ছন্দ তোমার উচ্চারণ
তোমার হেলন তোমার দোলন
সব কিছুই যাদুর মতন!

তোমার দন্ত তোমার কণ্ঠ
তোমার হাস্য তোমার লাস্য
কেড়ে নেয় মন কোঠা
পাগল করে দর্শক শ্রোতা!

তোমার মনন তোমার বলন
তোমার কথন তোমার বরন
ব্যাকুল করে শ্রোতা মন
হারিয়ে ফেলে দর্শক প্রাণ!

তোমার সুর তোমার লহরী
তোমার দৃষ্টি তোমার চাহনী
বেহুঁশ করে তনু মন
উম্মাদ করে ভক্ত প্রাণ!

তোমার জীবন তোমার যৌবন
তোমার হাসি তোমার কান্না
তৃষ্ণা মিটায় শান্ত করে
ক্ষুধা মিটায় তৃপ্ত করে!

তোমার ভালোলাগা
তোমার ভালোবাসা
মন হয় হৃদয়হারা
চিত্ত হয় হৃদয়কাড়া!

তোমার সাদর পরিবেশনা
তোমার সুন্দর উপস্থাপনা
দোলা লাগে মনের দরজায়
প্রাণ পায় মনের কলিজায়!

ও শ্রোতা তোমার শ্রবণ
ওহে দর্শক তোমার দর্শন
তোমার উল্লাস, জয়গান
সব কিছুতে প্রাণ আহরণ!

আয়োজকের মনোরম আয়োজন
ব্যবস্থাপকের সুন্দর সম্পাদন
মনের মতো সাজানন
সবই তো দৃষ্টি নন্দন!

এ সব যদি ব্যয় করো -
দ্বীন ইসলামের আলোকে
দ্বীনকে ভালোবেসে
দ্বীনের প্রয়োজনে
দ্বীনের খাতিরে
দ্বিনেরই তরে;

এ সব যদি ক্ষয় করো -
কুরআন হাদীসের আলোকে
দ্বীনের পথে থাকতে
দ্বীনের পথে চলতে
দ্বীনের পথে আনতে
দ্বীনের পথে রাখতে;

তোমার জীবন হবে তখন -
জিহাদের পথে সারাক্ষণ
সাওয়াব পাবে প্রতিক্ষণ
জাহান্নাম হবে দূরীকরণ
জান্নাত পাবে চিরন্তন।

ও আপনাকে পেশওয়ালা -
পেশ করো সর্বক্ষণ
সৌন্দর্য্য করে বিতরণ
দ্বীনের তরে আমরণ
আল্লাহর পাবে আলিংগন।

তারিখ ঃ ২৭/১০/২০০৮ ইং

১৪৫. জাতীয় শ্লোগান

নারায়ে তাকবীর
আল্লাহু আকবার॥
আমার নেতা তোমার নেতা
বিশ্বনবী মুস্তাফা॥

সব সমস্যার সমাধান
দিতে পারে আল কুরআন।
আল কুরআনের আলো
ঘরে ঘরে জ্বালো।
আল হাদীসের আলো
ঘরে ঘরে জ্বালো।
অন্ন বস্ত্র বাসস্থান
ইসলাম দেবে সমাধান।
ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু
মানি না মানবো না।
বিপ্লব বিপ্লব ইসলামী বিপ্লব
এ শতাব্দীর বিপ্লব
ইসলামী বিপ্লব।

আল্লাহর আইন চাই
সৎ লোকের শাসন চাই।
সবার হাতে কাজ চাই
সবার মুখে ভাত চাই।
সন্ত্রাস মুক্ত রাজনীতি চাই
দুর্নীতি মুক্ত প্রশাসন চাই।
সব মতবাদ পায়ে দলে
এসো সবাই আল্লাহর দলে।
সব নেতাদের ছেড়ে দিয়ে
এসো সবাই রাসূলের পথে।
সব বিধান বাদ দিয়ে
এসো সবাই ইসলামী বিধানে।
সব দলকে বাদ দিয়ে
এসো সবাই ইসলামী দলে।

ইসলামের দুশমনেরা
হুশিয়ার সাবধান।
বাংলাদেশের দুশমনেরা
হুশিয়ার সাবধান।
ভারতের দালালোা
হুশিয়ার সাবধান।
রুশ, ভারত, মার্কিন
ফুরিয়ে গেছে তোদের দিন।

(সংকলিত)

তারিখ ঃ ০৮/০৩/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

১৪৬. জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ,
আল্লাহ তায়ালার রাহমাত বিশেষ
মহান আল্লাহর নিয়ামাত বিশেষ ॥

তাওহীদি ঈমানের পরিবেশ
রিসালাতী আকীদার পরিবেশ,
আখিরাতে জবাবদিহীর পরিবেশ
ইসলামী চেতনার পরিবেশ ॥

আল্লাহর আইন কায়েমের পরিবেশ
রাসূলের আদর্শ প্রতিষ্ঠার পরিবেশ,
খিলাফাতে রাশিদার অনুগামী পরিবেশ
সৎ লোকের শাসনের পরিবেশ ॥

আলকুরআনের শাসনের পরিবেশ
আলহাদীসের অনুসরণের পরিবেশ,
দ্বীন ইসলাম কায়েমের পরিবেশ
সাহাবায়ে কিরামের আদর্শ পরিবেশ ॥

দেশের মানোন্নয়নের পরিবেশ
জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের পরিবেশ,
সুখ শান্তি আরামের পরিবেশ
স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার পরিবেশ ॥

জানমাল ইজ্জত আব্রুর পরিবেশ
অন্ন বস্ত্র বাসস্থান প্রদানের পরিবেশ,
ইনসাফ সম্মান ভালোবাসার পরিবেশ
মৌলিক অধিকার প্রদানের পরিবেশ ॥

আদর্শ নেতা কর্মী তৈরীর পরিবেশ
আলোকিত মানুষ তৈরীর পরিবেশ,
সুনাগরিক তৈরীর পরিবেশ
সুশাসন কায়েমের পরিবেশ ॥

তারিখ ঃ ০৫/১০/২০০৮ ইং
(নাম পরিবর্তনের পূর্বে লেখা)

১৪৭. বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
দ্বীন কায়েমের মহাবীর
দ্বীনের পথে সুনিবিড়
দেশের জন্যে রণবীর॥
লক্ষ্য যাদের কোটি কর্মীর
তৈরী করতে দ্বীনের নীড়
দ্বীনের কাজে সদা হাযির
আল্লাহর সন্তোষ পেতে অধির॥
দ্বীনের তরে করছে শিবির
দাওয়াত দিচ্ছে থেকেও জাগির
আছে তাদের কতো ফিকির
দ্বীনের জন্যে করতে কর্মীর॥
সংগঠন করে দ্বীনের খাতির
ভয় করে না কোন লাঠির
দ্বীনের জন্যে কতো কর্মীর
ত্যাগ আছে সমান হাতীর॥
শিক্ষা বৈঠক শিক্ষা শিবির
আরো শত কর্মসূচীর
টার্গেট শুধু একটি স্থির
কর্মী সাথী সদস্য তৈরীর॥
দ্বীন কায়েম করবে শিবির
ত্যাগ করে সকল শক্তির
দেশ গড়বে ছাত্র শিবির
সম্মান পাবে আমীর ফকীর।
ইসলামের ঝান্ডা নিয়ে শিবির
ইনসাফ করবে ন্যায় কাযীর
দেশের জন্যে লড়বে শিবির
স্বাধীন রাখবে দেশের মাটির॥
তারা হবে বড় পীর
দ্বীন ইসলামের হুকুম জারীর
অধিকার প্রতিষ্ঠায় নর নারীর
কৃষক শ্রমীক দেশবাসীর॥
গড়বে সমাজ হাসি খুশির
থাকবে না ভেদ দুশমনির
সকল মানুষ দালান কুঠির
পাবে নাগাল সুখ শান্তির॥
করো তোমরা ছাত্র শিবির
মেনে চলতে নূর নবীর
দ্বীনের জন্যে হতে বীর
অলংকার তোমরা মুসলিম জাতির ॥

তারিখ ঃ ০১/১১/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

১৪৮. হাতে তাসবীহ মাথায় পট্টি

হাজ্জ করে হাতে তাসবীহ মাথায় দিলে পট্টি
হয়ে যায় না সে আসল মুমিন মুসলিম;
যতক্ষণ না সেকুলার মত পথকে করে অস্বীকার
মেনে না নেয় ইসলামকে হিসেবে জীবন বিধান।

মূলতঃ জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ
জীবনের সকল দিকে মুহাম্মদ (সঃ) কে একমাত্র আদর্শ নেতা
অন্তরে সত্য হিসেবে গ্রহণ করার নামই ঈমান;
এ নীতিতে বিশ্বাসী হলেই মূলতঃ হয় মুমিন।

জীবনের সকল ক্ষেত্রে পালন করা আল্লাহর হুকুম
জীবনের সকল দিকে গ্রহণ করা রাসূলের নিয়ম
চিন্তা কথা কর্মে গরমিল না রাখাই ইসলাম;
এ আদর্শের কর্মী হলেই মূলতঃ হয় মুসলিম।

ওরা এভাবে আল্লাহ রাসূলকে দিতে চায় ধোকা
মূলতঃ তারাই বাস্তবতার অজান্তে খেয়ে যায় ধোকা
অন্তরে রয়েছে তাদের মুনাফিকী, কলুষিত হৃদয়ের তারা
মিথ্যা প্রতারণার জন্যে পাবে ভয়াবহ শাস্তি তারা।

তাদের যখন বলা হয় করো না সন্ত্রাস
তখন বলে তারা আমরা তো মাত্র সংশোধনকারী
সাবধান! এরা আসলে সংশোধনের লেবাসে খুনী-সন্ত্রাসী।
যখন বলা হয় ঈমান আনো সাহবীদের ন্যায়
বলে, আমরা কি ঈমান আনবো বেকুফদের ন্যায়?
আসলে বেকুফ এরাই, যদিও বুঝেনা এরা।

এর জনগনের কাছে গেলে করে ইসলামের মায়াকান্না
আর নিজেদের মাঝে করে ইসলামের বিরুদ্ধে উপহাস
আল্লাহও লম্বা করেন বিদ্রোহীতার রশি করে উপহাস
পাপে পরিপূর্ণ হলে করবেন আল্লাহ তাদের এরেস্ট।

(সূরা আলবাকারা ৮-১৫ নং আয়াত অবলম্বনে।)

১৪৯. হঠাও হঠাও হঠাও হঠাও

হঠাও হঠাও হঠাও হঠাও
হঠাও হঠাও হঠাওরে,
ভারতীয় দালালদের
হঠাও এবার হঠাওরে॥

খেদাও খেদাও খেদাও খেদাও
খেদাও খেদাও খেদাওরে,
হিন্দুস্তানী দালালদের
খেদাও আবার খেদাওরে॥

ওরা হলো সন্ত্রাসী
ওরা করে মাস্তানী,
ওরা হলো খুনী হাইজাকার
করে দেশে শুধু লুটতরাজ।
আল্লাহ! ওদের খপ্পর থেকে
বাঁচাও আবার দেশটারে॥

ওরা লুটে পুটে খেতে চায়
দেশের সকল সম্পদটা,
আরও চায় বেচে ফেলতে
বাংলাদেশের মানচিত্রটা।
আল্লাহ! ওদের ক্ষতি থেকে
রক্ষা করো জাতিকে॥

আল্লাহ রাসূল কুরআন হাদীস
ওদের বড় অসহ্য,
ইসলামের কথা বললে
করে তারা অগ্রাহ্য।
আল্লাহ! ওদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে
মদদ করো ইসলামকে॥

ওদের বড় চুলকানী
কথা বললে মুসলমানী,
ওরা মুসলিম থেকে মুশরিকদের
ভালোবাসায় অগ্রণী।
আল্লাহ! ওদের চক্রান্ত থেকে
উদ্ধার করো মুসলমানকে॥

মাসজিদ মাদরাসা আলেম আর দেশ প্রেমিক জনতা
ওদের আসল দুশমন,
বাম রাম সেকুলার আর দাদা বাবুরা
ওদের কলিজার আপনজন।
আল্লাহ! ওদের দালালী থেকে
স্বাধীন রাখো সার্বভৌমত্বকে॥
তারিখ ঃ ২৮/০৩/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

১৫০. নজরুল ফররুখ

বাংলা ভাষার কবি নজরুল ফররুখ
বাংলা ভাষায় এনেছ শান্তি সুখ,
ইসলামী চেতনার কবিতার খুলেছ মুখ
দূর করেছ চিত্তে অমানিশার দুঃখ ॥

মুসলিম কবি কবি সম্রাট নজরুল
ইসলামী কবি কবি গুরু ফররুখ,
এনেছ তোমরা নতুন এক হীরমুখ
করেছ তোমরা স্বকীয়তা স্বাধীনতা উম্মুখ ॥

বিদ্রোহী কবি বিশ্ব কবি নজরুল
রেনেঁসার কবি মহা কবি ফররুখ,
বাঁচিয়েছ মোদের থেকে পশ্চাদ মুখ
জনতা তোমাদের প্রশংসায় তাই পঞ্চমুখ ॥

তোমরা থাকবে সদা আমাদের সম্মুখ
আমাদের হতে হবে না মুক,
অব্যাহত থাকবে কাব্য রচনার ফুঁক
তাওহীদি চেতনায় তৈরী হবে প্রমুখ ॥

তারিখ ঃ ২৫/১০/২০০৮ ইং

১৫১. ফররুখ নজরুল

ফররুখ নজরুল তোমরা আমাদের চেতনার মূল
তোমরা আমাদের কর্মের মূল ফররুখ নজরুল,
ইসলামী বাংলাদেশী কবিতার তোমরা খাঁটি ফুল
ছড়া ছন্দ কবিতায় তোমরাই মোদের উৎস মূল ॥

ফররুখ নজরুল লেখনীতে তোমাদের নেই তুল
ভাবে ভাষায় বিন্যাসে তোমরা শ্রেষ্ঠ গুল,
চিন্তা চেতনায় তাওহীদি জাগরণ তোমাদের রচনার মূল
দেশ প্রেমের চেতনা তোমাদের রচনার ফল ॥

বাতিলের জিন্দানে তোমাদের লেখনী ফুটিয়েছে হুল
দুশমনের কলিজায় তোমাদের রচনা সক্রিয় দিতে শূল,
তাইতো চালায় ঘাতকরা তোমাদের বিরুদ্ধে মশি কুল
পারেনি পারবেনা ইসলামী বাংলাদেশী চেতনা করতে নির্মূল ॥

তোমাদের চেতনায় প্রস্তুত অনেক তরতাজা ফুল
লিখেছে লিখছে উপেক্ষা করে সকল প্রতিকূল,
ইসলামের তরে সার্বভৌমত্ব রক্ষায় লিখছে হয়ে ব্যাকুল
আসবে নিশ্চয়ই একদিন কাঙ্খিত সুন্দর অনুকূল ॥

তারিখ ঃ ২৯/১১/২০০৮ ইং

১৫২. তোমার আমার ভোট, তোমার আমার নোট

তোমার আমার ভোট, তোমার আমার নোট
কতো বড় আমানত, করবোনা আর খেয়ানত।
তোমার আমার রায়, তোমার আমার সমর্থন
করবো এবার হেফাযত, পাবো তবে রহমত।
তোমার আমার শ্লোগান, হলে দ্বীনে কোরবান
বিজয় হবে দ্বীন ইসলাম, ভারী হবে মীযান।
তোমার আমার জয় গান, দেশের তরে অম্লান
পাবো রহমত এ জীবন, পাবো নাজাত জাহান্নাম।
তোমার আমার মার্কা, হয় যদি দাঁড়িপাল্লা
শান্তি পাবে দেশের মানুষ, সুখ পাবে সবাই।

দেশের শান্তি সুরক্ষা, চাও যদি করতে
নর নারী সকলে, সীল মারো পাল্লাতে।
চাও যদি সকলে, সন্ত্রাসমুক্ত দেশ গড়তে
দেশের ভোটার সকলে, ভোট দাও পাল্লাতে।
চাও যদি জনগণ, দুর্নীতি মুক্ত প্রশাসন
কায়েম করো আল্লাহর আইন, কায়েম করো সৎ শাসন।

ভোট পাবে কারা, সৎ যোগ্য প্রার্থীরা
ভোট দেবো কাদের, সৎ যোগ্য প্রার্থীদের।
দাঁড়ি পাল্লায় দিলে ভোট, শান্তি পাবে দেশের লোক
পাল্লার পক্ষে দিলে নোট, বিজয়ী হবে সৎ লোক।
আমার ভোট আমি দেবো, সৎ যোগ্য প্রার্থীকে দেবো
সুখ পাবে দেশের মানুষ, উন্নত হবে বাংলাদেশ।

ভোটও চাই নোটও চাই, ও ভোটার বোন ও ভাই
ভোটও চাই নোটও চাই, ও আমার বোন ও ভাই
ভোটও চাই নোটও চাই, ও আমার সচেতন বোন ও ভাই
ভোটও চাই নোটও চাই, ও আমানতদার বোন ও ভাই।

শান্তি সুখের দেশ গড়তে, দাঁড়ি পাল্লায় ভোট চাই
দেশকে স্বাধীন মুক্ত রাখতে, দাঁড়ি পাল্লায় ভোট চাই।
সন্ত্রাস মুক্ত দেশ গড়তে, দাঁড়ি পাল্লায় ভোট চাই
দুর্নীতি মুক্ত দেশ গড়তে, দাঁড়ি পাল্লায় ভোট চাই।

দাঁড়িপাল্লার প্রার্থী যাঁরা, সৎ যোগ্য প্রার্থী তাঁরা
দাঁড়ি পাল্লার প্রার্থী যাঁরা, আলোকিত মানুষ তাঁরা।
দাঁড়ি পাল্লার প্রার্থী যাঁরা, আল্লাহওয়ালা মানুষ তাঁরা
দাঁড়িপাল্লার প্রার্থী যাঁরা, দেশ প্রেমিক মানুষ তাঁরা।

www.pathagar.com

১৫৩. আটাশে অক্টোবর দুই হাজার ছয় সনে

আটাশে অক্টোবর দুই হাজার ছয় সনে
বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার পল্টনে
মুজিব তনয়া হাসীনার নির্দেশের কারণে
পল্টন এলাকা লালে লাল হলো খুনে ॥

বাংলাদেশের উৎকৃষ্ট এক দিনে
হত্যাযজ্ঞ চালালো নিকৃষ্ট এক ধ্যানে
খুনের উপর খুন করলো শান্ত মনে
লাশের উপর উল্লাশ করলো প্রশান্ত মনে।

লগি-বৈঠা-লাঠির তান্ডবলীলা দেখেছে জনগণে
বিশ্ববাসীও দেখেছে খুন নির্যাতন মিডিয়ার কল্যাণে
হায়েনার দল আঘাত করেছে মানবতার তনুমনে
প্যারেক মেরে দিয়েছে মনুষ্যত্বের সর্বশেষ সম্মানে ॥

বহু হত্যা সংগঠিত হয়েছে এ যমীনে
কিন্তু লাশের উপর নৃত্য করেছে কোনখানে?
বলুন, নিহতের উপর উল্লাস করেছে কোনস্থানে?
পৃথিবীর সকল খুনকে হার মানিয়েছে এ নাচনে ॥

নির্যাতনের সময় জিহবায় আঘাত করলো আল্লাহু আকবার উচ্চারণে!
খুনের সময় মুখে মারলো মা মা ডাকার কারণে!
আল্লাহু আকবার ঘোষণার অধিকার কেড়ে নিল কোন শয়তানে?
মা মা ডাকার মালিকানা হত্যা করলো কোন নাফরমানে?

এরা ফিরআউনকে নিজেদের আদর্শ মুরুব্বী মানে
খুনের ঘোষণা দিয়েছেও বাংলার ফিরউনের কনে
এদের বর্বরতা হিটলারের চেয়েও বেশী বহুগুণে
এরা হত্যা করেছে দেশ-প্রেমিক জনতাকে বিনা কারণে ॥

ওরা হিন্দুসন্তানকে নিজেদের প্রভু দেবতা মানে
ওদের গোড়া আসলে এখানে নয় হিন্দুস্তানে
ওরা ছাতা ধরে এখানে বৃষ্টি হলে সেখানে
মুসলিম বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি ওদের মায়াশূন্যে ॥

ওরা মহাব্যস্ত এদেশে প্রভুর এজেন্দা বাস্তবায়নে
ওরা ঘাতক দালাল এবং উস্তাদ নির্মূল করণে
ওরা নরাধম নরপশু নরপিশাচ নরহন্তা রক্তপানে
দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে ওদের শঠতার কারণে।

রক্ত শপথ নাও বাংলাদেশের জনগণে
দেশের সীমানা শত্রুমুক্ত রাখার প্রয়োজনে
শান্তি দিতে দেশ চালাতে ইসলামী অনুশাসনে
তখনই সার্থক হবে আটাশে রক্তদানে শহীদানে।

তারিখ ঃ ২৮/১০/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

১৫৪. বাংলাদেশ তুমিও এখন সাম্রাজ্যবাদীদের আসল টার্গেট

বাংলাদেশ তুমিও এখন সাম্রাজ্যবাদীদের আসল টার্গেট
বাংলাদেশ তুমিও এখন ভারত মার্কিনের মূল টার্গেট
কারণ তোমার পেটে নব্বই ভাগ মুসলিম ব্যালট
যা ভারত মার্কিনের নিকট অপ্রিয় ভয়ংকর বুলেট ॥

তারা তোমাকে গিলাতে চায় উন্নতি প্রগতির ট্যাবলেট
যা তোমার অস্তিত্বের বিরুদ্ধে মারাত্মক মারনাস্ত্র ব্যয়নেট
আই,এম,এফ ওয়ার্ড ব্যাংকের মাধ্যমে করতে চায় এ্যারেস্ট
দখল করতে চায় তোমার সকল অর্থনৈতিক মার্কেট ॥

এনজিওগুলো সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভুত্ব কায়েমের লাইসেন্সধারী এজেন্ট
এনজিওগুলোর পরনে মানব অধিকারের ভুয়া জ্যাকেট,
তারা অবিরাম বাজাচ্ছে তোমার বিরুদ্ধে ভাংগা ক্যাসেট
তারা চায় তোমাকে বানাতে অকার্যকর ব্যর্থ স্টেট ॥

সাম্রাজ্যবাদীরা চায় দখল করতে তোমার রোড পোর্ট
তোমাকে বন্দী করতে, চায় সকল পথে ট্রানজিট
আরও চায় নারী প্রগতির নামে মা বোনদের করতে নেকেট
ইতোমধ্যে ছাত্র যুবকদের চরিত্র হয়েছে প্রায় লস্ট ॥

বাংলাদেশ তোমার আকাশে শকুন শকুনীরা করছে ফ্লাইট
তোমাকে বন্দি করতে চায় দিয়ে তাদের সকল নেট
তোমাকে পরাতে চায় তাদের ভূয়া গণতন্ত্রের স্যুট
ইতোমধ্যে পরিয়েছে তারা তাদের এজেন্টদের জার্সি কোট ॥

দালালরা পেতে চায় জনগণ থেকে দেশ শাসনের ভোট
তোমার জনগণ কি কখনও দেবে তাদের সেই ম্যান্ডেট?
যদিও তাদের দেয়া হতে পারে ভুরি ভুরি নোট
জনগণ বুঝে ফেলেছে তাদের পর্দার অন্তরালের কনসেপ্ট ॥

বাংলাদেশ তোমাকে দুই বিকল্পের একটি করতে হবে রিসিপ্ট
হয় তোমাকে চুষতে হবে সাম্রাজ্যবাদীদের চকোলেট
তাহলে তোমার জন্যে তারা ভৃত্যের মর্যাদা করবে গ্র্যান্ট
তুমি বেঁচে থাকতে পারবে হয়ে তাদের এক সারভেন্ট ॥

না হয় ঘোষনা করতে হবে আমি স্বাধীন মুসলিম স্টেট
আমি আমার শান্তি উন্নতি প্রগতি নিরাপত্তার জন্য নিজেই সাপোসিয়েন্ট
আমি কারো প্রভুত্ব চাই না, চাই শুধু ব্রাদারহুড
আরো চাই বেঁচে থাকতে কিয়ামত তক মর্যাদায় স্বাধীন স্টেট ॥

বাংলাদেশ তুমি কি চাও করতে তোমার অস্তিত্ব প্রোটেক্ট
বাংলাদেশ তুমি কি চাও করতে তোমার শান্তির ডেভলপমেন্ট
তাহলে তোমাকে আমি দিতে চাই এক বাস্তব কমিটমেন্ট
শুধুমাত্র দেশ প্রেমই করতে পারে তোমায় প্রোটেক্ট ॥

আর ইসলামেই রয়েছে কেবল মাত্র তোমার প্রকৃত ডেভেলপমেন্ট
আকড়ে ধারো দু'টি গুণ সীসাঢালা প্রাচীরের মতো হয়ে মযবুত
কায়েম করো কুরআন হাদীসের আইন ইসলামী হুকুমাত
প্রতিষ্ঠিত করো সাহাবায়ে কিরামের আদর্শ ইসলামী খিলাফাত ॥

তারিখ ঃ ৩১/১০/২০০৮ ইং

www.pathagar.com

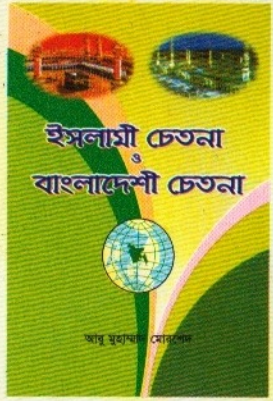

নজরুল ফররুখ

বাংলা ভাষার কবি নজরুল ফররুখ
বাংলা ভাষায় এনেছ শান্তি সুখ,
ইসলামী চেতনার কবিতার খুলেছ মুখ
দূর করেছ চিত্তে অমানিশার দুঃখ ॥

মুসলিম কবি কবি সম্রাট নজরুল
ইসলামী কবি কবি গুরু ফররুখ,
এনেছ তোমরা নতুন এক হীরম্মুখ
করেছ তোমরা স্বকীয়তা স্বাধীনতা উম্মুখ ॥

বিদ্রোহী কবি বিশ্ব কবি নজরুল
রেনেঁসার কবি মহা কবি ফররুখ,
বাঁচিয়েছ মোদের থেকে পশ্চাদ মুখ
জনতা তোমাদের প্রশংসায় তাই পঞ্চমুখ ॥

তোমরা থাকবে সদা আমাদের সম্মুখ
আমাদের হতে হবে না মুক,
অব্যাহত থাকবে কাব্য রচনার ফুঁক
তাওহীদি চেতনায় তৈরী হবে প্রমুখ ॥

ফররুখ নজরুল

ফররুখ নজরুল তোমরা আমাদের চেতনার মূল
তোমরা আমাদের কর্মের মূল ফররুখ নজরুল,
ইসলামী বাংলাদেশী কবিতার তোমরা খাঁটি ফুল
ছড়া ছন্দ কবিতায় তোমরাই মোদের উৎস মূল ॥

ফররুখ নজরুল লেখনীতে তোমাদের নেই তুল
ভাবে ভাষায় বিন্যাসে তোমরা শ্রেষ্ঠ গুল,
চিন্তা চেতনায় তাওহীদি জাগরণ তোমাদের রচনার মূল
দেশ প্রেমের চেতনা তোমাদের রচনার ফল ॥

বাতিলের জিন্দানে তোমাদের লেখনী ফুটিয়েছে হুল
দুশমনের কলিজায় তোমাদের রচনা সক্রিয় দিতে শূল,
তাইতো চালায় ঘাতকরা তোমাদের বিরুদ্ধে মশি কুল
পারেনি পারবেনা ইসলামী বাংলাদেশী চেতনা করতে নির্মূল ॥

তোমাদের চেতনায় প্রস্তুত অনেক তরতাজা ফুল
লিখেছে লিখছে উপেক্ষা করে সকল প্রতিকূল,
ইসলামের তরে সার্বভৌমত্ব রক্ষায় লিখছে হয়ে ব্যাকুল
আসবে নিশ্চয়ই একদিন কাঙ্খিত সুন্দর অনুকূল ॥

প্রাপ্তিস্থান :
ছাগলনাইয়া একাডেমী
আধুনিক লাইব্রেরী
মাদ্রাসা গেইট
ছাগলনাইয়া, ফেনী।